পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 354 Wednesday, 27 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৫৪ সংখ্যা ❋ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, বুধবার, ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

## ব্যালট ফেরানোর আর্জি নাকচ করল সুপ্রিম কোর্ট! প্রশ্ন, ‘জিতলে ইভিএম কারচুপি হয় না?’

**নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ** দেশের নির্বাচনে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কে এ পল নামের মামলাকারী ব্যালট ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করে সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি দিয়েছিলেন, চন্দ্রবাবু নাইডু, জগন মোহন রেড্ডির মতো নেতারাও ইভিএম কারচুপি নিয়ে সরব হয়েছে। ইভিএম নিয়ে অভিযোগের কোনও শেষ নেই। তাই তা বাতিল করে আবার ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনা হোক। কিন্তু এই যুক্তি মানতে চায়নি শীর্ষ আদালত। বরং পাল্টা প্রশ্ন করা হয়েছে, ‘জিতলে ইভিএম কারচুপি হয় না?’’ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং পিবি ভারালের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘‘চন্দ্রবাবু নাইডু, জগন মোহন রেড্ডির মতো নেতারা যখন ভোটে জেতেন তখন ইভিএম নিয়ে অভিযোগ করেন না। তখন ইভিএমে কারচুপি হয় না। এটাকে আমরা কীভাবে দেখব? এসব যুক্তি নিয়ে তর্ক করার জায়গা এটা নয়।’’ পাশাপাশি অন্য একটি বিষয়ের আর্জি জানালেও মামলাকারীকে কার্যত তিরস্কার করে সর্বোচ্চ আদালত। মামলাকারীর দাবি ছিল, নির্বাচনের কোনও প্রার্থী যদি ভোটের প্রচারে টাকা বা মদ বিলি করতে

গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে যেন তাঁকে পাঁচ বা তার বেশি বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। নির্বাচন কমিশনকে এই মর্মে নির্দেশ দিতে আর্জি জানানো হয়েছিল। এই আবেদনও খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট মামলকারীকে প্রশ্ন করে, ‘‘আপনার আর্জিগুলি বেশ অন্যরকম। এত ভাল আইডিয়া কীভাবে পান?’’ যদিও মামলাকারীর সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কোনও সম্পর্ক নেই। শীর্ষ আদালত এই বিষয়টি নিয়েও কার্যত অবাক হয়েছে। আসলে মামলাকারী এমন এক সংস্থার প্রেসিডেন্ট যারা ৩ লক্ষ অনাথ শিশু এবং ৪০ লক্ষ বিধবা মহিলাকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করেছে। সেই সংস্থার মুখ হয়ে হঠাৎ রাজনৈতিক ইস্যুতে কেন মামলা করছেন তিনি তা জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। যদিও ইভিএম নিয়ে নিজের যুক্তিতে অনড় ছিলেন তিনি। কে এ পলের স্পষ্ট কথা, গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে ইভিএম। ভারতের উচিত আমেরিকার মতো ব্যালট পেপারে ভোট করানো। তিনি ইলন মাস্কের ইভিএম নিয়ে মন্তব্যকেও হাতিয়ার করেছেন। এক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, ‘‘বাকি বিশ্বের থেকে আপনি কেন আলাদা হতে চাইছেন না?’’

# নৈহাটির বড়মার নামে ফেরিঘাটের নামকরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

## তৈরি হবে পুলিশ ফাঁড়িও

**দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২৬ নভেম্বরঃ** বাংলার উপনির্বাচনে ছয় আসনে বিরোধীদের কুপোকাত করে রেকর্ড জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই তালিকায় রয়েছে নৈহাটিও। মঙ্গলবার পূর্ব ঘোষণা মতো সেখানকার বড়মার মন্দিরে পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রীর বড়মার মন্দিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। সেই মতো এদিন দুপুরে তিনটের একটু আগে মন্দিরে পৌঁছে যান মমতা। এদিন মন্দির চত্বর ঘুরে দেখার পাশাপাশি কথা বলেন পুরোহিত ও মন্দিরের পরিচালন কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিজয়ী প্রার্থী সনৎ দে ও ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টরা। বড়মাকে শাড়ি, ফুল দিয়ে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি ঘণ্টা বাজিয়ে মঙ্গলারতি করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। পুরোহিতদের নিয়ম ও নিষ্ঠা মেনে পুজো করার কথা মনে করিয়ে মমতা বলেন, তাঁর বাড়িতেও প্রতিবছর মায়ের পুজো হয়। তাই আচার, অনুষ্ঠান সবটাই জানা। প্রতি বছর নৈহাটির বড়মার মন্দিরে ধুমধাম করে কালীপুজো হয়। গত বছর সেই পুজো শতবর্ষ পেরিয়েছে। সদ্য নির্মিত হয়েছে মন্দিরও। গত বছর বড়মার মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। ৪৯ হাজার ১৯৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন নৈহাটি উপ নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। বিজেপির প্রার্থী রূপক মিত্রকে পরাজিত করেন তিনি।

রাজ্যের ছটি বিধানসভার উপনির্বাচনেই ভাল ফল করেছে তৃণমূল। উচ্ছ্বসিত দলের কর্মীরা। খুশির আবহেই বড়মার দর্শনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা উপনির্বাচনে রাজ্যের ৬ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর সমর্থন রাখার কারণে নৈহাটি-সহ রাজ্যবাসীকে করজোড়ে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এদিন বড়মাকে শাড়ি, ফুল দিয়ে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি ঘণ্টা বাজিয়ে মঙ্গলারতি করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীর গোত্র শুনে চমকে ওঠেন পুরোহিত। পুজোর ডালি হাতে নিয়ে পুরোহিত মুখ্যমন্ত্রীর গোত্র জানতে চান। পরে নিজেই সেকথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমার গোত্র হল মা-মাটি-মানুষ। এখানে বলে নয়, আমি সব জায়গাতেই এই গোত্রে পুজো দিই।’’ বছরভরই ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে নৈহাটিতে। যে কারণে নিরাপত্তাজনিত দাবিও রয়েছে বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের সেই দাবির কথা অজানা নয় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানেরও। মমতা এদিন মন্দিরে দাঁড়িয়েই জানান, নৈহাটিতে শীঘ্রই পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি করা হবে। এর পাশাপাশি এলাকার মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য নৈহাটি ও ভাটপাড়া হাসপাতালে ওপিডি পরিষেবা চালুর কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ব্যারাকপুরে আপনারা পার্থকে (ভৌমিক) জিতিয়েছেন। ও এমপি ল্যাড থেকে দুটি হাসপাতালের ওপিডির জন্য ২ কোটি করে মোট ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।’’ বছর পাঁচেক আগে নৈহাটিতে একবার বড়সড় অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘পাঁচ বছর আগে একটা গোলমাল হয়েছিল। মানুষের ওপর অত্যাচার হয়েছিল। ভয়ে কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছিলেন না। তখন ২ ঘণ্টা থেকে পার্টি অফিসগুলো রঙ করে দিয়েছিলাম। পার্টি অফিসটা রঙ করা উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সাহস জোগান। শান্তি ফেরাতে তারপরও নৈহাটিতে ২ বার এসেছিলাম, সেদিন অনেক অকথা কুকথা শুনতে হয়েছিল।’’ মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ‘‘লোকের অকথা কুকথা নিয়ে ভাবি না। মানুষের কাজ করে যেতে যায়। রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় তাই মায়ের কাছে এসেছিলাম।’’ সেখান থেকে ফেরার সময় মুখ্যমন্ত্রী জানান নৈহাটি ফেরিঘাটের নাম হবে এবার বড়মার নামে। শুধু নতুন নামকরণ নয়, সাংসদ কোটার টাকায় ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে সেজে উঠবে নৈহাটির ঘাটও। বসানো হবে হাইমাস্ক আলোও।

# সংবিধান দিবসে সরকার-বিরোধীকে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করালেন রাষ্ট্রপতি

**নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ** আজ সংবিধান দিবস। ভারতের সংবিধান রক্ষার ৭৫ বছর পূর্ণ হল ২৬ নভেম্বর ২০২৪। সেই উপলক্ষেই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সরকার পক্ষের একাধিক নেতা থেকে লোকসভার বিরোধী দলনেতাও, সফলভাবে গণতন্ত্র রক্ষার ৭৫তম বর্ষ পূরণের উদযাপনের এই দিনে উপস্থিত ছিলেন। সেন্ট্রাল হলে রাষ্ট্রপতির ভাষণে এই দিন উঠে আসে সংবিধান তৈরি করার যে কঠিন কাজ সেই কথা। তিনি বলেন, ‘‘এই সংবিধান সাংঘাতিক মেধা, এবং তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল এই সংবিধান। সেই অতুলনীয় আন্দোলনের আদর্শকেও সংবিধানে বিশেষ গুরুত্ব এবং স্থান দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও সেই ভাবধারাকে সুস্পষ্ট রূপে সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।’’ তিনি বলেন, ‘‘ন্যায়, স্বতন্ত্রতা, ক্ষমতা এবং বন্ধুতা এই আদর্শের উপরেই তৈরি হয়েছে আমাদের সংবিধান। সংবিধানের প্রত্যেকটি গুণ একে অপরের পরিপূরক।’’ রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্বাধীনতার পর থেকে আর্থিক উন্নয়নের জন্য জিএসটি-এর ভূমিকার কথাও শোনা যায়। তিনি বলেন, ‘‘স্বাধীনতার পর থেকে দেশের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হল জিএসটি।’’ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ জরুরি বলেও জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেন, ‘‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মকে কার্যকরী করে সাংসদরা আধুনিক চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছে।’’ ‘গরিব জনজাতি’র উন্নতির জন্য গত কয়েক বছরে অনেক কাজ করেছে বলেও জানান রাষ্ট্রপতি, তিনি বলেন, ‘‘গত কয়েক বছরে পিছিয়ে পড়া জাতির উন্নয়নের জন্য বিপুল কাজ করেছে সরকার। এখন গরিব মানুষ পাকা বাড়ি পাচ্ছেন। জল, বিদ্যুৎ, সড়কের মতো সাধারণ সুযোগ সুবিধাও উপভোগ করছেন। খাদ্য সুরক্ষা এবং চিকিৎসাও মিলছে। সমগ্র ও সমবেত বিকাশের জন্য এমন অনেক পদক্ষেপ করা হয়েছে।’’ এই দিন সেন্ট্রাল হলে সংবিধান দিবসে ভাষণ চলাকালীন

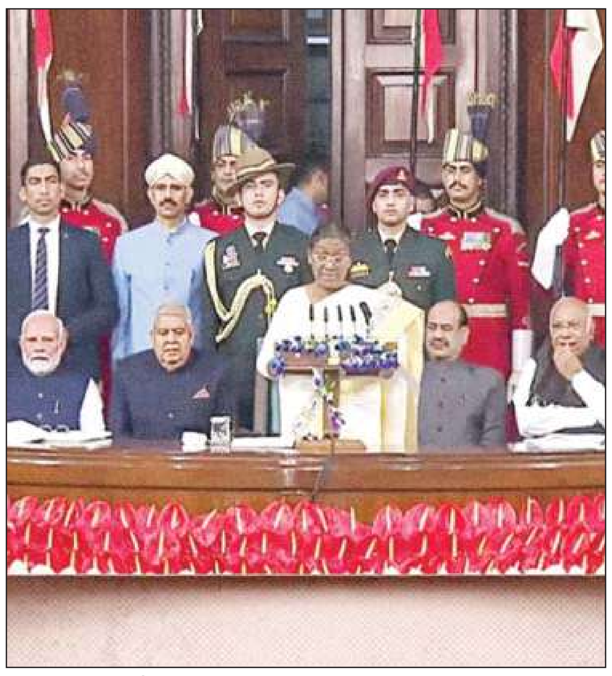

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাশেই উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার স্পিকার জগদীপ ধনখড়। তাঁর পাশেই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যসভায় সরকার পক্ষের নেতা জেপি নাড্ডা এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। অন্যদিকে, দ্রৌপদী মুর্মুর পাশেই ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং। প্রসঙ্গত, সংবিধান দিবসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছাড়া আর কে কে ভাষণ দেবেন তা নিয়েও চাপানউতোর চলছিল সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে। কংগ্রেসের দাবি ছিল যদি প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন তাহলে বিরোধী দলনেতাকেও ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল গণতন্ত্রের সম্মান এবং নিরপেক্ষতা রক্ষার্থেই সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু শেষ অবধি কে কে ভাষণ দেবেন সেই সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। তবে এই দিন দেখা গেল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একাই বক্তব্য রাখেন। এই দিন শ্রোতার আসনে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ, শিবরাজ চৌহান সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। বক্তব্যের শেষে সকলকে সংবিধান প্রস্তাবনার পাঠ পড়ান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

## ‘মেয়ের চোখ থেকে রক্ত বেরিয়েছিল’, বিধানসভায় গিয়ে পথে নামার কথা জানালেন তিলোত্তমার বাবা-মা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ** আরজি কর-কাণ্ডের আন্দোলনের তীব্রতা কমেছে। আন্দোলনরত চিকিৎসকরা

নিজেদের কাজে ফিরেছেন। উপ নির্বাচনেও আন্দোলনের তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে আন্দোলন যে থামেনি, তা বুঝিয়ে দিলেন খোদ তিলোত্তমার বাবা-মা। মঙ্গলবার সকালে তাঁরা বিধানসভায় গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, আপাতত সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। সেটা দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। বিধানসভার বাইরে বেরিয়ে তিলোত্তমার বাবা জানান, এদিন সংবিধান দিবস পালিত হচ্ছে, তাই বিচারের আশা নিয়েই বিধানসভায় গিয়েছেন তাঁরা। তিনি বলেন, ‘‘আমরা শুধু সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটটা দেখতে চাই। যদি দেখি কোনও ঢিলেঢালা ব্যাপার আছে, তাহলে আমরা পথে নামব।’’ শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিলোত্তমার বাবা। তিলোত্তমা মা বলেন, ‘‘মেয়ের মৃত্যুর থেকেও বেশি কষ্ট হয়েছিল সেদিন পুলিশের ব্যবহারে। ওই রাতটা যেন কোনও বাবা-মাকে দেখতে না হয়।’’ আন্দোলন যে থামবে না, সে কথা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমার মেয়ের চোখ থেকে রক্ত বেরিয়েছিল। আমি চাই সবাই যেন এই আন্দোলনে আমার পাশে থাকে।’’ তবে উপ নির্বাচনে আন্দোলনের প্রভাব পড়ল না বলে যে চর্চা শুরু হয়েছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিলোত্তমার বাবা-মা। তাঁরা আরও একবার স্পষ্ট করে দেন, রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই।

## পিএইচই-র কাজে ক্ষুব্ধ মমতা

# বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কানেকশন পৌঁছেছে কিনা রি-চেকের নির্দেশ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ** নাম কা ওয়াস্তে শুধু পানীয় জলের পাইপ লাইন বসালেই হবে না। প্রতিটি বাড়িতে যেন জল পৌঁছয়, সেটাও দেখতে হবে প্রশাসনকে। এটা প্রশাসনের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। বক্তা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজের হাল হকিকত খতিয়ে দেখতে এদিন নবান্নে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও। সেখানেই কাজের রিভিউ খতিয়ে দেখতে গিয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৈঠকে পিএইচই-র কর্তাদের উদ্দেশে মমতা বলেন, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছতে প্রশাসন দায়বদ্ধ। পাইপ যাওয়া মানেই জল সরবরাহ নয়। যে সব বাড়িতে জলের পাইপ লাইন গিয়েছে সেখানে সত্যি জল পড়ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট কানেকশনগুলি রি-চেক করারও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছানোর টার্গেট রয়েছে রাজ্যের। সব মিলিয়ে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কথা। ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্যজুড়ে সেই কাজও চলছে। পিএইচই-র দাবি ইতিমধ্যে ৯০ শতাংশ বাড়িতে সংযোগ পৌঁছে গেছে। যদিও তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় জেলায়

বেশ কিছু এলাকায় পাইপ লাইন পৌঁছলেও তা থেকে জল পড়ছে না বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পারার পরই এদিন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের কর্তাদের নিয়ে নবান্নে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই সংশ্লিষ্ট দফতরের কাজে উষ্মা প্রকাশ করে পুরো বিষয়টি মুখ্যসচিবকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন তিনি। জলের সংযোগ পুনরায় রি-চেক করার নির্দেশও দেন। বেশ কিছু জায়গায় পাইপ লাইনের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে যদি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরো বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের ডিজিকে। জলের পাইপ লাইনের জন্য নতুন গাইড লাইন তৈরির নির্দেশও দিয়েছেন। পিএইচই দফতরে ইঞ্জিনিয়ারের অভাব থাকলে প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিতে ইঞ্জিনিয়র নিয়োগের কথাও বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘সরকারি পদ্ধতি মেনে লোক নিতে গেলে ১ বছর লেগে যাবে। ততদিন কি মানুষ জল পাবে না। তাই প্রয়োজনে চুক্তিতে ইঞ্জিনিয়র নিয়োগ করতে হবে।’’ পাইপ লাইনের কাজে কোনও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতির অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। একই সঙ্গে কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় কলের মুখ খোলা রেখে জল নষ্ট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। মমতা বলেন, ‘‘কোথাও কোথাও কলের মুখ খোলা থাকে। অনবরত জল পড়তে দেখা যায়। অনেকে কলের মুখ খুলে নিয়ে পালান। এ ব্যাপারে বিকল্প কী করা যায়, সেটা দেখতে হবে।’’

## মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন একনাথ

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন একনাথ শিন্ডে। মঙ্গলবার সকালে রাজভবনে গিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণণের কাছে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন একনাথ শিন্ডে। এই সময়ে দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার এবং দেবেন্দ্র ফড়নবিসও উপস্থিত ছিলেন।মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি, শিবসেনা এবং এনসিপি-র সমন্বয়ে গঠিত মহাযুতি জোট জয়ী হয়েছে। মহারাষ্ট্রে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। কে হতে চলেছেন মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্যমন্ত্রী, তা নিয়েও জল্পনা চলছে করা হয়েছে।

## রাজ্যসভার ৬টি খালি আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি, ২০ ডিসেম্বর হবে ভোট

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ রাজ্যসভার ৬টি খালি আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যসভার ৬টি খালি আসনে ভোট হবে আগামী ২০ ডিসেম্বর, ওই ফল ঘোষণা হবে। ২০ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত হবে ভোট। ওই দিন ৫টার পর শুরু হবে গণনা।পশ্চিমবঙ্গ থেকে জহর সরকার ইস্তফা দেওয়ায় রাজ্যসভার একটি আসন খালি হয়ে পড়ে, এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ভেঙ্কটারমনা রাও মোপিদেবী ও বি এম রাও যাদব ইস্তফা দিয়েছিলেন, ওড়িশা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সুজিত কুমার এবং হরিয়ানা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কিশান লাল পানওয়ার।

## জাতীয় সংবিধান দিবসে বিধানসভায় বিজেপির শ্রদ্ধা নিবেদন

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে বিজেপি পরিষদীয় দলের বিধায়কদের সঙ্গে বিধানসভায় দেশের সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।মঙ্গলবার বিধানসভা ভবন-চত্বরে বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তির সামনে তাঁরা পুস্পার্ঘ অর্পন করেন। ‘ আম্বেদকর লাল সেলাম’, ‘ দিবস পালন করুন’ প্রভৃতিধ্বণি দেন শুভেন্দুবাবু ও উপস্থিত তাঁর দলীয় বিধায়করা।প্রসঙ্গত, ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল, কার্যকর হয়েছিল ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি। প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর পালিত হয় জাতীয় সংবিধান দিবস। জাতীয় আইন দিবস নামেও এটি পরিচিত। ভারত সরকারভারতের সংবিধানের প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকর (১৪ এপ্রিল ১৮৯১ - ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬) এর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী বছরের ১৯ নভেম্বর তারিখের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২৬ নভেম্বর তারিখটিকে সংবিধান দিবস হিসাবে ঘোষণা করে।

## ফড়নবিস হবেন মহারাষ্ট্রে নতুন মুখ্যমন্ত্রী, ভবিষ্যদ্বাণী সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরে নেতা সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, আমার মতে, দেবেন্দ্র ফড়নবিসই হবেন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী।সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পওয়ার তাঁদের দলের জন্য নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এই দুই দল অমিত শাহ ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর দাস এবং বিজেপির সাব-কম্পানি। বর্তমানে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য তাঁরা একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পওয়ারের দল ভাঙতে পারে।

## বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংবিধান দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালযের চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কন্ঠে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের সংবিধান দিবস পালন করা হচ্ছে। আজ চাইল্ড ক্যাবিনেট এর মন্ত্রীদের কন্ঠে শোনা গেল- আমাদের দেশ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি। মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, ভারত সরকার ২০১৫ সালের ১৯ শে নভেম্বর তারিখের এক গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২৬ শে নভেম্বর তারিখটি কে সংবিধান দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

## এই দেশে দলিত, আদিবাসীদের নিয়ে কথা বললেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়ঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃদিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে সংবিধান দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর বক্তৃতার সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়, বন্ধ হয়ে যায় তাঁর মাইক। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, এই দেশে গত ৩,০০০ বছর ধরে দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর শ্রেণী, গরীবদের নিয়ে যেই কথা বলে, তাঁরই মাইক বন্ধ হয়ে যায়। মাইক বন্ধ হয়ে গেলে, অনেক মানুষ এসে আমাকে বসতে বলেন। আমি বললাম, আমি বসব না, দাঁড়িয়ে থাকবো,।লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আরো বলেছেন, আপনারা যত খুশি মাইক বন্ধ করুন, আমি যা চাই তাই বলব। এখানে রোহিত ভেমুলার ছবি পিছনে রয়েছে, তিনি কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

## বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,২৬ নভেম্বরঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার ( যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী

## শীঘ্রই আবহাওয়া বদলাবে কাশ্মীরে, ডিসেম্বরের শুরুতেই বৃষ্টি ও তুষারের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ২৬ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়ার শীঘ্রই অবসান হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। ডিসেম্বরের শুরুতেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কাশ্মীরের আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ৩০ নভেম্বর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রভাবিত করতে পারে, এরই প্রভাবে ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগামে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সমতলে হতে পারে বৃষ্টি।

## মধ্যপ্রদেশের মোরেনায় তিনটি বাড়ি ভেঙে মৃত দুই, উদ্ধারকাজ জারি

মোরেনা, ২৬ নভেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলায় মধ্য রাতের বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল তিনটি বাড়ি। তিনটি বাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু’জনের। এছাড়াও আরও দু’জন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকাজ এখনও জারি রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মোরেনায. মধ্যরাতে বিস্ফোরণে তিনটি বাড়ি ভেঙে দু’জনের মৃত্যু হযেছেচিফ সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (সিএসপি) মোরেনা রবি সোনের বলেছেন, গত ৬-৭ ঘণ্টা ধরে উদ্ধার অভিযান চলছে। দু’টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হযেছে। আরও দু’জনের আটকে থাকার সম্ভাবনা রযেছে। উদ্ধার অভিযান চলছে এবং আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধারকাজ সম্পূর্ণ করতে।

## এখনও দূষণের কবলেই দিল্লি, একিউআই খারাপ পর্যায়েই

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লির বাতাস মঙ্গলবারও দূষিতই থাকল। এদিন সকালেও ধোঁয়াশার পুরু চাদরে আচ্ছন্ন থাকল দিল্লি-এনসিআর। বাতাসের গুণগতমান (একিউআই) ছিল খারাপ পর্যায়েই। ধোঁয়াশার পুরু চাদর গ্রাস করে দিল্লিকে। দূষণের কারণে এদিন সকালেও প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো মানুষজন শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন।দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্যপথ, অক্ষরধাম সর্বত্রই ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, মঙ্গলবার সকালে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ছিল উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ, বাণিজ্যনগরী মুম্বইও ধোঁয়াশার পুরু চাদরে ঢেকে যায়।

## উদয়পুরের মেওয়ারে রাজ পরিবারে অশান্তি, ঝরল রক্তও! জখম তিন

উদয়পুর, ২৬ নভেম্বর ঃ রাজার রাজত্ব শেষ, এখন শুধুই পড়ে রয়েছে সম্পত্তি ও সিংহাসন। তার দখল নিয়েই উত্তেজনা ছড়াল রাজস্থানের উদয়পুরে। মেওয়ারের রাজ পরিবারের সদস্য তথা বিজেপি বিধায়ক বিশ্বরাজ সিংয়ের অভিষেককে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত। চলতি মাসের শুরুতেই বিশ্বরাজের বাবা মহেন্দ্র সিংহ মেবার প্রয়াত হন। তারপরেই সোমবার অভিষেক হয় বিশ্বরাজের, তিনি হন মেওয়ারের ৭৭-তম মহরানা। যার ফলে চিতরগড় দুর্গের রাজপরিবারের প্রধান হন তিনি। সোমবার অনুষ্ঠিত রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পরে বিশ্বরাজ সিং মেওয়ারের ধুনি মাতা মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু উদয়পুরের সিটি প্যালেসের দরজাগুলি তালাবদ্ধ ছিল।অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যায় অনুগামীদের নিয়ে উদয়পুর রাজপ্রাসাদে যখন ঢুকতে যান বিশ্বরাজ, তখন তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। উদয়পুরের রাজপ্রাসাদটি বিশ্বরাজের কাকা শ্রীজি অরবিন্দ সিং মেওয়ার এবং তাঁর সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেই প্রাসাদেই সোমবার বিশ্বরাজ প্রবেশ করতে গেলে পথ আটকান তুতোভাই ডাঃ লক্ষ্য রাজ সিং। অভিযোগ, তারপরেই অশান্তি শুরু হয় দু’পক্ষের মধ্যে। বিজেপি বিধায়ক বিশ্বরাজের অনুগামীরা ওই প্রাসাদের গেট টপকে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। পাথর ছোড়ে লক্ষ্য রাজ সিংয়ের অনুগামীদের দিকে। পাল্টা বিশ্বরাজের অনুগামীদের লক্ষ্য করেও ইট-পাথর ছুতে থাকে ডাঃ লক্ষ্য রাজের অনুগামীরা। যার ফলে জখম হয়েছেন অনেকেই। পুলিশের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়।উদয়পুরের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার পোসওয়াল বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রয়েছে। প্রাসাদের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। আমরা কিছু বিষয়ে একমত হয়েছি, যদিও কিছু বিষয়ে এখনও আলোচনা চলছে। ধুনি মাতা মন্দিরের বিতর্কিত স্থানটি রিসিভারশিপে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

## ২৯ নভেম্বর ওড়িশায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, এই সফর ৩-দিনের

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ আগামী ২৯ নভেম্বর, শুক্রবার থেকে ৩-দিনের সফরে ওড়িশায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভুবনেশ্বরে ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ওড়িশা প্রথমবারের মতো এই ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করছে।এই সম্মেলনে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ছাড়াও সিআরপিএফ, ’র’, এনএসজি, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং এসপিজি-র প্রধানরা উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাড়াও, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালও সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। ডিজিপিদের সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সাইবার ক্রাইম, মাওবাদী ঝুঁকি, এআই সরঞ্জামগুলির দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

## চেন্নাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি শক্তিকান্ত দাস, সুস্থই আছেন আরবিআই গভর্নর

চেন্নাই, ২৬ নভেম্বর ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাসকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি ভালো আছেন এবং চিন্তার কোনও কারণ নেই, হাসপাতাল সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার আরবিআই মুখপাত্র জানিয়েছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস অ্যাসিডিটি অনুভব করেন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি এখন ভালো আছেন এবং আগামী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

## ২৬।১১ সন্ত্রাসী হামলার ১৬ বছর, মুম্বইয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর ঃ আতঙ্কের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি মুম্বই তথা গোটা দেশবাসীর মন থেকে। ২৬১১-র সেই স্মৃতি এখনও তাজা সকলের মনে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা কেড়ে নিয়েছিল ১৬৬ জনের প্রাণ। পাকিস্তানি জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। ২৬১১ হামলায় নিহতদের মঙ্গলবার স্মরণ করল মুম্বই তথা গোটা দেশ। এদিন সকালে মুম্বইয়ে পুলিশ কমিশনার অফিস চত্বরে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণণ, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফ।নবিস প্রমুখ।উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর আরব সাগর দিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছিল লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি)-র সন্ত্রাসবাদীরা। বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় তারা। এলোপাথাড়ি গুলি আর বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ১৬৬ জনের। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ৯ জঙ্গির। একমাত্র জীবিত অবস্থার ধরা পা।ছিল জঙ্গি আজমল কাসভ, কাসভের ফাঁসি হয়েছে ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর।

## কানপুরে ভেঙে পড়ল ব্রিটিশ আমলে তৈরি সেতু, উন্নাওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

কানপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুরে ভেঙে পড়ল ব্রিটিশ আমলে তৈরি একটি সেতু। গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত এই সেতুটি মঙ্গলবার ভোররাতে আচমকাই ভেঙে পড়ে। ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া গঙ্গা সেতুটি কানপুরকে উন্নাওয়ের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই সেতুটি মঙ্গলবার ভোররাতে ভেঙে পড়ে।প্রায় ১২৫ বছরের পুরোনো এই সেতুটি ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেতু কর্পোরেশন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে দিয়েছে এবং এটি ভেঙে ফেলার জন্য সরকারের সঙ্গে সম্মত হযেছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, ট্রেন চলার অভিঘাতে এই ব্রিজটি রাতে ভেঙে পড়ে। এটি ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ছিল এবং ট্রেনের অভিঘাতে সেতুটি ভেঙে পড়ে।

## ‘সিপিএম-এর মেধাবী ছাত্রী’, নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

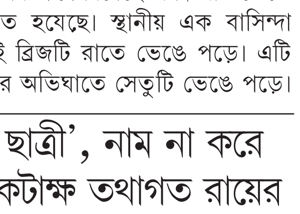

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ সিপিএম-এর মেধাবী ছাত্রী ওদের বাকি কাজটুকু এখন করে দিচ্ছেন। নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু লিখেছেন, লক্ষ্য করেছেন, খুন, ডাকাতি, তোলাবাজি, গণধর্ষণ, ঘুষ-খাওয়া, এই সব কেমন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে ? এগুলোতে আজকাল আর খবর হয়না ! এগুলো হচ্ছে বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ নষ্ট হবার লক্ষণ। সিপিএম এই করে বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্য ইত্যাদিকে মহিমান্বিত করেছিল। তাদের মেধাবী ছাত্রী ওদের বাকি কাজটুকু এখন করে দিচ্ছেন।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২৬নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ৮ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৭ অহগ্রহায়ণ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

শহর কলকাতায় ১৮ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে রাতের তাপমাত্রা। আগামী ৭২ ঘণ্টা খুব একটা তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৫ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৯মিনিট

## রাশিফল

**মেষ রাশিঃ**আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে।
**বৃষ রাশিঃ**নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
**মিথুন রাশিঃ** উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না।
**কর্কট রাশিঃ**খেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
**সিংহ রাশিঃ**বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
**কন্যা রাশিঃ** সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। সংসারে শান্তি।পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। বিবাহের যোগ হবে
**তুলা রাশিঃ**পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
**বৃশ্চিক রাশিঃ**নিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে । শুভ দিন
**ধনু রাশিঃ** প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
**মকর রাশিঃ**প্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।
**কুম্ভ রাশিঃ** অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিযে সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন ।অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
**মীন রাশিঃ**কর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

# শুভেন্দুর সঙ্গে তৃণমূল নেতার ছবির পোস্টার কান্ড নিয়ে ফের তোলপাড়

তনুজ জৈন, ২৬ নভেম্বর ঃ পোস্টার কান্ড নিয়ে ফের তোলপাড়। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর ছবির পোস্টারে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে গদ্দার লেখা নিয়ে ক্ষুব্ধ গেরুয়া শিবির। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ। তৃণমূল ক্ষমা না চাইলে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি। যে বারবার বিজেপি এবং কংগ্রেস শিবির পরিবর্তন করেছে গদ্দার সেই নিজেই, এই ভাবেই মমতার দিকে কটাক্ষের তীর। পাল্টা নিজেদের অবস্থানে অনড় তৃণমূল। প্রসঙ্গত মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় গত শনিবার একটি পোস্টার নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়।এলাকা জুড়ে তৃণমূল কর্মীদের একাংশ হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তার সঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটি ছবির পোস্টার এলাকার বিভিন্ন দেওয়ালে সেটে দেয়। যে পোস্টারে লেখা ছিল রাজ্যের গদ্দারের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুরের গদ্দার গদ্দার হটাও তৃণমূল বাঁচাও। এই ঘটনায় সামনে এসে পড়ে শাসকদলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। ব্লক নেতৃত্ব সঞ্জীব গুপ্তার সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর এই ছবি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু গেরুয়া শিবির তাদের নেতাকে গদ্দার বলা নিয়ে ব্যাপক ক্ষুব্ধ। এর প্রতিবাদে হরিশ্চন্দ্রপুরের শহীদ মোড়ে বিজেপি বিক্ষোভ কর্মসূচি করে। তাদের দাবি তৃণমূলকে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় আদালতে তারা মানহানির মামলা করবে।সাথে তাদের কটাক্ষ হরিশ্চন্দ্রপুরের যে তৃণমূল নেতারা শুভেন্দু কে গদ্দার বলছে তারা দেখা করার সুযোগ পেলে সব থেকে আগে লাইন দেবে। সাথে অতীতে মমতার বারবার এনডিএ এবং ইউপিএ শিবির পরিবর্তন নিয়েও কটাক্ষ। যদিও তৃণমূল এই নিয়ে নিজেদের অবস্থানে অনড়। তৃণমূলের দাবী শুভেন্দু অধিকারী গদ্দার এবং মীরজাফর এটা সারা রাজ্য জানে। যে মমতা তাকে এত বড় জায়গায় নিয়ে গেছিল তার সঙ্গে বেইমানি করেছে। আর যার মান নেই তার কিসের আবার মানহানি। সমগ্র ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

# নতুন প্যান কার্ডে আসছে আমূল পরিবর্তন

সমীর দাস, ২৬ নভেমবর ঃ সাইবার ক্রাইম রুখতে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলো কেন্দ্রীয় ২.০ প্রকল্প। প্যান ২.০ প্রকল্প নিয়ে টুইট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, প্যান ২.০ প্রকল্পের মাধ্যমে আয়করদাতাদের অনেক সুবিধা হবে। তাঁরা নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে স্বচ্ছ, সহজ এবং উন্নত পরিষেবা পাবেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী জানান, সরকারের লক্ষ্য ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অধীনে প্যান ২.০ প্রকল্পটি সক্ষম করা, যা নির্দিষ্ট সরকারী সংস্থার সমস্ত ডিজিটাল সিস্টেমের জন্য প্যানকে একটি সাধারণ শনাক্তকারী হিসাবে যোগ্য করে তুলবে। ফলে এর মাধ্যমে চিন্তামুক্তভাবে আর্থিক বিনিময় করা যাবে। এবার প্যানে আসছে কিউ আর কোড। প্যান ২.০ প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৪৩৪ কোটি টাকা। কী কী সুবিধা মিলবে নতুন প্যান থেকে? এই বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, প্যান কার্ডে কিউআর কোড থাকার ফলে আয়করদাতাদের আর্থিক লেনদেন অনেক সহজ এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। পাশাপাশি লেনদেনের গতি বাড়বে। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বিষয় হল ডিজিয়াল জালিয়াতি। সেই দিক থেকেও অতিরিক্ত সুরক্ষা দেবে কিউআর কোড যুক্ত নতুন প্যান কার্ড। সাইবার ক্রাইম বা।ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও নতুন নতুন নিরাপত্তার কথা ভাবতে হচ্ছে। প্যানে যুক্ত হওয়া কিউ আর কোড তারই একটি অঙ্গ।

# অভিষেককে দলে কোনঠাসা করা হচ্ছে মানা যায় নাঃ হুমায়ুন কবীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক বেশ কিছুদিন ধরেই দলের ভিতরে নানা বিতর্ক তৈরী করে চলেছেন। সোমবার তৃণমূলের কর্ম সমিতির মিটিং নিয়ে তিনি এবার বোমা ফাটালেন। হুমায়ুন বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি কোনও যোগ্যতা নেই? কেন কেউ অভিষেককে কোণঠাসা করবে? কোণঠাসা করার চেষ্টা করবে, আর সেটা কি আমরা মেনে নেব? তিনি আরও বলেন, বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর চারপাশে যাঁরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চাইছেন, তাঁদের ভবিষ্য আগামী দিনে অন্ধকার হবে। বেশ বোঝা যায় তার আক্রমনের কেন্দ্রে আছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরাদ হাকিমের মতো প্রবীণ নেতারা। হুমায়ুনের মূল লক্ষ, সোমবারের তৃণমূলের সভা আলো করা প্রবীণ ব্রিগেড। গতকালের বৈঠক ঘিরে তৃণমূল অন্দরে একটা রদবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নামের তালিকাও দিয়েছিলেন। এর আগে তৃণমূলে দেখা গিয়েছে, অভিষেকের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে দল। কিন্তু সোমবারের বৈঠকে অন্য ছবিই কার্যত ধরা গিয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে ২০২৬-এর নির্বাচনের রাশ থাকবে মমতার হাতে। তিনি বলেন, তিনি ৪৫ বছর ধরে রাজনীতি করছেন। কিন্তু কখনো নিজের স্বার্থে রাজনীতি করেন নি। আর এখন যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের অনেকেই নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নিচ্ছে।তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই ধরনের কাজ করছেন। প্রসঙ্গত এখন মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্বে আছেন ফিরহাদ হাকিম।

# মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে জালনোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সুতি,২৬ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের এমডিআই মোড় জাতীয় সড়ক এলাকা থেকে জালনোট উদ্ধার। মঙ্গলবার বিকেলে ৬৫ হাজার টাকার জালনোট সহ এক নাবালক ও এক যুবককে গ্রেপ্তার করে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম নুর মোহাম্মদ সেখ(২৭) এবং আতাউর রেজা (১৭)। তাদের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায। রঘুনাথগঞ্জের এমডিআই মোড় জাতীয় সড়কের উপর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। জালনোট কারবারের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত রযেছে তাঁর তদন্ত করে দেখছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। জালনোট গুলো কোথায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়েছিল ধৃত দুই যুবক তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। বুধবারই ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করবে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

## ইভিএম হ্যাকের জন্যই মহারাষ্ট্রে পরাজয় আঘাড়িরঃ জি পরমেশ্বর

বেঙ্গালুরু, ২৬ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাড়ির পরাজয়ের জন্য চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। রবিবার তিনি বলেছেন, ইভিএম হ্যাকের জন্যই মহারাষ্ট্রে পরাজয় আঘা।রি। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন সম্পর্কে কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেছেন, মনে হচ্ছে আমরা ইভিএম হ্যাকের কারণেই মহারাষ্ট্র হারিয়েছি, এটি আমাদের নেতাদের মতামত। আমরা নির্বাচনের জন্য একটি সঠিক কৌশল তৈরি করতেও ব্যর্থ হয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম, মহারাষ্ট্রে এমভিএ ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু, সব কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেল।

# কুলতলির মেরীগঞ্জ হাইমাদ্রাসার ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি,২৬ নভেম্বর ঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয়টি আসন শাসক দল নিজেদের দখলে রাখলো কুলতলিতে। সারা জেলায় সমবায়ের পর এবার স্কুল মাদ্রাসার ভোটেও জয় জয়কার তৃণমূল কংগ্রেসের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ হাই মাদ্রাসার অভিভাবক নির্বাচন উপলক্ষে ২৫ ও ২৬শে নভেম্বর দুই দিন বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত মনোনয়ন জমা পর্ব চলছিল। ভোট হওয়ার কথা ছিল ৮ই ডিসেম্বর,মোট ছয়টি আসনের ছয়টিতে মনোনয়ন জমা পড়ার কারণে আর ভোট হচ্ছে না। বিরোধী দল থেকে কেউ এখানে মনোনয়ন জমা না দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দলের দখলে গেল এই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটি।এই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির ভোট নিয়ে মেরিগঞ্জ -১নং তৃনমূল অঞ্চল সভাপতি জাকির হোসেন শেখ মঙ্গলবার বলেন, বিরোধী দের পায়ের তলায় মাটি নেই কুৎসা

ও অপপ্রচার করে ভোটে লড়া যায় না।তাই তাঁরা প্রার্থী দিতে পারিনি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জন্য রাজ্যে সব নির্বাচনে বিরোধীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।এর থেকে ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত।এদিনের জয়ীরা হলেন সাহাদুল লস্কর,মোরসালিম লস্কর,আইনুল সরদার, সাদউদ্দিন ঘরামী,আখতারুল মন্ডল, ফাতেমা পুরকাইত।এদিন এই জয়ের পরে সবুজ আবির মেখে বিজয় উৎসবে মাতেন তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিন এই মনোনয়ন জমাকে ঘিরে অশান্তির আশংকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল মেরীগঞ্জ হাই মাদ্রাসায়।

# গ্রীন লাইনের শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড সেকশনের টানেলের চলমান কাজগুলি পরিদর্শন করছেন মেট্রো জিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে এবং চেয়ারম্যান, কেএমআরসিএল এবং শ্রী অনুজ মিত্তল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেএমআরসিএল এবং কেএমআরসিএল-এর অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিয়ালদহ-এর মধ্যে টানেলের চলমান কাজের পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করেছেন। গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড সেকশন আজ অর্থাৎ ২৬.১১.২০২৪। বউবাজারে পূর্ব-গামী এবং পশ্চিম-গামী টানেলের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের টানেল রিট্রোফিটিং কাজের অগ্রগতি এবং চলমান ট্র্যাক ওয়ার্ক এবং অন্যান্য সিস্টেম কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য উভয় টানেলের একটি বিস্তৃত পরিদর্শন করা হয়েছিল।তাঁর পরিদর্শনের সময়, শ্রী রেড্ডি এই স্ট্রেচের কাজের চলমান অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং বিশেষ করে শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড

সেকশনের ভারসাম্যমূলক কাজগুলি সময়মতো সমাপ্ত করার জন্য সেকশনটি তাড়াতাড়ি চালু করার জন্য এবং হাওড়া ময়দান থেকে পুরো অংশটি খোলার জন্য বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। দ্রুততম সময়ে যাত্রী পরিষেবার জন্য গ্রীন লাইনের

# নিত্যযাত্রীদের পছন্দের মাঝারি দূরত্বের এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে অতিরিক্ত রিজার্ভড কোচ

কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃ নিত্যযাত্রীরা বিশেষত অর্থাৎ যারা অফিস - আদালত - স্কুল - কলেজ

বা ব্যবসার কাজে রোজই একটু দূরে বিশেষত কলকাতা বা সংলগ্ন অঞ্চলে যাতায়াত করে থাকেন, তাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণে ইন্টারসিটি ধরণের মাঝারি দূরত্বের এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে অতিরিক্ত রিজার্ভড (সংরক্ষিত ) কোচ জুড়তে চলেছে পূর্বরেল। এই রিজার্ভড কোচ সংযুক্তির ফলে তাদের যাতায়াত আরও সুগম হয়ে উঠবে যা আর্থসামাজিক উন্নয়নেরও সহায়ক। পাঁচটি ট্রেন যেমন ১২৩৩৭১২৩৩৮ হাওড়া-বোলপুর-হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, ১২৩৩৯১২৩৪০ হাওড়া-ধানবাদ-হাওড়া কোলফিল্ড এক্সপ্রেস, ১২৩৪১১২৩৪২ হাওড়া-আসানসোল-হাওড়া অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস , ১৩০১১১৩০১২ হাওড়া - মালদা-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং ০৩০৪৭০৩০৪৮ হাওড়া-রামপুরহাট - হাওড়া বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিতে লাগছে একটি করে অতিরিক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ার কার। এই অতিরিক্ত কোচের সংযোজন ২৭ থেকে ৩০ শে নভেম্বরের মধ্যেই উভয় প্রান্ত থেকে কার্যকর হবে। এছাড়াও, ১৩০৪৫১৩০৪৬ হাওড়া-দেওঘর-হাওড়া ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেসে লাগছে একটি অতিরিক্ত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজার্ভড কোচ। এই ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ সংযুক্তি হাওড়া থেকে ৩০শে নভেম্বর এবং দেওঘর প্রান্ত থেকে ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। ২২৩২১২২৩২২ হাওড়া-সিউড়ি-হাওড়া হুল এক্সপ্রেসে যাত্রীদের জন্য আরও সুখবর। তারা পাচ্ছেন একটি অতিরিক্ত এসি ৩ টায়ার কোচের সংযোজন। এতদিন পর্যন্ত এই গা।তিতে যাত্রীরা কেবলমাত্র বসেই যাতায়াত করতে পারতেন, কিন্তু এখন এসি ৩ টায়ার কোচের সংযোজনের ফলে যাত্রীরা শুয়ে অথবা ঘুমিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন। অতিরিক্ত কোচের সংযুক্তির ফলে হুল এক্সপ্রেসের কোচ সংখ্যাও ১৩টি কোচ থেকে ১৪ টি কোচে বৃদ্ধি পেলো। এই এসি ৩ টায়ার কোচের সংযোজন উভয় প্রান্ত থেকেই ৩০শে নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। নিত্যযাত্রীদের চাহিদা পূরণে পূর্বরেল সর্বদাই সচেষ্ট। সময়বিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত কোচ সংযোজনের ফলে সাধারণ যাত্রীরা সাশ্রয়কারী যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে রেলের উপর বিশেষ নির্ভরশীল।

# পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গুপ্তিপাড়ার শিশুকে তার দাদুই খুন করে লুকিয়ে রেখেছিলেন!

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৬ নভেম্বর ঃ রবিবার সকালে যেভাবে শৌচাগার থেকে চার বছরে স্বর্ণাভ সাহার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, তাতে চমকে গিয়েছে গোটা এলাকা। সারারাত ড্রোন, স্নিফার ডগ দিয়ে খোঁজার পর যেভাবে হঠা বাথরুমের দরজা খুলে ঠাকুরদা বলে ওঠেন, 'এ কার বাচ্চা!', তাতে অবাকই হচ্ছেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন সেই ঠাকুরদা অর্থা শম্ভু সাহা। ঠাকুমা চায়না সাহা ও জ্যেঠিমা টুম্পা মজুমদার সাহাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু কে খুন করল স্বর্ণাভকে? হুগলির গুপ্তিপা।ায় গত শনিবার আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায় ওই শিশু। পুলিশ চিরুণি তল্লাশি চালালেও কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। রবিবার সকালে শিশুর ঠাকুরদা শৌচালয়ের দরজা খুলে সবাইকে ডাকেন ও দেখান ভিতরে পড়ে রয়েছে এক শিশু। উদ্ধার করা হয় স্বর্ণাভকে, হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সে বাঁচেনি।

সোমবার সেই মামলায় ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শিশুকে তার দাদুই খুন করে লুকিয়ে রেখেছিলেন! পরে সুযোগ বুঝে পুলিশের নজর এড়িয়ে তাকে শৌচালযে ফেলে দেন বলে সন্দেহ পুলিশের। আরও জানা গিয়েছে, সবাই যখন স্বর্ণাভকে খুঁজছে, তখন ঘন্টা দুয়েকের জন্য ঠাকুরদা বেরিয়ে যান। ফিরে এসে জানান, নাতি কোথায় আছে জানার জন্য তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। পুলিশ তিনজনকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করে। কান পাতলেই ধৃত ঠাকুরদা শম্ভু সাহা সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, শম্ভু ছিলেন বদমেজাজী। ছোট বউমা অর্থা স্বর্ণাভর মা-কে পছন্দ করতেন না একেবারেই। শুধু তাই নয়, তিনি নাতিকেও দেখতে পারতেন না বলে শোনা যায়। নিজের স্ত্রীকেও মারধর করতেন বলে অভিযোগ। তবে আদালতে যাওযার পথে তিন জনই জানান যে তাঁরা খুন করেননি।

# ৬৭তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫ ইস্টার্ন রেলওয়ের ইনডোর স্টেডিয়ামে সংগঠিত

কলকাতা, নভেম্বর ২৬ঃইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বেহালার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৬৭ তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫ এর আয়োজন করেছে। ইস্টার্ন রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী সুমিত সরকার আনুষ্ঠানিক প্রদীপ জ্বালিয়ে, টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী সাতাকি নাথ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, দলের কোচ এবং খেলোয়াড়রা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তার ভাষণে, শ্রী সরকার এই চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন যে মর্যাদাপূর্ণ আট দিনের টুর্নামেন্টটি ২৬শে নভেম্বর শুরু হবে এবং ৩রা ডিসেম্বর ফাইনালের মাধ্যমে শেষ হবে। শ্রী সরকার ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সাথে আলাপচারিতা করেন, তাদের সেরাটা করতে উৎসাহিত করেন। ম্যাচগুলি দুটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবেঃ ইন্ডোর স্টেডিয়াম, বেহালা এবং আউটডোর কোর্ট, মাঝেরহাট।

জাতীয় পর্যায়ের এই চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ২০টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেখানে ৪০টি লিগ ম্যাচ সহ ৪৮টি ম্যাচ নির্ধারিত রয়েছে। শীর্ষ আট দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে, নকআউট পর্বে নিয়ে যাবে, যেখানে চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা নির্ধারণ করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ে বাস্কেটবল দল ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করেছে, গত বছর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ২য় স্থান অধিকার করেছে। রেলওয়ে দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। আগের চ্যাম্পিয়নশিপে, নর্দান রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, আর আইসিএফ পেরাম্বুর রানার্সআপ হয়েছিল। গত বছর তৃতীয় স্থান অর্জনকারী পূর্ব রেলওয়ের সাথে উভয় দলই এবারের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে।

# কনকচূড় ধানের খই সহ একাধিক কাঁচামালের দাম বেড়ে চলায় এবছর জয়নগরের মোয়ার দাম বাড়ালো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ নভেম্বর ঃ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ চলছে। এখনও পর্যন্ত সেভাবে শীতের দেখা নেই। ওদিকে ঠিক মতো শীত না এলেও শুরু হয়ে গেছে জয়নগরের মোয়া। তবে জাঁকিয়ে শীত না পড়ায় বেজায় সমস্যায় পড়েছেন জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীরা । কারণ শীত ঠিকমতো পড়লেই মোয়া তৈরির কাঁচামাল পাওয়া যায়। শীত নেই, তাই জোগান নেই তাঁর ওপর এবারে কাঁচামালের দাম অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় জয়নগর বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীরা আর তাই এ বছর মোয়ার দাম বৃদ্ধি পেল জয়নগর বহড়ু এলাকায় ।এখনো দেখা মিলছে না ভালো মানের নলেন গুড়ের। যা ছাড়া মোয়া নির্মাণ অসম্পূর্ণ। বাঙালির কাছে অন্যতম জনপ্রিয় একটি খাবার জয়নগরের মোয়া। খ্যাতি এমনই যে প্রতি বছরই বাংলা ছাড়িয়ে ভিনরাজ্য এমনকি বিদেশেও পাড়ি দেয় এই মোয়া। জয়নগরের মা কালী সুইটস্ এর রাজেশ দাস বলেন,এবছর মোয়া তৈরির সাথে জড়িত সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। মোয়া তৈরির উপাদান এলাচের আগে দাম ছিল ২৭০০ -৩ হাজার টাকা, আর এখন দাম হয়েছে ৪৫০০-৪৮০০ টাকা। ঘি এর দাম প্রতি কিলোতে প্রায় ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। চিনির দামও বেশ খানিকটা বেড়েছে। মোয়ার প্রধান উপাদান কনকচুড় ধানের খই দ্বিগুন হয়েছে। এছাড়া মোয়ার অলংকারনের জন্য ব্যবহৃত কাজু, কিসমিস,ক্ষীরের দাম ও প্রায় দেড়গুনের কাছাকাছি বেড়ে গেছে। তাছাড়া গ্যাস সহ একাধিক জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলায় এবছর আমরা কিছুটা দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছি। তবে মোয়ার গুনগত মান বজায় থাকবে। এই সময়ে বহড়ু জয়নগর এলাকার কয়েকহাজার মানুষ এই মোয়া শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে দীন যাপন করে। মোয়ার শহর জয়নগরের মোয়া এখন জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত। বহড়ুর বীণাপানি মিষ্টান্ন ভান্ডারের গনেশ দাস বলেন, মোয়ার গুনগত মান বজায় রাখতে আমাদের কিছুটা দাম বাড়াতে হয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতের আগে আগেই প্রচন্ড বৃষ্টিতে কনকচুড় ধানের চাষে ক্ষতি হয়েছে আর তাঁর কারণে কনকচুড় ধানের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় খই এর দাম বেড়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ইএনজিজি-০৬/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর - কাঁচরাপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদার বিশেষভাবে যাঁদের রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/ সেচ বা অন্য কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সমতুল ধরনের কাজ অতীতে সম্পাদন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- ক্র. নং. (১); টেন্ডার নং. ডব্লুটি-১৫-২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ কেপিএডব্লু-তে এস/২৯ এ এবং লোকো অ্যান্ড ক্যারেজ-এর বিভিন্ন শপে গ্যান্ট্রি রেল-এর সংস্কার এবং এস/২৯বি/এপিপি-১ -এ গ্যান্ট্রি রেল-এর ওজন বহনক্ষমতার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৫৩,৫৪,৫২৫;০৭ টাকা; বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন*ঃ ৩,২৬,৮০০.০০ টাকা; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য; স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ মাস; ক্র. নং. (২); টেন্ডার নং. ডব্লুটি-১৬-২৪-২৫; কাজের বিবরণঃ কেপিএডব্লু-তে ক্যারেজ কমপ্লেক্সে শপ নং ১৮ এবং ২৫-এর জন্য হেভি ডিউটি ফ্লোর। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮,১৯,৮৯,৫৮৩.১০ টাকা;বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন*ঃ ৫,৬০,০০০.০০ টাকা; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য; স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১৮ মাস; টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ উভয় টেন্ডারের জন্য ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে।*রেলওয়েবোর্ডপত্র নং ঃ ২০২০/ সিই-১/সিটি/৩ই/জিসিপি/পলিসি, তাং. ৩০.১২. ২০২০-তে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কোনো ওয়ার্কস টেন্ডারের জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে আজকের তারিখ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ প্রদত্ত হয়নি, তাই ইএমডি প্রদানের ব্যবস্থা ফিরে এসেছে। কাজের পরিসর নির্দেশাত্মক মাত্র। যদিও বিশদ রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ https://www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। বিজ্ঞাপিত মেয়াদ ঃ যে সময়কালে এই টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে না। দরপ্রস্তাব দাখিলের মেয়াদকাল ঃ টেন্ডার খোলার তারিখের পনেরো দিন আগে থেকে, টেন্ডারদাতারা তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। টেন্ডার ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই একই দিনে দুপুর ২টো ৩০ মিনিটের পরে যে কোনো সময়ে খোলার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি এবং ব্যবহারপোযোগী নেট পাওয়া গেলে খোলা হবে।

(MISC-246/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## সৌরশক্তি উদ্যোগের সাথে এগিয়ে চলেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষে সৌরশক্তি উপাদনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করে স্থিতিশীল উন্নয়ন ও শক্তি দক্ষতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে পুনর্নিশ্চিত করেছে। কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করা এবং নবীকরণ যোগ্য শক্তি গ্রহণ করার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রে ২০২৪-এর এপ্রিল ও অক্টোবর মাসের মধ্যে ১২৭৭ কে ডব্লিউ পি সামগ্রিক সৌর ক্ষমতা চালু করেছে। এই পদক্ষেপ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের ডিভিশন গুলিতে অতিরিক্ত সৌরশক্তি প্রকল্প স্থাপনের সাক্ষী হয়েছে, এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে ৬৭২ কেডব্লিউপি-এর সাথের ডিঁয়াডিভিশন, এরপর রয়েছে লামডিংডিভিশনের ৫৪৫ কেডব্লিউপি এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অবদান ৬০কেডব্লিউপি।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ই-টেন্ডার নোটিস নং ইএল-এইচ-কন-টিআরডি-১৬০-২০২৪-এনআইটি তারিখ ঃ ২৫.১১.২০২৪-এর সংশোধনী যেটি ইতিপূর্বে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, হাওড়া ৩৭১-তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তার ক্র. নং. (১)-এর টেন্ডার নোটিশ-এর স্তম্ভ নং. ঃ ৩; বিজ্ঞাপিত মূল্য (ভারতীয় মুদ্রায়)ঃ ৯৩,৫২,২১৯.৯০ টাকার পরিবর্তে ৮৩,১৪,০৪৬.৫০ টাকা রূপে পড়তে হবে। ক্র. নং. (২) টেন্ডার নোটিশের স্তম্ভ নং.; ৫; বায়না অর্থ (ভারতীয় মুদ্রায়) ঃ ১,৮৭,১০০.০০ টাকার পরিবর্তে ১,৬৬,৩০০.০০ টাকা রূপে পড়তে হবে। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। (CON-75/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ৩এইচ/৩/টেন্ডার,তারিখ ঃ ২৫.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যারা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস বা যে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ সিনি. ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে, ক্র. নং. (১); ই-টেন্ডার নং. ২৬৬৩২৪-২৫ ; কাজের বিবরণ ঃ এইএন/কেডব্লুএই-র অধীনে কেডব্লুএই(০৪টি) এবং এসএএলই (০১টি)-তে, এইএন/এজেড-এর অধীনে এজেড (০১টি) এবং এইএন/এনডিএই-র অধীনে এনডিএই(০১টি) এবং টিপিএই(০১টি)-তে পাইপলাইন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আর.সি.সি ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও.এইচ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন। আনুমানিক মূল্য ঃ ১৩,১৫,৫৩,৪৯৯.১৪ টাকা; বায়না অর্থ ঃ ৮,০৭,৮০০.০০ টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮ মাস; ক্র. নং. (২); ই-টেন্ডার নং. ২৭৮৩২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ এবিএসএস-এর অধীনে কেডব্লুএই-তে মেন বিল্ডিংয়ের একতলা সম্মুখভাগ, বারান্দার উন্নয়ন, অভ্যন্তরের কাজ, বুকিং অফিস, শৌচালয়, ওয়েটিং হলের উন্নয়ন; আনুমানিক মূল্য ঃ ৪,১৩,৩৪,৫৯৬.১৮ টাকা; বায়না অর্থ ঃ ৩,৫৬,৭০০.০০ টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস; ক্র. নং. (৩); ই-টেন্ডার নং. ২৭৯৩২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ এবিএসএস -এর অধীনে এনডিএই-তে সম্মুখভাগ ও বারান্দার উন্নয়ন, বুকিং অফিস, টয়লেট ও ওয়েটিং হলের অভ্যন্তরভাগের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ; আনুমানিক মূল্য ঃ ২,৯৯,২৪,৫৪১.২৯ টাকা; বায়না অর্থ ঃ ২,৯৯,৬০০.০০টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস; ক্র. নং. (৪); ই-টেন্ডার নং. ২৮০৩২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ এবিএসএস-এর অধীনে কেজিএলই বিদ্যমান বিল্ডিং- এর সম্মুখভাগ, বারান্দা, শৌচালয়, বুকিং অফিসের অভ্যন্তর ভাগ, ওয়েটিং হল চতুস্পার্শস্থ এলাকা, পার্কিং এলাকা প্রভৃতির উন্নয়ন; আনুমানিক মূল্য ঃ ২,৮৫,৩৭,২৫৫.৪৯ টাকা; বায়না অর্থ ঃ ২,৯২,৭০০.০০ টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস; ক্র. নং. (৫); ই-টেন্ডার নং. ২৮১৩২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ এবিএসএস এর অধীনে এজেড-এ এসবিতে প্রবেশ-এর দ্বিতীয় পথ, সম্মুখভাগ, বারান্দা, বুকিং অফিস, ওয়েটিং হল, শৌচালয় প্রভৃতি সম্পূর্ণ করার কাজ; আনুমানিক মূল্য ঃ ২,৮৫,২৮,৬৩৫.৬৩ টাকা; বায়না অর্থ ঃ ২,৯২,৭০০.০০ টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস; (৬); ই-টেন্ডার নং. ২৮২৩২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ এবিএসএস এর অধীনে এবিকেএ-তে প্রধান ভবন এবং ২য় প্রবেশ ভবনের একতলা, সম্মুখভাগ, বারান্দা, অভ্যন্তরীণ কাজ, চতুস্পার্শস্থ এবং পার্কিং এলাকার উন্নয়ন; আনুমানিক মূল্য ঃ ৪,৭৩,৪০,৩০৬.৭২ টাকা; বায়না অর্থ ঃ ৩,৮৬,৭০০.০০ টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস; (৭); ই-টেন্ডার নং. ২৮৩৩২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ সিনি. ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে বিডিসি-এজেড শাখায় এলসি নং. ২/এ, ৯/এসপিএল, ১৫/ই, ১৭/টি, ২৬/টি, ২৭/ই, ২৬/এ, ২৬/বি, ২৪/এ, ২৪/টি এবং ২০/এসপিএল-এ এল/সি-গুলিতে রাস্তা ঘোরানোর কাজ; আনুমানিক মূল্য ঃ ১,৮০,৯৯,৭৬২.৪০ টাকা; বায়না অর্থ ঃ ২,৪০,৫০০.০০টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস; (৮); ই-টেন্ডার নং. ২৮৪৩২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ এডিইএন/এজেড-এর আওতাধীনে কেএনএসএন থেকে কিমি ১৮১/০ পর্যন্ত বিদ্যমান এলএইচএস-এর উভয় মুখের সাম্প-এ নর্দমার সুবিধা ইত্যাদি উভয় প্রান্তে থাকার সুবিধা সমেত জল জমানোর রিজার্ভার সহ ছাদের আচ্ছাদনের ব্যবস্থা সমেত উন্নয়ন; আনুমানিক মূল্য ঃ ২,২৩,৭১,৫২০.৫৩ টাকা; বায়না অর্থ ঃ ২,৬১,৯০০.০০ টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান- ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ, (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। দ্রষ্টব্যঃ- আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহূত টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থরূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-445/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫৪ সংখ্যা, বুধবার, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

## পণ্ডিত জগতে তর্কবিতর্ক

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী একজন ভারতীয় ইতিহাসবিদ, লেখক ও ভারতবিদ্যা। জন্ম ২৩ নভেম্বর, ১৯৫০। তিনি ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ বিশেষজ্ঞ। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ২০১২ সালে প্রধান ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণের একটি বিশ্বকোষ তৈরির বৃহত আকারের প্রকল্প গ্রহণ করেন। কাজের অসুবিধা ও জটিলতার কারণে, প্রকল্পটিকে ধারণ করতে তাঁর এক দশক সময় লেগেছিল। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ১৯৫০ সালের ২৩ নভেম্বর পূর্ববঙ্গের (পাকিস্তান) পাবনা জেলার গোপালপুর গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী প্রাচীন ভারতীয় গল্পগুলির সহজ ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে তাঁর পণ্ডিতের জন্য খ্যাতিমান, বিশেষত ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বিষয়ক। তিনি সাধারণত বাংলা ভাষায় লেখেন এবং বাল্মিকীর রাম ও রামায়ণ, অর্জুন ও দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণা কুন্তি এবং কৌন্তেয় সহ বহু বই লিখেছেন। এতবড় পন্ডিত পর্যন্ত বলেছেন, গূঢ় রহস্যগুলো সাধনার দ্বারা সম্প্রদায়গত ভাবে লব্ধ। এগুলো পড়ে হয় না। এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ওনারা মদ্য, মাংস নিবেদন করেন দেবীকে। কিন্তু কালীপুজোর নানান রকম ধরন আছে। শুধু তান্ত্রিকি কালী তা তো নয়, দক্ষিণা কালী আছে, রামকৃষ্ণদেব পুজো করতেন। কালী যেহেতু শক্তির দেবতা তাঁর কাছে এসব উপাচার চলতেই পারে। কিন্তু এমন নয়, এই সাধনমার্গ নিয়ে মন্তব্য করতে পারি যে আমার দেবতা এইরকম। কারণ চণ্ডী থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র নানা বিষয় রয়েছে। চণ্ডীর মধ্যে আছে 'রক্তবীজও বধে দেবী' রক্তবীজ যখন বধ করা হচ্ছে। একটা ফোটা রক্তবীজ পড়লে আর একটা রক্তবীজ জন্মাচ্ছে। একটা প্রবাদ হয়ে গিয়েছে, রক্তবীজের বংশ। দেবী চামুন্ডা তখন তিনি কী করলেন। চন্ডী বললেন, দেখ কালী চামুন্ডে তুমি এই রক্তটা পান কর। তাহলে রক্তটা মাটিতে পড়বে না। আমি তখন তাকে শেষ করতে পারব। তাহলে কী বলব একটা 'ব্লাড হ্যাপি' দেবতা? এটা বলতে হবে আমাকে? দেবতাদের ক্ষেত্রে একটা খুব সুন্দর কথা আছে ভাগবত পূরাণে। তাঁরা যা আচরণ করছেন সেটা আমাদের পালনীয় নয়। সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। ওনারা যা বলছেন ওটা আমাদের দেখার কথা। তান্ত্রিক উপাচারে যে পুজো হয় সেখানে মদ্য-মাংস নানা কিছু আছে। বৈরভী চক্র আছে। স্ত্রী লোকের ব্যাপার আছে। এগুলো তো গূঢ় রহস্যের ব্যাপার। এগুলো কী আমরা বিচার করব? সাধানমার্গকে বিচার করব? রামচন্দ্র বৈষ্ণব দেবতা হিসাবে গন্য হয়েছেন। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন রামচন্দ্র কি মাছ মাংস খেতেন। ওনাকে কী বলব? খোদ রামায়ণের মধ্যে যে বর্ণনা আছে তিনি পাঠা, ভেড়া, বরাহ, ময়ুরের মাস খেতেন। যেদিন সীতা হরণ হচ্ছেন সেদিনও দুখানা হরিণ মেরে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানেন না বাড়ি গিয়ে সীতাকে খুঁজে পাবেন না। তিনি তো ক্ষত্রীয়।

## মনস্তাত্ত্বিক লেখক মানিক

'পুতুল নাচের ইতিকথা' বইটি না পড়লে পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে কঠিন অজ্ঞতা থেকে যেত। পরকীয়া মানেই শরীরে শরীর মিশে যাওয়া! এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত এই উপন্যাস পড়ে! স্পর্শ না করেও যে দীর্ঘদিন এক ই প্রেমে কাটিয়ে দেয়া যায় তা জানতে পারা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর চরিত্র কুসুম আর শশী চরিত্রে! শশী এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সদ্য ডাক্তারি পাস করে সে গ্রামে আসে বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিন্নতর সংস্কৃতি কিংবা সহজ ভাষায় উন্নত জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষমেশ সে আর প্রথাগত জীবনের বাইরে যেতে পারে না। গ্রামীণ জীবনের প্রতিবেশ-পরিবেশের বৈচিত্র্য আর বাস্তবতার ডালপালা সর্বোপরি কুসুমের প্রতি দুর্নিবার টান এমনভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে যা ছিঁড়ে বের হওয়া শশীর সামর্থ্যের বাইরে।তার আর গ্রাম ছেড়ে যাওয়া হয় না শহরের চাকচিক্যময় জীবনের উদ্দেশ্যে ! শশীর চরিত্র বিস্ময় বোধক। আসলেই আক্ষরিক অর্থে কিছু অসামান্য প্রেম সব কিছুর উর্ধে ! চিরকালের নমস্য ! সবাই এই প্রেম ধারণ করতে পারে না! কুসুম এ উপন্যাসের নায়িকা। তার পরিচয় হলো সে তেইশ বছর বয়সি মেয়ে, উপন্যাসের এক চরিত্র পরাণ-এর স্ত্রী, রহস্যময়ী এবং বিচিত্ররূপিনী নারী। তার খামখেয়ালীপনা, খাপছাড়া প্রকৃতি তাকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। শশীর জন্য তার 'উন্মাদ ভালোবাসা' এই উপন্যাসের অন্তর্গত সৌন্দর্য। কুসুমের স্ফুট-অস্ফুট প্রেম শেষ পর্যন্ত অন্য রূপ নেয়, অন্য মাত্রা নেয়। 'চপল রহস্যময়ী নারী, জীবনীশক্তিতে ভরপুর, অদম্য অধ্যবসায়ী কুসুম জীবনরহস্যের দূত। পরকীয়া প্রেম ও যে একটা উচ্চপর্যায়ের শিল্প হতে পারে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' পড়েই বোঝা সম্ভব ! এমন হয়ত জীবনে অনেক কিছুই পড়া সম্ভব হয় না ! সে বেদনা কুড়ে কুড়ে খায় ! কেন একজীবনে সব পড়ে যেতে পারা গেল না! অন্তত সৃষ্টির সেরা বইগুলো ! হয়ত আমি অনেক ভালো বইয়ের নাম ও জানিনা ! যা জানি তাই বা পড়ে শেষ করতে পারছি কই ? প্রিয় কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । এই বিস্ময়কর সৃষ্টির ভিতর আপনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন বাংলার পাঠকের হৃদয়ে ! জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, চতুষ্কোন, বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক উপন্যাসগুলি দু'মলাটের মধ্যে ভাবা যায়! আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোস্তাত্ত্বিক লেখক ছিলেন। মানুষের মনের গভীরে কোনও প্রেমের খেলা চলছে তার সন্ধান করে গিয়েছেন। সেই কারণে দিবারাত্রি কাব্য একটি অনন্য উপন্যাস। পুতুল নাচের ইতিকথা লেখায় তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে মানুষ প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সুন্দরে।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

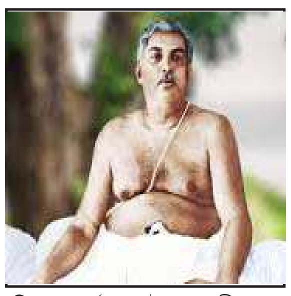

বিদ্যা অর্জন করাই ছাত্র জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া চাই। বিদ্যা অর্জন না করতে পারলে তরুণরা মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে না।

মাথা উচু করে দাঁড়ানোর রাস্তা হল বিদ্যা। যিনি বিদ্যান হতে পেরেছেন তার সমাদর সর্বত্র। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সবাই তাকে মান্য করে। বিদ্যান সর্বত্র পুজ্যতে। রাজা নিজ রাজ্যে পুজিত। কিন্তু বিদ্যান ব্যক্তিকে সবাই পুজো করে থাকে। সত্যের উপাসনা করতে হবে। বিদ্যাই সত্যের পথ তৈরি করে। যিনি সত্য ধর্ম পালন করেন তিনি বিদ্যা লাভ করার শক্তি অর্জন করেন। বিদ্যা অর্জন করার শক্তি চাই। মানসিক শক্তির খুবই প্রয়োজন।

## স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি।

# বহুবাজারের গুলেদানন্দ বাবা মহারাজকে খুঁজে বের করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল 'এক লক্ষ টাকা' ইনাম দেওয়ার

**রবীন্দ্রকুমাব শীল**

বহুবাজারের গুলেদানন্দজি বাবা মহারাজ কালী পুজোর পর থেকে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলেন তা আমাদের কাছে অজানা ছিল। তিনি মাঝে মধ্যে এই রকমভাবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে উধাও হয়ে চলে যান। তার কোনও খোঁজ পাওয়া একেবারে দুষ্কর হয়ে পড়ে আমাদের কাছে। বহু খোঁজ খবর নিয়েছিলাম। কিন্তু তার কোনও খোঁজ আমরা পাচ্ছিলাম না। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছিল যে গুলেদানন্দজি বাবা মহারাজ হিমালয়ে চলে গিয়েছেন। তিনি সেখানে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছেন। তার ফলে তাঁকে আর মানব সমাজে দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। এদিকে আমরা নিখোঁজ বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে ছিলাম। কেউ যদি গুলেদানন্দকে খুঁজে দিতে পারেন তাহলে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনাম দেওয়া হবে। এই অল্প টাকায় কেউ বেশি গতর খাটাবে না বলে আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। পঞ্চাশ হাজার বাড়িয়ে এক লাখ টাকা ইনাম দেওয়া কথাও ঘোষণা করা হবে বলে কথা উঠতে শুরু করে ছিল। পঞ্চাশ লাখ টাকা জোগাড় করাটা আমাদের কাছে মুশকিলই ছিল। তার ওপরে আবার একলাখী কথা। গদের ওপরে বিষ ফোড়া। সেটা বলতে গেলে বামন হয়ে চাঁদ ধরার কল্পনা। সিদ্ধান্ত হল যে সবাই চাঁদা দেবে। মোটা টাকা চাঁদা দিতে না পারলে কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান চাই কলামে বিজ্ঞাপন দেওয়াটা মুশিকল হবে। গুলেদার ছবি পাওয়া খুবই মুশকিল হচ্ছিল। কারোর কাছে তার কোনও ছবি নেই। যে কয়েকটি ছবি রয়েছে তাতে অন্য লোকের সঙ্গে ছবি রয়েছে তার। একক কোনও ছবি আমাদের কাছে ছিল না। এদিকে গুলেদার কোন আত্মীয়রা পাশাপাশি বসবাস করে না। সবাই দূরে বসবাস করে। আবার সেই সব আত্মীয়দের বাসস্থান আমরা জানি না। চেতলায় তার এক বোন থাকেন। ফুলবাগানে থাকেন তার আর বোন। ভাইফোঁটার দিন বোনের বাড়িতে গিয়ে সারাদিন হত্যে দিয়ে পড়েছিল। কতবার ফোন করেছি সেদিন। ফোনের কোনও উত্তর পাইনি। ফোন বেজেই চলেছিল। তারপরে বিরক্ত হয়ে গুলেদা ফোনকে সুইচ অফ করে দেয়। তবে রাতের বেলায় দেখা হয়েছিল। হাতে বেশ বড় কয়েকটি ব্যাগ নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। -'ও গুলেদা, হাতটা যে ভেঙে পড়বে। আমাদের কিছু দাও না।' গুলেদা কোনও দিকে না তাকিয়ে হনহন করে হাঁটা দিতে শুরু করে দিল তার বাড়ির পানে। পরে দিন চায়ের দোকানে দেখা হয়েছিল। বললাম, 'গুলেদা তুমি যে হাতে করে বেশ কয়েকটা ভারি ভারি ব্যাগ নিয়ে এলে রাতের বেলায় সেই সব ব্যাগে কী ছিল?' রেগে গিয়ে গুলেদা বলল, 'তা তোদের জেনে কী লাভ? ভাইফোঁটাতে কী হয় তা কী করে নতুন করে বলে দিতে হবে? তোদের ঘরে তো বোন রয়েছে। তারা তো তোদেরকে ফোঁটা দিয়েছে। সঙ্গে চলেছে মাছ, মাংস এবং মিষ্টি। তোরা যা খেয়েছিস আমিও তা খেয়েছি। তবে আমার বোনদের দিতে টাকা বেশি পড়েছে। তা পড়ুক। বছরে একবারই বোনদের দেওয়া। ভাইফোঁটা মানে হল বোনদের স্বীকৃতি দেওয়া। বোনদের সম্মানিত করা।' হিন্দুদের উৎসবের মানে রয়েছে। প্রতিটি উৎসবের অর্থ রয়েছে। সেই সব উৎসবের ইতিহাসকে জানতে হবে। বুঝতে হবে। নাহলে হিন্দু উৎসব সম্পর্কে অজানা থেকে যাবে। দুর্গা পুজোর পরে কেন বিজয়া হয় তারও ইতিহাস রয়েছে। কালী পুজোর পর কেন ভাইফোঁটা হয় সে সম্পর্কে শাস্ত্র রয়েছে। গুলেদার আত্মীয়দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। ফলে তার ছবি পাওয়াটা আমাদের কাছে মুশকিল হচ্ছিল। যাই হোক একজনকে ধরে বহুজনের ছবির মধ্যে থেকে গুলেদাকে খুঁজে বের করে আলাদা একটি ছবি তৈরি করা সম্ভব হল। সেই ছবি দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞান দেওয়া হবে। সঙ্গে থাকবে আমাদের দুইজনের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর। সন্ধান পেলে এই নম্বরে ফোন করে জানতে পারে। এই রকম পরিকল্পনা চলছে। বিজ্ঞাপনের বিষয়টাকে লিখতে দায়িত্ব দেওয়া হল বিকাদা'র ওপরে। তিনি গুলেজার ছোটবেলাকার স্কুল পালনো বন্ধু। স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা এবং ময়দানে ফুটবল খেলা দেখাটা ছিল তাদের কাছে নেশা। গুলেদার ছবি তো জোগাড় করা গেল। সেই ছবি দেখে কেউ যদি গুলেদানন্দজিকে খুঁজে দিতে পারে তাহলে তাঁকে এক লাখ টাকা ইনাম দেওয়া হবে। এদিকে সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে যে গুলেদাননন্দকে কেউ নিজের ঘরে রেখে দিয়েছে নগদ টাকা পাওয়ার লোভে। আবার কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে যে গুলেদানন্দজিকে কিডন্যাপ করে রেখে দিয়েছে। পুরস্কারের টাকা হাতাবার একটা ফন্দি আর কি। যাই হোক আমরা সবাই চাই যে গুলেদানন্দজি বাবা মহারাজ আবার বউবাজরে ফিরে আসুক। তিনি না আসলে চায়ের দোকান জমজমাট হচ্ছে না। তিনি বাস্তব গুল দিতে পারেন। কিন্তু সেই গুলের মধে রস রয়েছে। সেই রস কোথা থেকে তিনি তৈরি করেন তা আমাদের কাছে একেবারে অজানা। তাঁর গুল রস তৈরি হয় তার মস্তিষ্ক থেকে। সেখান থেকেই তিনি রস তৈরি করে সবাইকে বিতরণ করেন। তাঁর গুলে রসে সবাই মজে যায়। তার জন্য বেশ কয়েকবার চা এবং সিগারেট গচ্চা দিতে হয় বটে। তবে বউবাজারের গুলেদানন্দের জবাব নেই। তিনি আমাদের সমানে থাকা মানেই বিশ্ব জয় করা। এই রকম যখন কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে ঠিক তখন খবর এলো পাড়ার জেলে পাড়ার নিবাসী শঙ্করদার কাছ থেকে। তিনি সকাল বেলায় বাজার করতে যান নেবুতলায়। নেবুতলা বাজার এক কালে খুবই বড় ছিল। তারপরে সেই বাজার ক্রমশ ছোট হয়ে গিয়েছে। তিনি বাড়িতে বাজার দিয়ে চায়ের দোকানে এসে খবর দিয়ে গেলেন যে গুলেদা নন্দজিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। জেলেপাড়ার শঙ্করদা আইনজ্ঞ। তিনি আইন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন। আবার তিনি কালী ঠাকুরের সেবায়ত। তাঁর জেলিয়াপাড়ার বাড়িতে মা কালী প্রতিষ্ঠিত মন্দির রয়েছে। সেই মা কালীর মন্দির প্রায় দুশো বছরের কাছাকাছি। সেই কারণে তাঁর পাড়ায় একটি বিশেষ সম্মান রয়েছে। তিনি আবার চাকরি করতেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগে। খুবই বুদ্ধিমান। বহু মানুষকে বিপদের থেকে উদ্ধার করেছেন। পরের বহু উপকার করেছেন। সেই শঙ্করদা বেলা দশটার সময়ে বাজার করতে বের হতেন। আগে সকাল সকাল বাজার করতেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন বেলা পড়লে বাজার করেন। সেই শঙ্করদা হঠাৎ করে সেদিন ভোর বেলায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বৌদি তো একেবারে অবাক। 'একি গো! আজকে দেখছি পশ্চিম দিকে সূর্য উঠেছে। যে সারা সকাল না ডেকে ঘুমায়। বেলা সাড়ে নটার আগে টার চোখ খোলে না । সে কিনা আজকে ভোর পাঁচটার মধ্যে চোখ খুলে ফেলেছে। বৌদির কথায় কান না দিয়ে শঙ্করদা সেদিন সকাল সকাল দাঁত মেজে বের হয়ে পড়েছিলেন হাতে থলি নিয়ে। ন্যাড়া গির্জার বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আগে নেবুতলার বাজারের আগের নাম ছিল ন্যাড়া গির্জার বাজার। এখানে সাহেব আমলে একটি গির্জা ছিল। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা এই গির্জায় প্রতি রবিবার উপাসনা করতো। একটি সময়ে সেই গির্জাটার আকাশে বজ্র বিদ্যুতের আঘাতে মাথা চুড়োটা ভেঙে গিয়েছিল। তার জন্য সবাই এই গির্জাকে ন্যাড়া গির্জা বলতো। আগে নেবতুলার পার্কের নাম ছিল সেন্ট জেমস স্কোয়ার। এই পার্কের পাশে ছিল সেন্ট জেমস নামে একটি রাস্তা। পরে সেন্ট জেমস বর্তমানে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডে চলে যায়। সেখানে তৈরি করা হয় সেন্ট জেমস চার্চ। জোড়া গির্জা নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সেখানে আবার একটি বিখ্যাত স্কুলও রয়েছে। তার ফলে সেন্ট জেমস নামটা নেবুতলা থেকে ক্রমশ মুছে যেতে থাকে। শঙ্করদা হাতে থলে নিয়ে মাছের বাজারে প্রবেশ করার আগে সংবাদপত্রের প্রথম পাতার দিকে একটু নজর দিচ্ছিলেন কাগজ বিক্রেতাদের কাছ থেকে একটি 'স্টেটসম্যান' কাগজ কিনে। শঙ্করদা আবার ইংরেজি কাগজ 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার খুবই ভক্ত। তিনি এই সংবাদপত্র ছাড়া আর কোনও ইংরেজি সংবাদপত্র পড়েন না। আর পড়েন বাংলা সংবাদপত্র 'আনন্দ বাজার'। আগে তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকা পড়তেন। এখন 'আনন্দ বাজার' পড়েন। 'যুগান্তর' পত্রিকার তখন সম্পাদক ছিলেন তুষার কান্তি ঘোষ। সেই সময়ে বাংলা 'যুগান্তর' পত্রিকা এবং ইংরেজি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাংলা তথা ভারতে খুবই নাম করেছিল। এদের সঙ্গে পাল্লা দিত বউবাজারের সন্নিকট থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক বসুমতী'। তখন দৈনিক বসুমতীর নাম খুব। এর মালিক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন। সেই কারণে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে প্রবেশ পথে ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের একটি বিশাল তৈলচিত্র। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ১৮৮১ সালে বিডন স্ট্রিটে। বাংলার ১২৮৭ সালে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই সাহিত্য মন্দিরকে আর্শীবাদ দান করেছিলেন। ১৯১৪ সালে দৈনিক বসুমতী প্রকাশ লাভ করে। ভবনে দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি রয়েছে। তাঁর হাতে রয়েছে বীণা। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর অধ্যক্ষ ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। আলিপুর বোমা মামলার অভিযুক্ত হয়ে আন্দামান জেলে বন্দি ছিলেন অরবিন্দের ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। তিনি আন্দামান থেকে ফিরে এসে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় যোগদান করেছিলেন। সাপ্তাহিক এবং মাসিক বসুমতীর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক জলধর সেন। তিনি হিমালয়ের ওপরে বহু ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। তিনি সন্ন্যাসী জীবন গ্রহণ করে হিমালয়ে পাদদেশে বসবাস করতেন। সেই সব অভিজ্ঞতাকে নিষ্ঠা সহকারের বর্ণনা করেছেন হিমালয় সম্পর্কিত বইতে। হিমলয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং সেখানকার জীবনযাত্রা তাঁর বইতে প্রকাশিত। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। হিমালয়ের ব্যাপারে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। সেই সব বহু বর্ণময় অভিজ্ঞতার কথা তিনি হিমালয় সম্পর্কিত পুস্তকে করে গিয়েছেন।

সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এই দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক কুমার সেন এই সংস্থার কর্ণধার ছিলেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করেন। থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক বসুমতী। মাসিক বসুমতীতে ছবি আঁকতেন শিল্পী শৈল চক্রবর্তী। তিনি আবার কলিকাতা করপো রেশনে র লোগো চিত্রটি অঙ্কিত করেছিলেন। তারপরে দৈনিক বসুমতী প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরে সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশিত হয়। এই বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে এক সময়ে বিপ্লবী অরবিন্দ কিছু দিনের জন্য বসবাস করেছিলেন। তিনি তখন জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে স্বদেশি লেখকদের বই প্রকাশিত হতো। তাই হোক এবারে ফিরে আসি শঙ্করদার কথা। তিনি তখন ভোর বেলায় ন্যাড়া গির্জার মুখে দাঁড়িয়ে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় চোখ বোতালে ব্যস্ত ছিলেন। বাজার তখনও তার হয়নি। তিনি খালি থলি হাতে করে নিয়ে খবরের কাগজের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছেন আর ঠিক তখনই একবার তার নজর গেল মাঠের দিকে। ঘন কুয়াশা। ভালো করে দেখা যায় না কাউকে। সবাইকে ভূতের মতো দেখতে লাগছে। শঙ্করদা একটা ভালো গুণ রয়েছে তিনি ভালো করে নজর দিয়ে সব কিছু পরখ করেন। তিনি দেখতে পেলেন যে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে সেন্ট জেমস স্কোয়ার থেকে একেবারে হিদারাম ব্যানার্জির দিকে আস্তে আসতে হেঁটে চেনা ছন্দে একজন আসছে। ঠাওড় করাটা খুবই মুশকিল হচ্ছিল। শীতকাল। ঘন কুয়াশা চারদিকে। সুয্যি মামা তখন উঠলেও আলো ছড়াতে পারছে না। খুবই অল্প আলো। মাঠের গাছগুলি ঘন কুয়াশার অন্ধকারে আবছা হয়ে গিয়েছে। তার ফলে আলো আধারি পরিবেশ। সেই পরিবেশ ভেদ করে একজন কম্বল না চাদর মুড়ি দিয়ে ধীর গতিতে হাটি হাটি পা করে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে হিদারাম ব্যানার্জির দিকে। ভালো করে নজর দিতেই তিনি দেখতে পেলেন যে গুলেদানন্দজি বাবা মহারাজ গুটি গুটি পায়ে আসছেন। শঙ্করদা মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তিনি উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেলেন। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার সারা শরীরে। অবাক দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন। ভূত দেখছেন না তো! সত্যিই তাহলে গুলেদানন্দ বাবা মহারাজ এতদিন পড়ে পাড়ায় ফিরলেন। এই একটি জব্বর খবর। সংবাদপত্রের চেয়ে বড় খবর। সারা পাড়া হইহই করতে শুরু করবে। যার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না এতদিন তিনি এবারে সশরীরে উপস্থিত। জমবে চা'পান

# বাঙালি শিল্পীদের মুম্বই জয়যাত্রা

**বিশেষ প্রতিবেদক**

তখনকার দিনে বাঙালি শিল্পীরা মুম্বই জগতকে জয় করার কথা ভাবতো। তারা মনে করতো মুম্বই হচ্ছে চলচ্চিত্র জগতে সেরা। এর কারণ আছে। তখন হিন্দি সিনেমার রমরমা বাজার। বহু টাকা রোজগারের পথ খুলে দিয়েছে। সেই রোজগারের আশায় বহু বাঙালি প্রতিভা ভীড় করতে শুরু করে মুম্বইতে। শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে গেলে টাকার প্রয়োজন। অধিক রোজগারের প্রয়োজন। তাই বাংলা ছেলেরা মুম্বইগামী রেল ধরে সেখানে চলে গিয়েছিল। অশোক কুমার, কিশোর কুমার মুম্বই জগতে সেরা নাম। তারপরে রয়েছেন মান্না দে। তিনিও মুম্বই জয় করেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বই জয় করতে পেরেছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর মুম্বই সংস্কৃতি ভালো লাগেনি। তার ফলে তিনি বাংলায় ফিরে এলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন লতা মঙ্গেশরকে। বাংলার গান সমৃদ্ধ হল। লতাকে বাংলা গানে প্রবেশ করিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাংলার সঙ্গীতের একটি দিক খুলে দিলেন। লতাও আশা করেননি বাংলা গান তিনি করবেন।

সালটা ১৯৩২। ভারতের অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় রেকর্ড প্রস্তুতকারী সংস্থা এইচএমভি-তে অডিশন দিতে এসেছেন এক তরুণ। রোগা ছিপছিপে চেহারা, স্বপ্ন সুরের ভেলায় ভেসে জীবন কাটিয়ে দেওয়া। সেই ছোট্ট বয়স থেকে সঙ্গীতকেই একমাত্র সঙ্গী করে নিয়েছেন তিনি। রেডিওতে গাইছেন একের পর এক পল্লীগীতি। আনুনাসিক গলাটি মানুষ একবারেই চিনতে পারেন। এইচএমভি-তে এসে সেই স্বপ্নের ভেলা যেন আরও একটু দূর এগোল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। অডিশনে উৎরোতে পারলেন না তিনি। তাহলে এবার? কেউ বলেছিল, একটা দরজা বন্ধ হলে খুঁজে যায় আরও একটি দরজা। দেখা মেলে নতুন কোনো ঠিকানার। সেই বছরই হিন্দুস্তান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস থেকে প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বেরোয় তাঁর। তারপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে ঠুংরি, অতঃপর ১৯৩৭ সালে 'রাজগী' সিনেমার মাধ্যমে সঙ্গীত পরিচালনার জগতে পা রাখা। আর বাকিটা শচীন দেববর্মণ নামের এক মিথের জন্ম কথা, এক কিংবদন্তির বেড়ে ওঠা।

যদি বলা হয়, শচীন দেববর্মণ জন্মসূত্রে ছিলেন 'রাজা', তাহলে খুব একটা ভুল বলা হবে না। বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের সৎ ভাই। সিংহাসনের লড়াইয়ের থেকে অনেকটা দূরেই সরে গিয়েছিলেন তিনি। চলে এসেছিলেন কুমিল্লায়। সেখানেই ছিল নিজের 'রাজপাট'। আর মা নিরুপমা দেবী ছিলেন মণিপুরের রাজবংশের কন্যা। ফলে, জন্মসূত্রেই 'নীল রক্তের' অধিকারী ছিলেন শচীন কর্তা। খুব সহজেই আগরতলা বা কুমিল্লায় রাজকীয় জীবন কাটাতে পারতেন। না, সেই পথে হাঁটেননি তিনি। যার গলায় এত নিখাদ মাটির টান, তিনি তো আর পাঁচজনের মতো সাধারণ জীবনই বেছে নেবেন! ত্রিপুরার প্রাসাদ ছেড়ে বেছে নেবেন শহরের ছোট্ট ঘর। ব্যর্থ হবেন। আবার নতুনভাবে নিজের রাস্তা খুঁজবেন। নয়তো দরদ দিয়ে বলবেন কী করে, 'তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন আসোনি'।

মাঠে ঘাটে ঘুরে লোকসঙ্গীতকে চিনেছিলেন শচীন কর্তা। তবে অমন সঙ্গীত প্রতিভার জন্য আরও বড়ো মঞ্চ তো অপেক্ষা করছিল! মুম্বাইয়ের সিনেমার জগতে এসেছিলেন সাধারণ একজন হয়ে। ১৯৭৫ সালে প্রয়াণের আগেই তিনি হয়ে যান কিংবদন্তি। মুম্বাই তো বটেই, বাংলা সিনেমার জগতও তাঁর ছায়া পেয়েছিল। নতুন করে সেই গানের কথা নাই বা বলা হল। সেসব তো শুধু শোনার জন্য। শচীন দেববর্মণকে শিরায় শিরায় উপলব্ধি করার জন্য।

জীবনের পথটা অনেক বেশি চড়াই-উতরাইয়ের। শচীন কর্তাও তো একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। সমুদ্রের ঢেউ বারবার ধাক্কা খেয়েছে কঠিন পাথরে। অপমানিত হয়েছেন। অনেক সময় প্রতিবাদও করেছেন। মনে পড়ে ১৯৫০-এর কথা। অশোক কুমার 'মাশাল'-এর শুটিং শুরু করেছেন। তাঁর ইচ্ছা, শচীন দেববর্মণ এই সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করুন। সেই রকমই কথা ছিল। কিন্তু ততদিনে মুম্বাইয়ের পরিবেশের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা চলে এসেছে শচীন কর্তার মনে। আর ভালো লাগছে না এখানে। এঁরা শিল্পী ও শিল্পের গুরুত্ব বোঝে না, খালি বক্স অফিস আর টাকা বোঝে। তাঁর নিজের তৈরি করা গানগুলো নিয়ে একের পর এক কথা শুনতে হয়েছে। বিরক্ত হয়ে পড়লেন। 'মাশাল'-এর কাজটা নিলেন বটে, কিন্তু করতে ইচ্ছা করল না। এই সিনেমায় তাঁর সহকারী ছিলেন আরেক দিকপাল, মান্না দে। শচীন কর্তা, মান্না-কে ডেকে সমস্ত বুঝিয়ে নিজের বাক্স-প্যাঁটরা গোছাচ্ছেন। ফিরে যাবেন কলকাতায়, এখানে আর না। ততক্ষণে এই খবর পৌঁছে গেছে অশোক কুমারের কাছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'দাদামণি' তিনি, সবাই তাঁকে সম্মান করে। তিনি বুঝতে পারলেন শচীন দেববর্মণের অবস্থা। এদিকে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, কলকাতা ফিরে যাবেন। ট্রেন ধরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন; এমন সময় উপস্থিত হলেন স্বয়ং অশোক কুমার। শচীন কর্তাকে বোঝালেন অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ট্রেনটি আর ধরলেন না। ফিরে গেলেন মুম্বাইয়ের বাসায়। ইংরেজিতে বললে, এটাই ছিল 'টার্নিং পয়েন্ট'। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি শচীন কর্তাকে। তাঁর সুরে এক হয়ে গেল পাহাড় আর সমতলের মাটি। বাংলা থেকে মুম্বাই; সর্বত্র তাঁর গানে মেতে উঠল শ্রোতা। এই মুম্বাই তাঁকে দিয়েছিল আর এক সন্তান; কিশোর কুমার। রাহুল দেববর্মণের থেকে আলাদা করে দেখতেন না কিশোরকে। দুজনে মিলে নানা গান উপহার দিয়েছেন একসময়। মৃত্যুর আগেও কথা বলেছেন কিশোরের সঙ্গে। 'মিলি' সিনেমার বিখ্যাত গান 'বড়ি শুনি শুনি'-র পরিচালনার সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন শচীন দেববর্মণ। হাসপাতালে ছুটে যান কিশোর কুমার। এভাবেই সুতো জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে এক বিরাট ক্যানভাস। সেই আকাশে ধ্রুবতারার মতো জ্বলছেন শচীন কর্তা।

# বাঙালি সেরা প্রযোজক ছিলেন অসিত চৌধুরী

সুচিত্রা সেন তাঁর মাথা ছুঁয়ে ঠাকুরের নাম জপ করে দিয়ে গিয়েছেন। বাংলা চলচ্চিত্রে একসময় তাঁর শুধু দাপট ছিল না তিনি সদর্পে বলতেন। বাংলার ছবি দেখুন, বাঙালির ছবি দেখুন। চলচ্চিত্র জগতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রযোজক, পরিবেশক হলেও মানুষ অসিত চৌধুরী আদপে ছোটখাট চেহারার, ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন তিনি ছিলেন 'ছায়াবাণী'র কর্ণধার। সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ থাকুক। হয়ত সুচিত্রা সেন কোনও বিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন, তাতে প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিলেন অসিত চৌধুরী। তবে একটি সময়ে অভিমান ভুলে আবার তিনি সুচিত্রা সেনের বাড়িতে যাতয়াত শুরু করেন। একবার মাধবী মুখোপাধ্যায় সুচিত্রা সেনকে অসিত চৌধুরীর দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি ' গল্পের আদর্শ চরিত্র

চমৎকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে অসিতবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অসিত চৌধুরী নিয়মিত মহানায়িকার বাড়িতে যেতেন।

একবার হল কি অসিত চৌধুরী সুচিত্রা সেনের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। এই খবর জানতে পেরেছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের আর এক কিংবদন্তি অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়। সুযোগ বুঝে মাধবী একদিন অসিত বাবুর কাছে জানতে চাইলেন কেন তিনি সুচিত্রা সেনের বাড়িতে আর যাচ্ছেন না? প্রথম বার চুপচাপ, আরও একবার প্রশ্ন করতে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। বললেন, তিনি আর যাবেন না। সুচিত্রা সেনের ঘনিষ্টদের অনেকেই চাননি অসিত চৌধুরীর হতে পারেন সুচিত্রা সেন। আসিত বাবুর ইচ্ছা ছিল ওই ছবি করবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ছবি আর হয়ে ওঠেনি।

মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অভিমত অসিত চৌধুরীর মধ্যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার একটা আন্তরিক চেষ্টা ছিল। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর মানসিকতা প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট মনে হতে পারে কিন্তু তাঁর মত উদার দায়িত্বশীল সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি আসেনি।

খেতে ভালবাসতেন হালুয়া, কিন্তু তিনি সুগারের রোগী তাই চিনিহীন হালুয়া খেতেন একদিন তাঁর জন্য মাধবী স্যাকারিন মিশিয়ে হালুয়া বানিয়ে দিলেন। সেই হালুয়া খেয়ে খুব তৃপ্তি ে

# ৩ জানুয়ারি থেকে বর্ধমানে শুরু হচ্ছে কৃষ্ণসায়র উৎসব

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ নভেম্বর ঃ বর্ধমান শহরের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব কৃষ্ণসায়র উৎসব শুরু হতে চলেছে আগামী জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ থেকে। মঙ্গলবার কৃষ্ণসায়র পার্কে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানালেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। উপস্থিত ছিলেন মেলাটির মূল উদ্যোক্তা তথা কাউন্সিলার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সহ অন্যান্যরা। এদিন বিধায়ক খোকন দাস জানান, আগামী ৩ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ১২ জানুয়ারি ২০২৫, পর্যন্ত ১০ দিন ধরে চলবে এই কৃষ্ণসায়র উৎসব যা ফুল মেলা নামেই বর্ধমানবাসীর কাছে বেশী পরিচিত। শহরবাসীকে এই মেলায় উপস্থিত থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। দ্রুত এই মেলার কমিটি গঠন করা হবে। উল্লেখ্য, বাম আমলে এই মেলা ফুল মেলা নামেই পরিচিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু মাঝে বেশ কয়েক বছর এই মেলা বন্ধ হয়ে যায়। বর্ধমানের গোলাপবাগের কৃষ্ণসায়র পার্কের মনোরম পরিবেশে যাতে এই মেলাটি পুনরায় চালু করা যায় তা নিয়ে বারবার আর্জি জানিয়ে এসেছিলেন বর্ধমানের বাসিন্দারা। বিধায়কের হস্তক্ষেপে অবশেষে এই মেলাটি গত বছর থেকে আবারও চালু হয়। এই মেলা বা উৎসবে বিভিন্ন ধরনের ফুলের প্রদর্শনী থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৌকা বাইচ সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য মেলার মতই বিভিন্ন পসরা নিয়ে ব্যবসাদারেরা কৃষ্ণসায়র জলাশয়ের চারদিকে তাদের স্টল বসান। এই মেলা উপলক্ষ্যে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

# সংবিধান দিবস পালন আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ দেশের সংবিধান দিবস পালিত হলো বোলপুরের বেঙ্গল ল কলেজে। মঙ্গলবার বীরভূম ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ও বেঙ্গল ল কলেজ, ইলামবাজার থানার উদ্যোগে দেশের ৭৫ তম সংবিধান দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের সংবিধান কি, কেন, সংবিধানে মানুষের ন্যায় সঙ্গত অধিকার নিয়ে কি বলা আছে এবং সংবিধান সম্পর্কে সম্যক ধারনা সবার থাকা দরকার এসব বিষয়ে আলোচনে করেন ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিক, বেঙ্গল ল কলেজের অধ্যক্ষা অনিন্দিতা সরকার দত্ত, আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ, ইলামবাজার থানার অফিসার সোমনাথ দত্ত সহ অনান্যরা। বেঙ্গল ল কলেজে সংবিধান দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেন আইন বিভাগে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত হয় ভারতীয় সংবিধান। যেখানে মানুষের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে। সাধারন মানুষ সংবিধানের দেওয়া অধিকার কি ভাবে ভোগ করবে, গরিব ও দুঃস্থ মানুষ, শিশু, মহিলারা কি ভাবে আইনী সাহায্য পাবে ও নিজের অধিকার বুঝবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে সংবিধানের গ্রহনযোগ্যতা তোলা ধরা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেষে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ কম্পিটিশন ও পুরস্কার বিতরনের আয়োজন করা হয়। জেলা আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফে মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, সংবিধান দিবসে ভালো আলোচনা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরাও অনেক প্রশ্ন করেছে।

# খেলা পাগল অনুব্রত

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ আমি টাউন ক্লাবের টাউন মেম্বার। আগে তো খেলা নিয়ে থাকতাম।- খেলার মাঠে এসে বললেন অনুব্রত মন্ডল। প্রায় ১০ দিন ধরে বোলপুর স্টেডিয়ামে বীরভূম তৃণমূল ক্রীড়া সেলের উদ্যোগে IPL এর ধরনে তিন বছর ধরে চলছে BPL অর্থাৎ বোলপুর প্রিমিয়ার লিগ। এই বছর সিজেন ফোরে ৬ টি টিম বানিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। সেই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ফাইনাল খেলা দেখতে আসেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। খেলা শেষে একটি কেকও কাটেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে তিনি জানান, এই ভাবে খেলার চল বাড়ুক বীরভূমে। এদিন এই লীগের ফাইনাল খেলা দেখতে এসে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। খেলা দেখতে এসে অনুব্রত খেলা প্রসারে মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। তিনি বলেন, খেলাধূলা প্রায় বন্দ্ধ হয়ে গেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর আবার খেলাধুলা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন, বোলপুরে সুদীপ্ত ঘোষ এবং কামরুল আছেন। উনারা সুন্দরভাবে খেলাটা দেখেন। আমার খুব ভালো লাগলো। সুদীপ্ত আমাকে আসতে বলেছিল। আমার মনেই ছিল না। এসে দেখলাম সত্যি পরিবেশটা খুবই ভালো। আগে আমি টাউন ক্লাবের লাইফ মেম্বার ছিলাম। এখনও আছি। আগে খেলাধুলা নিয়েই থাকতাম।

# চিতার আক্রমণ

দুরন্ত বার্তা, কার্শিয়াং, ২৬ নভেম্বর ঃ কার্শিয়াং-এ কালো চিতার কারণে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু কার্শিয়াং চা বাগান এবং বনাঞ্চল দিয়ে ঘেরা তাই কালো চিতার উপস্থিতি এখন খুবই একটা সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে সিঙ্গেল চা বাগান রোডে এক গাড়ির ড্রাইভার একটি চিতা দেখতে পেয়ে মোবাইলে ভিডিয়ো করেন। গতকাল সন্ধ্যায় কাফাবাড়ি চা বাগানে কর্মরত এক মহিলা তার নিজের বাগানে কাজ করার সময় কালো চিতার আক্রমণ করে। চিতার থাবায় তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাকে শিলিগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। কার্শিয়াং বন বিভাগের প্রতিনিধিরা হাসপাতালে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় যা দরকার সেই সাহায্য করেন। এই কালো চিতা, এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গৃহপালিত পশু এবং এমনকি কুকুরও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গত মাসে কালো চিতাকে রোহিনী রোডের জাতীয় স।ক পেরোতেও দেখা যায়। রোহিনী রোড কার্শিয়াং ও দার্জিলিংয় প্রবেশের প্রধান রাস্তা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, 'আমরা অনেকবার কালো চিতা দেখেছি, বিশেষ করে সন্ধ্যায় কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে, আতঙ্কে আছি।


## প্রেস অধিসূচনা বাতিলকরণ

কেবল ০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কিশনগঞ্জ, রায়গঞ্জ, আরারিয়া, পূর্ণিয়া, যোগবানী, আলুয়াবাড়ি রোড, বারসোই, ডালখোলা, ফরবেসগঞ্জ, সামসি, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি এবং লাভা স্টেশন/স্থানে (যথোপযুক্ত পরিকাঠামোর দ্বারা সজ্জিত রেলওয়ে স্টেশন পরিসরের বাইরে) যাত্রী টিকিট সুবিধা কেন্দ্রের নিযুক্তির জন্যে প্রকাশিত প্রেস অধিসূচনা সংখ্যা: সী/১৫০/কে/ওয়াইটিএসকে/এপ্লিকেশন/২০২৪ তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪ টি প্রশাসনিক কারণে এত দ্বারা তাৎক্ষণিক প্রভাবের সাথে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক(সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



## লোহাচুড় বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ঠিকানা- গ্রাম- বড়গাছি, পোস্ট- মোয়াইল, জেলা- পূর্ব বর্ধমান ৭১৩৫১৩
নিবন্ধন সংখ্যা- ২১ কেটি, তারিখ ৩০.০৩.১৯৬৩

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা লোহাচুড় বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক পর্ষদের সদস্য/সদস্যা নির্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী ২৯.১২.২০২৪ (রবিবার) তারিখে এক বিশেষ সাধারন সভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সভায় যোগদান করিয়া নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী সমিতি পরিচালক মণ্ডলীর নয় (০৯) জন সদস্য/সদস্যা নির্বাচন করিবার জন্য সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাকে জানানো যাইতেছে।

আলোচ্যসূচীঃ- সমিতির পরিচালক পর্ষদের সদস্য/ সদস্যা নির্বাচন

তারিখঃ ২৫.১১.২০২৪, সোমবার
স্থানঃ- সমিতির কার্যালয়

স্বাঃ/- স্পেশাল অফিসার
লোহাচুড় বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

নির্বাচন নির্ঘণ্ট

| ক্রম | বিষয় | তারিখ | সময় | স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মনোনয়নপত্র বন্টন | ২৭.১১.২০২৪, বুধবার | বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০২ | মনোনয়নপত্র বন্টন | ২৮.১১.২০২৪, বৃহস্পতিবার | বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০৩ | মনোনয়নপত্র বন্টন | ২৯.১১.২০২৪, শুক্রবার | বেলা ১১টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০৪ | বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ | ২৯.১১.২০২৪, শুক্রবার | মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যহিত পরেই | সমিতির কার্যালয় ও নোটিশ বোর্ড |
| ০৫ | ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার | ৩০.১১.২০২৪, শনিবার | বিকেল ৩টে পর্যন্ত | সমিতির কার্যালয় |
| ০৬ | প্রত্যাহারের পরে বৈধ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ৩০.১১.২০২৪, শনিবার | বিকেল ৩টের পর | সমিতির নোটিশ বোর্ড |
| ০৭ | প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন | ০২.১২.২০২৪, সোমবার | সকাল ১১টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০৮ | ভোট গ্রহণ (যদি প্রয়োজন হয়) | ২২.১২.২০২৪, রবিবার | বেলা ১১টা থেকে বেলা ৩টা | বড়গাছি জি এস এফ পি বিদ্যালয় |
| ০৯ | ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ | ২২.১২.২০২৪, রবিবার | ভোট গ্রহণ শেষে হবার পরেই | বড়গাছি জি এস এফ পি বিদ্যালয় |

● মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতির সদস্য পদের মেয়াদ ন্যূনতম এক বৎসর হতে হবে। ● ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নির্দেশ দাখিল করতে হবে। মনোনয়ন পত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাবে। আইন অনুযায়ী সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে, অনুরূপভাবে অযোগ্যতার শর্তাবলীও পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে। (দেখুন WBCS ACT 2006 amendment up to date WBCS Rules 2011) ● ভোটারের পরিচয় প্রমাণ করবার জন্য ভোটারের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যে কোনও প্রমাণপত্র ভোটদানের সময় আনতে হবে। SC/ST সংরক্ষিত সিটের জন্য Caste Certificate (জাতি শংসাপত্র) আবশ্যিক। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে জানবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। ● প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থীকে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। ● প্রয়োজনে নির্বাচন নির্ঘণ্ট পরিবর্তন হতে পারে। বিস্তারিত জানতে সমিতির কার্যালয়ে এসে যোগাযোগ করতে হবে।

তারিখঃ ২৫.১১.২০২৪, সোমবার
স্থানঃ সমিতির কার্যালয়

স্বাঃ/ কৃশানু সিংহ রায়
সহকারি রিটার্নিং অফিসার
লোহাচুড় বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ



## Jiaganj–Azimganj Municipality

PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad.

| Sl | Name of Work | Tender ID | Last Date of Bid submission |
|---|---|---|---|
| 1. | Improvement of road from Rajkumar Mandal house to Debipur Ferry Ghat at Ward No – 08. | 2024_MAD_774155_1 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 2. | Improvement of road from Jiaganj Sadar ferry Ghat to Vivekananda Statue Via Bannyasray(Kasiganj Nichu Rasta) covering Ward No – 16 &07. | 2024_MAD_774155_2 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 3. | Improvement of road from Valladanga Rail Gate to Amaipara B.B.L.R Road Junction Covering at Ward No - 03 & 15. | 2024_MAD_774155_3 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 4. | Improvement of road from Bapi Das house to S.W.M Dumping Ground via Rail under pass at Ward No – 12. | 2024_MAD_774155_4 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 5. | Improvement of road from Bablu Lala house to Bapi Das house and Hiren Chaki house to Baranagar at Ward No -12. | 2024_MAD_774155_5 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 6. | Improvement of road from Baranagar Netajee Moor to Megnath Mandal house via Panchamukhi Shib mandir and Baranagar high School to Sripati More(Diamond Club) at Ward No – 12. | 2024_MAD_774155_6 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 7. | Improvement of road from Lebubagan Road via Ram Das Aulia Girl's High school, Akhra and upto Bandhpool covering at Ward No – 16,7 & 8. | 2024_MAD_774155_7 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 8. | Improvement of Parshipara road from Ram Ghosh house to Satya Seve pry. School via Tapeswar Das and Bapi Ghosh house to Valladanga Masjid at Ward No –15. | 2024_MAD_774155_8 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 9. | Improvement of road form Goshpara Moor to Chandana Ghosh and Madhushudan Choudhuri house to Bedhayak Goswami house at Ward No –14. | 2024_MAD_774155_9 | 13/12/2024 at 11-30 AM |
| 10. | Repairing and renovation of verities statue at both sides of Sadar Ferry Ghat under Jiaganj – Azimganj Municipality. | 2024_MAD_774241_1 | 05/12/2024 at 11-30 AM |
| 11. | Reconstruction of Old Drain from Chandana Ghosh house to Ghoramari Pond Ward No-14 | 2024_MAD_774328_1 | 13/12/2024 at 11-30 AM |

Please see the details on https://wbtenders.gov.in/

Sd/- Chairman
Jiaganj- Azimganj Municipality



## OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
## PANCHLA PANCHAYAT SAMITY

BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH

Notice Inviting e-Tender No. 65/5th S.F.C. TIED/EO/PANCHLA/ 2024-2025

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the work of Maintenance of Water ATM or Community Toilet at different places. Last date of submission of Bid **03/12/2024 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **06/ 12/2024 at 13.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity



## পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

পরিশিষ্ট-IV [ বিধি ৮(১)]
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**সার্কেল শাস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিসঃ কলকাতা দক্ষিণ**
**ইউনাইটেড টাওয়ার (৯তম তল), ১১ হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেলঃ cs8267@pnb.co.in**

যেখানে
**পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩ এর সাথে পড়া ১৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদেরকে ঋণ পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছে। নোটিশ(গুলি) তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ / উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি(গুলি) প্রাপ্তির তারিখ।
ঋণগ্রহীতা (রা) অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উপ-ধারার অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি (গুলি) দখল করেছে। (৪) আইনের ১৩ ধারার সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট বিধি, ২০০২-এর বিধি ৮ সহ পঠিত নীচের তারিখে ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এই আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।
ঋণগ্রহীতাদের বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনের পরিমাণ এবং সুদের জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

| ক্রম নং. | ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম | স্থাবর /অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া অর্থ |
|---|---|---|---|
| ১. | **ক) শাখা ঃ শরশুনা** **খ) ঋণগ্রহীতাঃ মেসার্স আরমান জিন্স প্রোঃ শ্রীমতি পারভিনা বিবি গ্যারান্টারঃ শ্রী আনিসুর রহমান মোল্লা,** বসবাস করছেন চাট্টা কালিকাপুর, রায়পুর, মহেস্তালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৪০-এ। | **প্রাথমিকঃ** কাঁচামাল, ফিনিশড পণ্য, বিভিন্ন দেনাদার এবং ফার্মের বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় প্রকারের বর্তমান সম্পদ সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের স্টক চাট্টা কালিকাপুর, রায়পুর, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৪০ এ অবস্থিত। **সমান্তরালঃ সম্পত্তি ১ঃ** পরগণা - মাগুরা, তৌজি নং ৬৮. জে.এল. নং ২২, আর.এস.-এর অধীনে মৌজা চট্টা কালিকাপুর গ্রাম-এ অবস্থিত মোট ৫টি জমিতে কাঠামো সহ প্রায় ৪ কাঠা পরিমাপের সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। খতিয়ান নং ১৬২১ এবং আর.এস. দাগ নং. ৫০৩, চট্টগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মহেশতলা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং এটি জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-২-এর অফিসে ২০১৪ সালের জন্য নিবন্ধিত বাংলা বিক্রয় দলিল নং ০২০৮৪-এ রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বই নং ১, সিডি ভলিউম নম্বর ৩, পৃষ্ঠা ৯৪০০ থেকে ৯৪২০ পর্যন্ত নথিভুক্ত। সম্পত্তিটির মালিক শ্রী আনিসুর রহমান মোল্লা। সম্পত্তিটি ঘেরা এবং সীমাবদ্ধ-দাতাদের উত্তরে অবশিষ্ট অংশে, পূর্বে-হাজী নুর মোহাম্মদ মোল্লার জমি, দক্ষিণে-নুর ইসলাম মোল্লার জমি ও বাড়ি, পশ্চিমে-প্যাসেজ। **সম্পত্তি ২ঃ** পরগণা - মাগুরা, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪-এ অবস্থিত মোট ৫ কাঠা জমিতে প্রায় ১ কাঠা পরিমাপের সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। সা. নং ৪৯২, চট্টগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আরএস খতিয়ান নং ১৬২১, আরএস দাগ নং ৫০৩ থানা-মহেশতলা, অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং এটি বছরের জন্য বাংলা বিক্রয় দলিল নং ০০৯০৯-এ রয়েছে ২০১৫ বই নং I, সিডি ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা থেকে রেকর্ড করা হয়েছে ৬৫৫৫ থেকে ৬৫৬৬। সম্পত্তিটির মালিক শ্রী আনিসুর রহমান মোল্লা। সম্পত্তিটি ঘেরা এবং সীমাবদ্ধঃ উত্তরে - হাজী নুর মোহাম্মদের জমি, পূর্বে - হাজী নুর মোহাম্মদের জমি, দক্ষিণে - ক্রয়কারীর নিজস্ব জমি, পশ্চিমে - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা। | **ক) ০৮.০৮.২০২৪** **খ) ২১.১১.২০২৪** **গ)** টাকা ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে ৩৭,৪২,৩৫৭.৭৫ (টাকা তেত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশ পঞ্চানন পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ। |
| ২. | **ক) শাখা ঃ মেফেয়ার (১০৮৯২০)** **খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকঃ শ্রী বিনোদ যাদব** **সহ-ঋণগ্রহীতাঃ শ্রীমতি অনিতা দেবী উভয়েইঃ** ৫, গোবিন্দ সেন লেন, বউবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭০০০১২ এছাড়াওঃ ১৭৪/১৭৫, নিশ্চিন্দা মধ্য পাড়া রোড, (মেডি ক্লিনিক মোড়), মৌজা-বালি নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট-ঘোষপাড়া, থানা-নিশ্চিন্দা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১২২৭ | একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক ফ্ল্যাট নং জি১ হওয়ায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৪১৬ স্কোয়ার ফিট এর সুপার বিল্ট আপ এলাকা, একটি বেড রুম, ১ রান্নাঘর, ১ টয়লেট, ১ ডাইনিং রুম সমন্বিত ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকে মিথ্যা এবং মৌজায় অবস্থিত - বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং-এ গঠিত ৭৪৩০, আরএস খতিয়ান নং ৬৯০০ এর অধীনে, থানার মধ্যে-নিশ্চিন্দা (পূর্বে বালি), নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, হাওড়া (পশ্চিমবঙ্গ) জেলায় হোল্ডিং নং ২১০, প্লট নং ১৭৪/১৭৫, নিশ্চিন্দা মধ্য পাড়া রোড। সম্পত্তিটি বাটে এবং সীমাবদ্ধঃ উত্তরে-দাগ ৭৪৩০ এর অংশ, দক্ষিণে-বিদ্যমান পঞ্চায়েত লেন, পূর্বে-অন্যদের জমি দ্বারা, পশ্চিমে-বিদ্যমান পঞ্চায়েত রোড। সম্পত্তিটি শ্রীবিনোদ যাদবের মালিকানাধীন। | **ক) ১৪.০৮.২০২৪** **খ) ২৫.১১.২০২৪** **গ) টাকা ৭,৮২,২৮৯.০০** (টাকা সাত লাখ আটানব্বই হাজার দুই শত নিরানব্বই টাকা মাত্র) এবং সুদ। |
| ৩. | **ক) শাখা ঃ তারাতলা** **খ) ঋণগ্রহীতাঃ মেসার্স মামনি এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ শ্রীমতি পুষ্পিতা মজুমদার গ্যারান্টারঃ শ্রী শান্তনু মজুমদার** বসবাস করছেন ৬৩বি, দ্বিতীয় তল, ফ্ল্যাট নং. ২বি, বিশালক্ষ্মী তলা রোড, পোস্ট-পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা-৭০০০৬০। **এছাড়াওঃ** ১৬৭, বিশালক্ষ্মী তলা রোড, থানা-বেহালা, কলকাতা-৭০০০৬০ **এবং এছাড়াওঃ** ২৮এ, বিশালক্ষ্মী তলা রোড, বেহালা (ফ্রেন্ডস্ এসিসি ক্লাব), কলকাতা-৭০০০৬০ | **প্রাথমিকঃ** কাঁচামাল, সমাপ্ত দ্রব্য, বিভিন্ন দেনাদার এবং ফার্মের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় প্রকারের বর্তমান সম্পদ সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের স্টক সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানা ২৮এ, বিশালক্ষ্মী তলা রোড, বেহালা, কলকাতা ৭০০ ০৬০ এ অবস্থিত। **সমান্তরালঃ সম্পত্তি ১ঃ** জি+৩ তলা আবাসিক ভবনের ৩য় তলায় মার্বেল ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, একটু কম বা কম এবং ১০০ পরিমাপের একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস। বর্গফুট ১ কাঠা ১৩ ছটাক ২০.৫ বর্গফুট পরিমাপের মোট জমিতে পড়ে আছে। কমবেশি থানা-বেহালা, প্রাঙ্গণ নং ৬৩বি, বিশালক্ষ্মী তলা রোড, মৌজা বেহালার অধীনে ১৩২ নং ওয়ার্ডে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে অবস্থিত, জে.এল. নং ২, তৌজি নং ৩৪৬. পুনঃ সা. নং ৮৩. সিএস খতিয়ান নং ২৩৭৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৮৪২, আর.এস. দাগ নং ৪২৩১ পি.এস. - বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০, রেজিস্টার্ড অফিস এআরএ-১, কোকাটা ২০১১ সালের উপহার নং ৪৭১৮ এর দলিল। সম্পত্তিটি ঘিরে রয়েছেঃ উত্তর-শ্রীমতি রমা মজুমদারের প্লট, দক্ষিণ - শ্রী শঙ্ক পালের প্লট এবং অন্যান্য, পূর্ব-১৪ ফুট চওড়া বিশাললক্ষ্মী তলা রোড, পশ্চিম-শ্রী পাঁচকড়ির মজুমদারের বাড়ি। **সম্পত্তি ২ঃ** জি+৩ তলা আবাসিক ভবনের ১ম তলায় মার্বেল ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, একটু কম বা কম পড়ে আছে এবং মোট ১ কাঠা ১৩ ছটাক ২০.৫ বর্গফুট কমবেশি থানা- বেহালা, প্রাঙ্গণ নং ৬৩বি, বিশালক্ষ্মী তলা রোড কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে মৌজার অধীনে ১৩২ নং ওয়ার্ডে - বেহালা, জেএল নং ২. তৌজি নং ৩৪৬, রে. সা. নং ৮৩, সিএস খতিয়ান নং ২৩৭৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৮৪২, আর.এস. দাগ নং ৪২৩১, থানা বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৬০-এ অবস্থিত। রেজিস্টার্ড অফিস এআরএ-১, কোকাটা ২০১২ সালের উপহার নং ০৭৮৮১ এর দলিল। সম্পত্তিটি ঘিরে রয়েছেঃ উত্তর-শ্রীমতি রমা রানী মজুমদারের প্লট, দক্ষিণ- শ্রী শঙ্ক পালের প্লট এবং অন্যান্য, পূর্ব-১৪ ফুট চওড়া বিশালক্ষ্মী তলা রোড, পশ্চিম- শ্রী পাঁচকড়ি মজুমদারের বাড়ি। | ক) ২৩.০৮.২০২৪ খ) ২১.১১.২০২৪ গ) ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে ৯১,২৭,৪১৩.১২ টাকা (টাকা একানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার চারশ তেরো এবং বারো পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ। |
| ৪. | **ক) শাখা ঃ তারাতলা** **খ) ঋণগ্রহীতাঃ মহঃ শাহাজান গ্যারান্টারঃ মিঃ সেলিম মহম্মদ** বসবাস করছেন এইচ-১১৮ / বি, শ্যামলাল লেন, পোঃ ও থানা- গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০২৪ | **প্রাথমিক ঃ** কাঠামো সহ জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল পরিমাপ কমবেশি ৪টি কোটাহ ৪টি চিতকের প্রাঙ্গণ নং এইচ-১১৮ / বি, শ্যামলাল লেন, থানা এবং মৌজা- গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০ ০২৪, গার্ডেন রিচের সাথে মিউনিসিপ্যালিটি প্রায় ১৬০ বর্গফুট পরিমাপের দুটি পাকা কক্ষ নিয়ে গঠিত এখন K.M.C. ১৩৫ নং ওয়ার্ডে দখলকার আগ্রহ রয়েছে আর.এস. খতিয়ান নং ১২, দাগ নং ৯ ও ১০, শীট নং ১১৭ (পুরাতন), নং ১১২ (নতুন), তৌজি নং ১০৬৮ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে দলিল নং ১০৩১৭৫ তারিখ ১১.০৬.১৯৯৭। সম্পত্তিটি বাটে এবং সীমাবদ্ধঃ উত্তরে- প্রাঙ্গণ নং এইচ ১১৮, শ্যামলাল লেন, দক্ষিণেঃ প্রাঙ্গণ নং এইচ ১১৬ এবং ১১৭, শ্যামলাল লেন, পূর্বেঃ শ্যামলাল লেন, পশ্চিমেঃ নবীজানের জমি . সম্পত্তিটির মালিক মোঃ শাহজাহান ও সেলিম মোহাম্মদ। **সমান্তরাল ঃ** কাঁচামাল, ফিনিশড পণ্য, বিভিন্ন ঋণদাতা এবং এইচ্ক-১১৮ / বি, শ্যামলাল লেন, পোঃ-তে অবস্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় সংস্থার অন্যান্য বর্তমান সম্পদ সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের স্টক। এবং পি.এস. - গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০ ০২৪। | ক) ১৯.০৮.২০২৪ খ) ২১.১১.২০২৪ গ) ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে ২০,২৪,৩৫০.০০ টাকা (টাকা কুড়ি লক্ষ চবিবশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ মাত্র) এবং তার উপর সুদ। |
| ৫. | **ক) শাখা ঃ শুরশুনা** **খ) ঋণগ্রহীতাঃ মেসার্স পার্ক জিন্স প্রোঃ মিসেস লুসিয়া বেগম গ্যারান্টারঃ শেখ আব্দুস সামাদ** বসবাস করছেন বি৭- ১৫ / এ, নিউ কুমোরপাড়া রোড, পোঃ -রাইপুর, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৪১ | **প্রাথমিকঃ** বি৭-১৫ / এ, নিউ কুমোর পাড়া রোড, পোঃ-এ অবস্থিত বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় প্রকারের কাঁচামাল, ফিনিশড পণ্য, বিভিন্ন দেনাদার এবং ফার্মের অন্যান্য বর্তমান সম্পদ সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের স্টক। - রায়পুর, থানা- মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা , কলকাতা - ৭০০ ১৪১ এবং প্রায় ১ কোটাহ ১৫ চটক ২২ বর্গফুট জমির পরিমাপ মৌজায় অবস্থিত - রায়পুর, তৌজি নং ৬৩ ও ৬৪, আরএস নং ৫০৮, জেএল নং ১৫, এলআর খতিয়ান নং ৫০২, আরএস ও এলআর দাগ নং ১৩৬, মহেশতলা পৌরসভার অধীনে ২৩ নং ওয়ার্ড, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৪১। জামানতঃ প্রায় ১ কোটাহ ১৫ চটক ২২ বর্গফুট বেশি বা কম পড়ে থাকা এবং অবস্থিত মৌজা - রায়পুর, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪, আরএস নং ৫০৮, জেএল নং ১৫, এলআর খতিয়ান, এলআর ৫ ও আরএস নং. দাগ নং ১৩৬, ওয়ার্ড মহেশতলা পৌরসভার অধীনে ২৩ নং, পি.এস. - মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০ ১৪১, regd in DSR - II, জেলা - ২৪ পরগনা (সাউথ), বই নং. I, ভলিউম নং ৩৬, পৃষ্ঠা ৩৮৮২ থেকে ৩৮৯৪, ২০১০ সালের জন্য দলিল নং ১০২০১ হচ্ছে তারিখ ২০.১০। ২০১০। সম্পত্তিটি বাটে এবং সীমাবদ্ধঃ উত্তরে- ৬' ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে-৭' ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, দক্ষিণে- দাগ নং ১৩৬-এর জমির অংশ অনুসারে, পশ্চিমে- অংশ দ্বারা ১৩৬ নং দাগের জমি। | ক) ১৯.০৮.২০২৪ খ) ২১.১১.২০২৪ গ) ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে ২৫,১০,৭৪৪.৫০ টাকা (টাকা পঁচিশ লক্ষ দশ হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ। |
| ৬. | **ক) শাখা ঃ তারাতলা** **খ) ঋণগ্রহীতাঃ মিঃ শান্তনু মজুমদার গ্যারান্টারঃ পুষ্পিতা মজুমদার** বসবাস করছেন ৬৩বি, ২য় তলা , ফ্ল্যাট নং ২বি, বিশালক্ষ্মী তলা রোড, পোঃ- পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০ ০৬০। **এছাড়াওঃ** ১৬৭, বিশালক্ষ্মীতলা রোড, বেহালা, (এসিস ফেন্ডস ক্লাবের কাছে) কলকাতা - ৭০০০৬০। | **প্রাথমিকঃ** কাঁচামাল, সমাপ্ত দ্রব্য, বিভিন্ন দেনাদার এবং ফার্মের বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় বর্তমান সম্পদ সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের স্টক সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানা ২৮এ, বিশালক্ষ্মী তলা রোড, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০ এ অবস্থিত। **সমান্তরালঃ** সম্পত্তি ১ঃপ্রাঙ্গণ নং ৬৩বি, বিশালক্ষ্মী তলা রোড, থানা -এ ২য় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২B-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। বেহালা, ওয়ার্ড নং ১৩২ (আসেসী নং. ৪১১৩২০৪০৪৬৬০) KMC, কলকাতার অধীনে - ৭০০ ০৬০, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রায় ১ Cottah ১৩ Chittacks ২০.৫ বর্গফুট জমির উপর অবস্থিত মোট জমির দক্ষিণ অংশ ৩ কোটাহ ১৪ ছটাক ৬ বর্গফুট। পরগণায় - বালিয়া, তৌজি নং ৩৪৬, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, মৌজা বেহালা, সাবেক খতিয়ান নং ২৩৭৪, খতিয়ান নং ৭৮৪২, দাগ নং ৪২৩১ হচ্ছে দলিল নং ১-৮৬৮ dtd ১৭.০৩.২০০৫ এডিএসআর বেহালা, ভলিউম নং ১৫, এই ৩২৭ থেকে ৩৮ পৃষ্ঠা সম্পত্তি মালিকানাধীন শান্তনু মজুমদার। সম্পত্তিটি বাটেড এবং ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে সীমানাঃ উত্তরে- দাতার অবশিষ্ট অংশ, পূর্বে- ড্রেন এবং শঙ্কর পাল এবং অন্যান্যদের ১২ সম্পত্তি, পশ্চিমে-পাঁচকড়ি মজুমদারের বাড়ি। (এই সম্পত্তি শান্তনু মজুমদারের সিসি অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা আছে)স্তসম্পত্তি ২ ়০১ (এক) কোটা ০৯ (নয়) চিটাক্স ১৮ (আঠার) বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত অংশ বা পার্সেল। সিমেন্ট ফ্লোরিং গ্রাউন্ড ফ্লোর ৮০০ বর্গফুট পরিমাপের ঘরের সাথে একটু কম বা কম একই হতে পারে। সুপার বিল্ট আপ এলাকা কিছুটা কমবেশি একই হতে হবে এবং মৌজা- বেহালা, খ.গ্ন. নং ২, ঙঙ্ক-এ অবস্থিত। নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৭৩০, আরএস দাগ নং ১২৭০৪ এবং প্রাঙ্গণ নং ১৬৭, বিশালক্ষ্মী টোলা রোড, পুলিশ স্টেশন এবং এডিএসআর বেহালা, কেএমসি, ওয়ার্ড নং ১৩২, কলকাতার সীমানায - ৭০০ ০৬০, জেলা - ২৪ পরগণাস্(দক্ষিণ), দলিল নং ১-১২২২৭ ডিটিডি ৩১।১২।২০১০ এআরএ -। কলকাতা, বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২৯, ৮৯৭৩ থেকে ৮৯৮৮ পর্যন্ত পৃষ্ঠা। সম্পত্তির মালিক শান্তনু মজুমদার। সম্পত্তি বাটে এবং দ্বারা আবদ্ধ হয়য় চালু উত্তর- কলকাতা বন্দর কমিশনারের জমি ও ড্রেন, দক্ষিণে ১০ ফুট চওড়া কমিনন প্যাসেজে, পূর্বে- শ্রী সত্য প্রকাশ সিংয়ের বাড়ি, পশ্চিমেঃ শ্রী পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জির বাড়ি। (এই সম্পত্তি শান্তনু মজুমদারের হাউজিং লোনে বন্ধক রাখা) | ক) ২৩.০৮.২০২৪ খ) ২১.১১.২০২৪ গ) ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে ১,১৮,৯৬,০২৪.৫০ টাকা (টাকা এক কোটি আঠারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো চব্বিশ পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ। |

তারিখ- ২৭।১১।২০২৪
স্থান- কলকাতা

অথোরাইজড অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক



# KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

## ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No.: KMC/EE-III/29/23/24-25 (1st Call)**

Name of the Work: **Improvement of sanitary latrine at 28/1, 35/1/B, Canal East Road, 34, 35/1, Sastitala Road, 247/11 Maniktala Main Road and different location in Ward No. 29.** Estimated Amount: **Rs. 3,99,587.00.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **05.12.2024 up to 12 noon.** Date and time of opening of tender: **07.12.2024 on or after 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **27.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/026/E124/24-25/R**

Name of the Work: **Renovation of road surface by laying of chequered tiles at Madan Ghosh Lane in Ward No. 26 under Br.-IV.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,69,247.82.** Earnest Money: **Rs. 7,400.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **05.12.2024 at 11 a.m.** The tender will be opened on: **07.12.2024 at 11 a.m.**

**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/018/2024-2025/R**

Name of the Work: **Supplying, fitting and fixing M.H. cover/C.P. cover/G.P. Cover at different places in Ward No. 38.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,26,701.47.** Earnest Money: **Rs. 2,550.00.** Period of Completion: **40 days.**

**(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/039/027/2024-2025/BUSTEE**

Name of the Work: **Repairs to Bustee IPS and Paver Blocked at Balak Dutta Bustee, Fullbagan Bustee and other Bustee Places in Ward No. 39.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,06,089.23.** Earnest Money: **Rs. 4,150.00.** Period of Completion: **15 days.**

**(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/28/7/24-25/R**

Name of the Work: **Repairing of I.P. and concrete passages at Bipradas Street, P. B. Street nad other places in Ward No. 28.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,53,040.02.** Earnest Money: **Rs. 7,100.00.** Period of Completion: **45 days.**

**(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/15/24-25/R (2nd Call)**

Name of the Work: **Repairs to collapsed inspection pit, catch pit and connection at Bhuban Banerjee Lane and other places in Ward No. 25.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,46,167.33.** Earnest Money: **Rs. 4,950.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **04.12.2024 at 11 a.m. [ For Sl. No. 2 to 5].** The tender will be opened on: **06.12.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 2 to 5].** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VI, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: VI/047/032/2024-2025/D**

Name of the Work: **Restoration of disturbed and damaged Paver Block Footpath near 33A, 41, Eden Hospital Road, 110, 111, College Street, 213B, B. B. Ganguly Street etc. and surrounding area in Ward No. 47.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,59,664.00.** Earnest Money: **Rs. 7,200.00.** Period of Completion: **30 days.**

**(2) NIT No.: VI/047/033/2024-2025/R**

Name of the Work: **Maintenance of drainage system at Gumghar Lane, Princep Lane etc. and surrounding area in Ward No. 47.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,889.00.** Earnest Money: **Rs. 3,100.00.** Period of Completion: **25 days.**

**(3) NIT No.: VI/047/034/2024-2025/R**

Name of the Work: **Improvement of road surface and ancillary civil works at Malanga Lane, Temple Street etc. and adjacent area in Ward No. 47.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,618.00.** Earnest Money: **Rs. 6,200.00.** Period of Completion: **30 days.**

**(4) NIT No.: VI/060/019/2024-2025/R**

Name of the Work: **Improvement of footpath surface from 13/A, Beniapukur Road to 28/1, Beniapukur Road and adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,657.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

**(5) NIT No.: VI/060/029/2024-2025/R**

Name of the Work: **Renovation of IP passage at 98, Linton Street, 16, Gorachand Lane and adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,937.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

**(6) NIT No.: VI/055/023/2024-2025/R**

Name of the Work: **Maintenance of IP passage at 58, Ananda Palit Road, 28, Sambhu Babu Lane, 2H/12, Chatu Babu Lane and different places in Ward No. 55.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,183.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

**(7) NIT No.: VI/054/005/2024-2025/D**

Name of the Work: **Repairing of School Building of Entally Academy Govt. Sponsored High School of 23, Girish Chandra Bose Road, kolkata-700014 in Ward No. 54, Br.-VI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,659.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **45 days [For Sl. No. 4 to 7].**

**(8) NIT No.: VI/055/025/2024-2025/D**

Name of the Work: **Restoration of IP passage and paver block footpath disturbed by P. U. Agency at 3/D Chatu Babu Lane, P-31, 32, 33 CIT Road, 1B/1A, Chatu Babu Lane etc. in Ward No. 55.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,95,725.00.** Earnest Money: **Rs. 6,100.00.** Period of Completion: **35 days.** Last date and time of submission of bid: **09.12.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 8].** Tender opened on: **11.12.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 8].** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2024 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8].**

**The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/027/2024-2025/D**

Name of the Work: **Relaying of Kerb and channel stone at 8A Nandy Street, 18/76B Dover Lane, 11 Hindusthan Park etc. in Ward No. 86.** Estimated Amount (Including GST & Cess): **Rs. 1,39,546.21.** Earnest Money: **Rs. 2,800.00.** Priod of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **09.12.2024 at 12 noon.** Date of opening of tender: **11.12.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The Executive Engineer (Civil)/Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/IX/076/024/2024-2025 (2nd Call)**

Name of the Work: **Maintenance of bustee sewer line by desilting at Pitambar Sarkar Lane, Gopal Dr. Road etc. in Ward No. 76.** Estimated Amount (Including GST & Cess): **Rs. 1,49,818.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **09.12.2024 at 12 noon.** Tender will be opened on **: 11.12.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XII**, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/102/31/24-25**

Name of the Work: **Renovation of C/C Road at Baghajatin from Premises No.D-61 to D-68 and J-6 to J-7 Baghajatin etc. in Ward No. 102, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 2,69,184.78.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/48/24-25**

Name of the Work: **Repairing different office buildings under Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 2,41,079.47.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Priod of Completion: **60 days.**

**(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/079/24-25**

Name of the Work: **Cleaning of water body at 18/2 Kalikapur beside Shiv Mandir in Ward No. 109, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,31,542.40.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **75 days.**

**(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/101/24-25**

Name of the Work: **Renovation of C/C Road near Premises No.6A/72, 6A/74 etc. Mukundapur in Ward No. 109, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 3,37,797.70.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Priod of Completion: **35 days.**

**(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/102/24-25**

Name of the Work: **Construction of U/G drainage system near Premises No.- 511 Kalikapur in Ward No. 109, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 3,29,497.43.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **40 Days.**

**(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/14/24-25/BUSTEE**

Name of the Work: **Maintenance of sanitary latrines at Birnagar, Rabindrapally etc. in slum areas of Ward No. 101.** Estimated Amount: **Rs. 2,49,925.83.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

**(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/51/24-25/BUSTEE**

Name of the Work: **Construction of Bathroom in slum area near C-42 Rajdanga Main Road and different places etc. in Ward No. 107, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,20,436.43.** Earnest Money: **Rs. 2,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

**(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/61/24-25/BUSTEE**

Name of the Work: **Construction of Bathroom in slum area near C-4 Rajdanga Main Road and different places etc. in Ward No. 107, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,22,387.81.** Earnest Money: **Rs. 2,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

**(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/65/24-25/BUSTEE**

Name of the Work: **Repairing and maintenance of C.Concrete Road in slum area near Naskarhat Khelar Math and others different places in Ward No. 107, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,96,800.92.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

**(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/70/24-25/BUSTEE**

Name of the Work: **Construction of Bathroom in slum area near 66/4 Rajdanga Main Road and different places etc. in Ward No. 107, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,22,387.81.** Earnest Money: **Rs. 2,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **07.12.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 10]. Date and time of opening of bid: 09.12.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 10].** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 10]**

925/24-25

# বিজ্ঞান ও পরিবেশ

## আমাদের ছায়াপথের বাইরে অতিকায় লাল বল দেখা গিয়েছে

আকাশোমরা সাধারণত জানি সূর্য বড়। কিন্তু তা কত বড়, সে বিষয়ে আমাদের ধারনা আছে কি। বলা হয়ে থাকে এর ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে পারে পৃথিবীর আকৃতির ১৩ লক্ষটি গ্রহ। কিন্তু সেই সূর্যকেই একটা বিন্দুর মতো মনে হবে ডব্লুওএইচ জি৬৪-র সামনে! বিশ্বাস হচ্ছে না। জানা গিয়েছে, এই নক্ষত্রটি অবশ্য আমাদের ছায়াপথের সদস্য নয়। ১ লক্ষ ৬০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নক্ষত্রটি লার্জ ম্যাদেলানিক ক্লাউড ছায়াপথের তারা। এই প্রথম আমাদের ছায়াপথের বাইরের কোনও নক্ষত্রের ছবি তোলা সম্ভব হল।

ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ ইন্টারফেরোমিটারে ধরা পড়েছে তার ছবি। এই অতিকায় নক্ষত্রটি কিন্তু সত্যিই 'দৈত্য'। এক অতিকায় লাল বল হয়ে তখন সে জ্বলে থাকে আকাশে। পরে অবশ্য দ্রুত ভর হারিয়ে নিজের বাইরের স্তরগুলিকে উড়িয়ে দেবে সে। যদিও ভিতরের মূল অংশ অক্ষতই থাকবে। ঘন হয়ে সেই তারাটি পরিণত হবে 'শ্বেত বামনে'। সেই সময় তাকে ঘিরে রাখবে এক গ্যাসের আস্তরণ। যাকে বলা হয় নেবুলা। এই অবস্থার শেষে 'কালো বামন' হয়ে পড়বে সেই নক্ষত্র। তবে সেই দশায় পৌঁছতে এখনও দেরি রয়েছে। আপাতত ডব্লুওএইচ জি৬৪ এক অতিকায় ' দৈত্য' হিসেবে দৃশ্যমান।

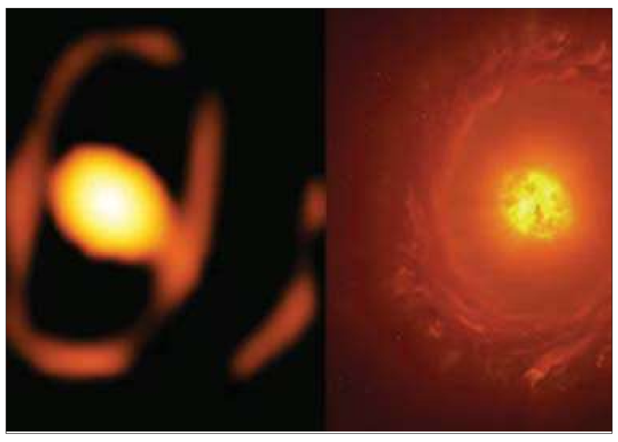

এবং তার সেই বিরাট শরীরের সামনে আমাদের সূর্য কার্যতই বিন্দর! যার ডাকনাম দেওয়া হয়েছে 'লাল স্টার'। অর্থাৎ জলহস্তির মতো অতিকায়। সুপারনোভা হওয়ার পথে এখন সে নিঃসরণ করে চলেছে গ্যাস ও ধুলো। এই নক্ষত্রটির মতোই অবস্থা একদিন আমাদের সূর্যেরও হবে। অন্য বহু তারার মতোই শক্তির অভাবেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সেও। আদতে তো যে কোনও নক্ষত্রই একটি উত্তপ্ত গ্যাসের বল। যা একনাগাড়ে শক্তি বিকিরিত করে চলেছে। সৌরজগতের এর বয়স প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর। এত বছরের আয়ু সত্ত্বেও সূর্যকে 'বুড়ো' বলা যাবে না। কেননা নক্ষত্রের নিরিখে এ নেহাতই তুচ্ছ সময়। সেদিক বিচার করলে বলা যায়, সূর্য এক মাঝবয়সি তারা। নাসার বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সূর্য তার অর্ধেক আয়ুর কাছাকাছি পৌঁছেছে।

## শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমাচ্ছে

প্রতি বছরই সাইবেরিয়া থেকে হাজির হয় অতিথি পাখিরা। সেখানে এখন বরফঢাকা। ভারত, বিশেষত বঙ্গের শীতকাল তাদের খুবই প্রিয়। তাই সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের মতোই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লেজার কুইন্সলেনিং-এর মতো পাখিরা হাজির। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে পাশাপাশি রয়েছে এখানকার ডাহুক, পানকৌটি, বিভিন্ন প্রজাতির বকের।

ঘাটালের হরিসিংহপুর পার্কের ঝিলে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে যেমন আসছে সাইবেরিয়ান পাখি, তেমনই আসছে বিভিন্ন প্রজাতির বক, পানকৌড়ি, চেতক, ডাহুক, বুনো হাঁস, বন মোরগ, ঘুঘু প্রভৃতি। তবে সাইবেরিয়া থেকে আগত পরিযায়ী পাখি দেখতেই ভিড় জমছে বেশি। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাইবেরিয়ান পরিযায়ী পাখি লেজার কুইন্সলেনিং বার্ড বলে পরিচিত। সাধারণত অক্টোবর মাসের শেষ ও নভেম্বর মাসের শুরুতে এই পরিযায়ী পাখির ঢল নামে। শীতে পারদ নামলে ঘাটালে মূলত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে আসতে শুরু করে এই প্রজাতির পাখি। আর তাদের আনাগোনা শুরু হতেই পক্ষী শিকারিরাও ওতপেতে বসে থাকে শিকারের জন্য। ঘাটালের বনকর্মী মলয় ঘোষ জানাচ্ছেন, বন্যপ্রাণ আইনে পাখি শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধরণের পাখি আমাদের সবার অতিথি। তাকে বিরক্ত করাও উচিত নয়। বন দপ্তর থেকে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পরিযায়ী পাখি নিয়ে সতর্ক ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতিও।

## ইসলামাবাদের পথে লক্ষ লক্ষ ইমরান সমর্থক, নিহত ৫ পাক সেনা!

২৬ নভেম্বর ঃ ইসলামাবাদের জেলে বন্দি অবস্থাতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। নেতার কারামুক্তির দাবিতে সমর্থকদের আন্দোলনে উত্তাল পাকিস্তান। ইতিমধ্যে ইসলামাবাদমুখী বিক্ষোভ সহিংস আকার নিয়েছে। ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবির নেতৃত্বে আন্দোলনে সংঘর্ষে ৫ জন সেনার মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি শামাল দিতে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে প্রশাসন। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে গুলি চালানোরও নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে খবর। সব মিলিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পাকিস্তানে। বুশরা বিবির নেতৃত্বে শুরু হয়েছে ইমরান সমর্থকদের আন্দোলন। গোটা দেশ থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা দেন দলীয় সমর্থকরা। আগেই ইমরানের জেলমুক্তির দাবিতে এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল দল। লক্ষ লক্ষ সমর্থক রাজধানী শহরে ঢোকার চেষ্টা করলে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তাতেই ৫ সেনাকর্মীর মত্যু হয়েছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত আহত হয়েছেন ১১৯ জন। অভিযোগ, পুলিশের ২২টি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় সমর্থকরা। ইতিমধ্যে তেহরিক-ই-পাকিস্তানের ৪ হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। খাইবার পাখতুন খাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইমরান খান যতক্ষণ না মুক্তি পাচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা পিছু হটব না। এগিয়েই যাব। সবাই প্রস্তুত হন। আমাদের আরও বাধা পেরোতে হবে। প্রথম থেকেই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবি। সোমবার তিনি বলেন, খানকে (ইমরান খান) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমরা এখানে এসেছি। ইমরান খানকে নিয়েই ফিরব।'

২০২২ সালে অনাস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ইমরান খান একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ-সহ বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে ইমরান খানের দল প্রথম থেকেই এসব অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে আসছে। ২০২৩ সালের মে মাসে ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর এক বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন ইমরান। তাঁর বিরুদ্ধে ১৫০টির বেশি ফৌজদারি মামলা হয়েছে।

## বিরোধীরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায় ঃ গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় হিংসাত্মক ঘটনায় বিরোধীদের নিশানা করলেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর মতে, বিরোধীরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, বিরোধীদের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, গোধরা ঘটনার মতো এটি বিরোধীদের পূর্ব পরিকল্পিত কৌশল। গিরিরাজ সিং আরও বলেছেন, এই হামলা সার্ভে টিমের ওপর আক্রমণ নয়, ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ ছিল। তাঁরা দেশকে জ্বালিয়ে দিতে চায়, তাঁরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়। যারা মারা গেছে, হামলাকারীদের গুলিতে, পুলিশ নয়, ময়নাতদন্ত থেকে এটা পরিস্কার। দেশ এটা সহ্য করবে না।

## উত্তর প্রদেশে বুলেটের মাধ্যমে ন্যায়বিচার করা হচ্ছে ঃ চন্দ্রশেখর আজাদ

নয়াদিল্লি ও হাপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের সম্ভলে হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন আজাদ সমাজ পার্টির জাতীয় সভাপতি চন্দ্রশেখর আজাদ। সোমবার হাপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সম্ভল হিংসার বিষয়ে আজাদ সমাজ পার্টির জাতীয় সভাপতি চন্দ্রশেখর আজাদ বলেন, আমি হিংসার বিরুদ্ধে, উত্তর প্রদেশে বুলেটের মাধ্যমে ন্যায়বিচার করা হচ্ছে এবং এই গুন্ডামি বরদাস্ত করা যাবে না। এটা একটা ষড়যন্ত্র এবং আমাদের গরীব মানুষ এর শিকার হচ্ছে। এর আগে দিল্লিতে সংসদ চত্বরে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রশেখর আজাদ বলেছেন, সম্ভলের হিংসা একটি প্রধান ইস্যু, ৪ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং এই সমস্যাটি সংসদে উত্থাপন করা উচিত। হিংসা কোনও সমাধান নয়। আমি তা সমর্থন করি না... ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। এটা পুলিশ, প্রশাসন ও সরকারের ব্যর্থতা।

## সোমবার ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার

রাঁচি, ২৬ নভেম্বর ঃ সোমবার ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী আচরণবিধির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এদিন আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এই বিষয়ে মুখ্য সচিব এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিগত ১৫ অক্টোবর থেকে ঝাড়খণ্ডে আদর্শ আচরণবিধি জারি হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল। নির্বাচন কমিশন আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এবার সেইসব প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু করা সম্ভব হবে। ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি নগদ, মাদকদ্রব্য এবং মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ১০০টিরও বেশি এফআইআর-ও নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।


### Name Change
I, Sk Jalaluddin Sardar (old name) son of Salauddin Sardar residing at Dwipa Polgustia, Howrah- 711414, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jalaluddin Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 26/11/2024. Sk Jalaluddin Sardar (old name) and Jalaluddin Sardar (new name) both are same and one identical person.

### নাম পরিবর্তন
আমি Anjan Biswas পিতা Late Nemai Biswas (Date of Death: 29-07-2006) ঠিকানা Chapra, Nadia, West Bengal Pin- 741202, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ২৬-১১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Nimai Biswas এখন থেকে Nemai Biswas নামে পরিচিত হলেন। আমার মৃত পিতা Nimai Biswas ও Nemai Biswas একই ব্যক্তি।

### Name Change
I, Sk Abdul Mannan (Old Name) S/o Md Halim Residing at 11/2/H/23, M.M. Ali Road, Khiddirpore, District - Kolkata,Pin- 700023 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Mannan (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2024. Sk Abdul Mannan (Old Name) and Abdul Mannan (New Name) both are same and one identical person.

### Name Change
I, Sanjay Kumar Choudhury S/o. Late Tripathnath Choudhury Residing at Durgapur Panchanantala, P.o - Bally, P.s - Nischinda, District- Howrah, Pin-711205 West Bengal India shall henceforth be known as Sanjay Choudhury as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Howrah vide affidavit Date 01-10-2024. Sanjay Choudhury and Sanjay Kumar Choudhury both as same and one identical person.

### Name Change
I, Debashish Bala (Old Name) S/o Shambhunath Bala Residing at Vill - Mahishyapara (Jharbari), P.o- Tungidighi, P.s - Karandighi,Dist.- Uttar Dinajpur Pin- 733215, W.B. India shall henceforth be known as Debashis Bala (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-11-2024. Debashish Bala (Old Name) and Debashis Bala (New Name) both are same and one identical person.

### Name Change
I, Mehebub Mondal S/o Golam Mustafa Mondal Residing at Narendrapur, Rajpur, Sonarpur(M), Dist - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal India shall henceforth be known as Mahabub Mondal. I declare that Mehebub Mondal and Mahabub Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-11-2024.

### Name Change
I, Madhusree Ray Chowdhury Pandit alias Madhusree Pandit (Old Name) D/o Pradyot Ray Chowdhury Residing at Uttarayan Flat No-8,Tentulberia, Near Sitanath Sishu Siksha Mandir School,Kolkata,Vtc+Po - Garia,Sub District -Sonarpur,District - 24 Pgs(S),Pin- 700084 West Bengal India shall henceforth be known as Madhusree Raychowdhury (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2024. Madhusree Ray Chowdhury Pandit, Madhusree Pandit(Old Name) and Madhusree Raychowdhury (New Name) both are same and one identical person.

### নাম পরিবর্তন
আমি Subrata Kumar Mondal alias Subrata Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Santosh Mondal ঠিকানা Paschim Harindanga, Haritala, Hanskhali,District- Nadia, Pin- 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ২৬-১১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Subrata Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Subrata Mandal (নতুন নাম) ও Subrata Kumar Mondal, Subrata Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

### নাম পরিবর্তন
আমি Subrata Biswas পিতা Late Ashutosh Biswas (Date of Death: 20-12-2020) ঠিকানা Pakhiura, Kumari Ramnagar, Hanskhali, District - Nadia, West Bengal Pin- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ২৬-১১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Asutosh Biswas এখন থেকে Ashutosh Biswas নামে পরিচিত হলেন । আমার মৃত পিতা Asutosh Biswas ও Ashutosh Biswas একই ব্যক্তি।

### Name Change
I, Md Ismail Laskar(Old Name) S/o Noor Ahamde Laskar Residing at Vill-Purba Belaria, P.O.-Magrahat, P.S.-Magrahat, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743355 have changed my name and shall henceforth be known as Ismail Laskar as declared before the Ld. Judicial Magistrate First Class, South 24 Parganas vide affidavit no 02AC396125 on dated 20/11/2024. Md Ismail Laskar and Ismail Laskar both are same and identical person.

### Name Change
I,MEGHA CHOWDHURY, DAUGHTER OF UTTAM CHOWDHURY, RESIDING AT 24A,AVENUE EAST, MODERN PARK,SANTOSHPUR,PS - SURVEY PARK, KOLKATA - 700075, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEGGHA CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/11/2024.THAT MEGHA CHOWDHURY AND MEGGHA CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

### Name Change
I, Archana Devi (old name) wife of Amrendra Kumar, residing at 191, Sreerampur Road, North Garia, Kolkata-700084, P.S.- Patuli, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Archana Kumari (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, dated 20/05/2024. Archana Kumari (new name) and Archana Devi (old name) both are same and identical person.

### নাম পরিবর্তন
আমি, Nur Mohommad (পুরাতন নাম) পিতা Sekh Nuralam, ঠিকানা- Vill.- Kashwara Purba O Paschim, P.O.- Katsara, Pin-712102, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ২৬.১১.২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sekh Nurmahamed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Sekh Nurmahamed (নতুন নাম) এবং Nur Mohommad (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

### নাম পরিবর্তন
আমি, Md Ansar Ali Paik (পুরাতন নাম) পিতা Iyar Ali Paik, ঠিকানা- Bangla Kamarpole, Diamond Harbour, P.S.- Ramnagar, Pin- 743368, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ২৬.১১.২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ansar Ali Paik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Ansar Ali Paik (নতুন নাম) এবং Md Ansar Ali Paik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

### Name Change
I,PROVAS BOSE,SON OF KANTI BOSE, RESIDING AT DHARSA GOVT G I P COLONY,POST - GIP COLONY, HOWRAH - 711112,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHAS BOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/11/2024.THAT PROVAS BOSE AND PRABHAS BOSE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

### Name Change
I, Md Babar Ali Khan (old name) son of Md Babu Khan, residing at Einestine J C Bose Basti B-zone, P.S.- Durgapur, Durgapur-5, Paschim Bardhaman, Pin- 713205, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Babar Khan (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Md Babar Khan (new name) and Md Babar Ali Khan (old name) both are same and identical person.

### Name Change
I, Sajahan Gazi (old name) son of Golam Rahaman Gazi, residing at Vill & P.O.- Mominpur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahajan Gazi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Shahajan Gazi (new name) and Sajahan Gazi (old name) both are same and identical person.

### Name Change
I, Yasmeen (old name) wife of Mohd Abdullah, residing at 28/9, Chandra Nath Roy Road, 3rd floor, C.N. Roy Road, Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Yasmeen Fatima (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Yasmeen Fatima (new name) and Yasmeen (old name) both are same and identical person.

### নাম পরিবর্তন
আমি, Azet Ali Molla (পুরাতন নাম) পিতা Morselim Molla, ঠিকানা- Paschim Narayan Para, Bhomara, P.O.- Babnan, Hooghly, Pin-712305, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ২৬.১১.২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ajed Ali Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Ajed Ali Molla (নতুন নাম) এবং Azet Ali Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

### Name Change
I, Suchi Subhra Chatterjee (old name) daughter of Amal Bikash Choudhury, residing at Mangalmurty Recy, Flat-2A, 1st Floor No-2, Motilal Colony, Italgaccha, Barrackpore, North 24 Pgs, Pin- 700038, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Suchi Subhra Choudhury (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 25/11/2024. Suchi Subhra Choudhury (new name) and Suchi Subhra Chatterjee (old name) both are same and identical person.

### Name Change
I, Md Asif (old name) son of Late Mohammad Hasnain, residing at 1st Floor, Flat- 101, Thanamakua D Sk Lane, Bakultala Khalpar, Howrah-711109, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Asif (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 25/11/2024. Mohammad Asif (new name) and Md Asif (old name) both are same and identical person.

### Name Change
I, Barendra Nath Biswas (old name) son of Late Sarat Biswas, residing at Santosha, P.O.- Mangal Ganj, Sindrani, P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743297, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Barendra Biswas (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Barendra Biswas (new name) and Barendra Nath Biswas (old name) both are same and identical person.

### নাম পরিবর্তন
আমি, Md Siraj (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Jalil, ঠিকানা- 22H6, BRIGHT STREET, CIRCUS AVENUE, KOLKATA- 700017, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ২৬.১১.২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Shiraz (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Md Shiraz (নতুন নাম) এবং Md Siraj (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

### Name Change
I, Sambhudas Sukumar Das (old name) son of Sukumar Das Santosh Das (father) and Parulbala Sukumar Das (mother), husband of Bulbul Sambhu Das, residing at 179/19, Gopal Lal Thakur Road, Baranagar (M), P.O.- Alambazar, P.S.- Baranagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700035, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shambhu Das (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Shambhu Das (new name) and Sambhudas Sukumar Das (old name) both are same and identical person.

### Name Change
I, Anup Kumar Biswas (old name) son of Barendra Biswas, residing at Santosha, P.O.- Mangal Ganj, Sindrani, P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743297, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anup Biswas (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Anup Biswas (new name) and Anup Kumar Biswas (old name) both are same and identical person.

### Name Change
I, Mohammad Mumtaz Ahmad (old name) son of Raza Hussain, residing at 4A, Ekbalpore Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mumtaz Ahmad (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Mumtaz Ahmad (new name) and Mohammad Mumtaz Ahmad (old name) both are same and identical person.



**This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated October 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI').**

## IGC INDUSTRIES LIMITED
### (Formerly known as IGC Foils Limited)
**Corporate Identification Number: L01100WB1980PLC032950**

Our Company was originally incorporated as Maxwell Traders & Exporters Limited under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata and consequently a certificate of incorporation dated August 26, 1980. Later, the name of the company was changed from "Maxwell Traders & Exporters Limited" to "IGC Foils Ltd" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name "ROC letter no NCR/CN/329500/19/5/98". Subsequently the name of the Company was changed from "IGC Foils Ltd" to its present name "IGC Industries Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated October 03, 2017"

**Registered Office:** 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu Sarani, Kolkata-400069
**Tel. NO.:** 033-46021453; 8882864121 **E-mail:** igcfoils@gmail.com; **Website:** www.igcindustriesltd.com ;
**Contact Person:** Arpit Jain, Company Secretary and Compliance Officer

**RIGHT ISSUE OF UPTO 3,24,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹13.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ?3.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4222.40 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF TWENTY NINE (29) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY TWO (2) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS OCTOBER 18, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 118 OF THIS LETTER OF OFFER.**
***fully subscribed**

**BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Monday, November 04, 2024 and closed on Monday, November 18, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, November 12, 2024. Out of the total 228 Applications for 12377944 Rights Equity Shares, 314 Applications for 1276044 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 1105 for 48558278 Rights Equity Shares, which was 149.50% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on November 22, 2024, approved the allotment of 3,24,80,000 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

**1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:**

| Cagteory | Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received | Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares | Total Equity Shares Allotted |
|---|---|---|---|
| | Number | Number | Number |
| Eligible Equity Shareholders | 5188272 | 2892477 | 8080749 |
| Renouncees | 1466439 | 22932812 | 24399251 |
| Total | 6654711 | 25825289 | 32480000 |

**2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):**

| Category | Gross | | | Less: Rejections/Partial Amount | | | Valid | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Applications | Shares | Amount (₹) | Applications | Shares | Amount (₹) | Applications | Shares | Amount (₹) |
| Eligible Equity Shareholders | 632 | 8213142 | 106770846.00 | 2 | 132393 | 1721109.00 | 630 | 8080749 | 105049737.00 |
| Fraction | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Renouncees | 476 | 40477539 | 526208007.00 | 1 | 10 | 130.00 | 475 | 40477529 | 526207877.00 |
| Not a eligible equity shareholders of the company | 311 | 1143641 | 14867333.00 | 311 | 1143641 | 14867333.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| **Total** | 1419 | 49834322 | 647846186.00 | 314 | 1276044 | 16588572.00 | 1105 | 48558278 | 631257614.00 |

Intimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed October 31, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on November 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 26th November, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on 26th November, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 28th November, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 26th November, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 108 of the LOF.**

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 108 of the LOF.**

| REGISTRAR TO THE ISSUE | COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER |
|---|---|
| **Purva Sharegistry (India) Private Ltd.**<br>**CIN: U67120MH1993PTC074079**<br>Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg,<br>Lower Parel (E) Mumbai 400 011. Telephone: +91 22 4961 4132;<br>Facsimile: +91 22 22 3570 0224<br>**Investor grievance e-mail:** support@purvashare.com<br>https://www.purvashare.com/<br>**Contact Person:** Ms. Deepali Dhuri;<br>**SEBI Registration No.:** INRO00001112 | **IGC INDUSTRIES LIMITED**<br>**Registered office:** 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu Sarani, Kolkata-400069<br>**Telephone:** 033-46021453; 8882864121<br>**E-mail:** igcfoils@gmail.com;<br>**Website:** www.igcindustriesltd.com ;<br>**Contact Person:** Mr. Arpit Jain., Company Secretary & Compliance Officer |

**Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.**

**THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.**

**FOR IGC INDUSTRIES LIMITED**
**Sd/-**
**SALMAN MAHIBUB SAYYAD**
**Managing Director**
**DIN: 09837263**

**Date: November 26, 2024**
**Place: Kolkata**

*The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at ww.igcindustriesltd.com, the Registrar at https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 24 of the LOF.*

*The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.*

*সংবিধান গৃহীত হবার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে বি আর আম্বেদকরের ছবিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় রাখা হয়েছিল সংবিধানের প্রতিলিপি লবিতে।*

# শহর দূষণে ভরা, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকার মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ শহর দূষণে ভরা। আর তাতে অতিষ্ঠ হয়ে এবার নিজের জন্মভূমি, জন্মশহর, জন্মভিটে ছাড়তে চাইছেন শহরের আদি বাসিন্দারা। এ ছবি খড়্গপুরের। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রেলশহর খড়্গপুর। সেই রেলশহরে দূষণ বহুদিনের সমস্যা। তবে ইদানীং তা আরও বাড়ছে, এমনই অভিযোগ তুলছেন ওই অঞ্চলের বসবাসকারীরা। শহর খড়্গপুরের মূলতঃ নিমপুরা, মালঞ্চ, ভগবানপুর, খরিদা, সুভাষপল্লী, শ্রীকৃষ্ণপুর, ভবানীপুর এবং গ্রামীণ খড়্গপুরের শ্যামরাইপুর, কাঁটাপাল, মহেশপুর, গোকুলপুর-সহ নানা অঞ্চল ও তার সন্নিহিত এলাকায় দূষণের মাত্রা বেশি। খড়্গপুর শহর ও দূষণের কবলে পড়া সন্নিহিত এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, আগে এখানে গাছের পাতা সবুজ দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু গত ১০ বছর ধরে সে- দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে থাকে এখানকার সবুজ পাতা। বিভিন্ন কারখানার এতই দূষণ যে, এর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকার মানুষজন। এজন্য অনেকেরই ইতিমধ্যে ফুসফুসের অসুবিধা দেখা গেছে! অনেকেই চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিতেও শুরু করে দিয়েছেন এজন্য। অসুস্থ হয়ে পড়া অনেকেই জানাচ্ছেন, তাঁরা কোনও দিন ধূমপান বা ওই জাতীয় থেকে শুরু করে অন্য কোনওরকম নেশাই কখনও করেননি। তবুও, তাঁদের এই ধরনের অসুস্থতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে শুধু মাত্র এলাকার দূষণের কারণে। চিকিৎসকেরাও সেই তত্ত্বে সিলমোহর দিচ্ছেন। রোগী পরীক্ষা করে তাঁরা বলছেন, দূষণের ফলেই এঁদের এমন রোগ ধরা পড়েছে। এ থেকে বাঁচার উপায় কী? দেখতে গেলে প্রায় কোনও উপায়ই নেই, এলাকা পরিত্যাগ করা ছাড়া। আর তাই এবার নিজেদের বাঁচাতে অনেকেই আর এলাকা ছাড়তে দ্বিধা বোধ করছেন না! তবে বিষয়টি নিয়ে খড়্গপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছেন ভুক্তভোগীরা। খড়্গপুর পুরসভার চেয়ারম্যানে কল্যাণী ঘোষ জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন! প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সঙ্গে যে-যে পক্ষ জড়িত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু আদতে কী হবে? রেলশহর খড়্গপুর কি তাহলে এভাবেই দূষণের আড়ালে ঢাকতে থাকবে? এর সুরাহ কী? এর দায় কার? দায়বদ্ধতটাই-বা কার? এসব প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

## বোল্লা মায়ের ভাসানে চিত্র সাংবাদিককে হেনস্থা, নিন্দার ঝড় জেলা জুড়ে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানার অন্তর্গত বোল্লা অঞ্চলের বোল্লা মায়ের পুজো শেষে সোমবার সন্ধ্যায় মায়ের ভাসান উপলক্ষ্যে এদিন প্রচুর জেলার ও বাইরের ভক্তের সমাগম হয়। সেই সময়ে এক চিত্র সাংবাদিক সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক এসডিপিও সেই চিত্র সাংবাদিক পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও তাকে সজোরে থাপ্পড় মারে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানালে সুপার সাহেব ওই অভিযুক্ত এসডিপিও-র বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার আশ্বস্ত করেন। চিত্র সাংবাদিককে হেনস্থা ও হামলার অভিযোগে সমস্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় শুরু হয়েছে। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়াতেও সাংবাদিকের উপর হামলা ও হেনস্তার প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন সকলে। পাশাপাশি আইনের রক্ষকের হাতে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

## পরকীয়া-সন্দেহ! স্ত্রীকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করল স্বামী

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৬ নভেম্বর ঃ পুরুলিয়ার আদ্রা থানার গগনাবাইদ গ্রামের বাউরি পাড়ায় স্ত্রীর ওপর নৃশংস হামলায় উত্তাল এলাকা। মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে স্বামী মানস বাউরি কুড়ুল দিয়ে স্ত্রী অষ্টমী বাউরিকে কুপিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১২ বছর আগে সাবিরডাঙ্গা গ্রামে অষ্টমী ও মানসের বিয়ে হয়। তাদের তিনটি সন্তান রয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। মঙ্গলবার সেই বিবাদ চরমে পৌঁছালে, মানস, স্ত্রীকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, স্ত্রীর পরকীয়ার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রতিবেশীরা স্তম্ভিত এবং দোষীর কঠোর শাস্তি দাবি করছেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিস।

## হাতির হানায় মৃত পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সভাধিপতি ও কর্মাধ্যক্ষ

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ হাতির হানায় বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা! মৃত্যু রুখতে এবার হাতিকে জঙ্গলেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের। জঙ্গলের চারপাশে

নতুন করে হাতির খাদ্য হিসেবে ফল এবং কলাগাছ রোপন করা হবে। মঙ্গলবার নকশালবাড়ির পাহাড় গুমগুমিয়ার দমদমা ডিভিশনে হাতির আক্রমণে মৃতের বাড়িতে গিয়ে মন্তব্য মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের। এদিন সহকারি সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সিংহকে নিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সভাধিপতি। গতকাল শৌচকর্মে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হন বিজয় নাগ। পরে সভাধিপতি জানান, সরকারি সহায়তার পাশাপাশি চাকরির বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। সেই সঙ্গে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বন বিভাগের পাশাপাশি জঙ্গলের আশেপাশের পতিত জমিতে ফল এবং হাতির খাওয়ার উপযুক্ত গাছ রোপন করা হবে। যাতে করে জঙ্গলের ভেতরে হাতি তাদের খাবার জোগাড় করতে পারে। এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য এবং চাকরির যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তাতে খুশি মৃতের ভাই সুমিত নাগ। তিনি জানান তাদের পরিবারে তার দাদা বিজয় নাগ ছিলেন একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। তার বৃদ্ধা মা এবং তার স্ত্রীকে দাদাই ভরণপোষণ করতেন।

## ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ নভেম্বর ঃ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, ঘটনাস্থলে টেকনোসিটি থানার পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে রেকজুয়ানি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আব্দুর রহমান (২৪)। বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার সাবান চক গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিনগর গ্রামে। সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে টেকনোসিটি থানার পুলিশ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ তলায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ সূত্র মারফত খবর প্রেমিকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি মতবিরোধের কারণেই আত্মঘাতী পড়ুয়া। তবে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হবে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরেই জানা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ। আব্দুর রহমান ছোটবেলা থেকে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্থানীয় স্কুলের ছেলে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ছয় বছর ধরে কলকাতার আলিয়াতেই লেখাপড়া করেছেন ওখান থেকেই বিয়ে, এমএ পাস করেন। মালদাতে একটি বিএড কলেজে ভর্তি হয়েছিল। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইচ্ছা ছিল তার। বুধবার তার মালদায় ফেরার কথা ছিল। পরিবারের দাবি ওকে খুন করা হয়েছে। একই দাবি করছে এই ছাত্রের ছোটবেলার শিক্ষকেরা।

আগামী ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২১তম ইন্টারন্যাশনাল ফুডটেক। মূলত মিষ্টান্ন, নোনতা, আইসক্রিম, ফাস্টফুড খাবার কিভাবে আরো স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত মানে প্রস্তুত করা যাবে সে বিষয়ে দিশা দেখাবে এই প্রদর্শনী। কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষে এবিষয়ে বিস্তারিত জানান ধীমান দাস, জাকির হোসেন, অতিক্রম গুপ্ত ও পুনম থ্যাকার।

## স্কুলে নাটকের কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, ২৬ নভেম্বর ঃ প্রায় তিন দশক ধরে হিজলপুকুরিয়া জনজাগরণী ধারাবাহিক নাট্যচর্চা করে চলেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে নাটকের কর্মশালা, নাটক বিষয়ের উপর সেমিনার, নাট্যকর্মীদের পাশে থেকে নাটক নির্মাণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে আসছে হিজলপুকুরিয়া জনজাগরণী। নাট্যগুরু রূপশ্রী সাহা (স্বপ্না) ধারাবাহিক ভাবে নাটক নির্মাণ করে চলেছেন। এদের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো দায়, কালের থাবা, লাঠি ইত্যাদি। নতুন প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেনা পাওনা প্রশংসার দাবি রাখে। সংস্থার পক্ষে তাপস বিশ্বাস জানান রাজ্যের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে ও রাজ্যের বাইরে নাটক পরিবেশন করে প্রচুর প্রশংসিত হয়েছে এই নাট্য সংস্থা। তবে নাটকের আলোর বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবতে হবে।

## গোয়েন্দা হানা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ নভেম্বর ঃ আলু এবং তামাকের মরশুমে বিভিন্ন সারের দোকানগুলি বেশি দামে সার বিক্রি করছে কৃষকদের কাছে এবং সারের কালোবাজারি চলছে বলে অভিযোগ। আর সেই অভিযোগে এদিন মাথাভাঙা শহরের পশ্চিমপাড়া এলাকায় এক সারের দোকানে হানা দেন পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। এদিন ওই সারের দোকানের মালিকের নামে মামলা করা হয়েছে বলেও জানা গেছে এবং তার দোকান থেকে বিল সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই অভিযোগে এদিন হানা দিয়ে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

### সিগনালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এন-২০২৪-কে-২৪, তারিখঃ ২২-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং.ঃ এন-২০২৪-কে-২৪, কাজের নাম ঃ ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আমবাড়ি ফালাকাটা ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০১, বেলাকোবা ইয়ার্ডে পিটি নং. ১১১, ১১৩, ১১৫, ১১৬, রাঙ্গিনগর জলপাইগুড়ি ইয়ার্ডে পিটি নং. ১২১, ১২২ -এ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ (টিডব্লিউএস)-এর দ্বারা বিদ্যমান ৬০ কেজি রেল ১ ইন ১২ (এফএস)-এর বিজি টিটিআর (পি), পাঁজিপাড়া ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০৭, ১০৮, গাইসাল ইয়ার্ডে ১০৮, ১১১-এ ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫ (এফএস)-এর দ্বারা বিদ্যমান ৫২ কেজি রেল ১ ইন ৮.৫ (এফএস)-এর বিজি টিটিআর (পি), আমবাড়ি ফালাকাটা ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১২৫, ১২৪, ১২৩, ১২২, ১২১, ১২৭, বেলাকোবা ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০১, ১০৫, ১০৬, ১০৩, রাঙ্গিনগর জলপাইগুড়ি ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১২৬, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৩১-এ স্লিপার সহ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ (টিডব্লিউএস)-এর দ্বারা বিদ্যমান ৬০ কেজি রেল ১ ইন ১২ (এফএস)-এর বিজি টিটিআর (পি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৮,৪৮,২৮৬.৮১ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৫৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

### মালিগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে এলিভেটরের এএমসি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/৩৭/২৪-২৫, তারিখ ঃ ২২-১১-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ ডিওয়াই সিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৩৭-২৪-২৫, কাজের নামঃ মালিগাঁওয়ে (এইচকিউ)ঃ মালিগাঁওয়ে-(সিএইচ)-মালিগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে ৩ (তিন) বছরের জন্য ওএমইজিএ নির্মিত ২০ জনের ক্ষমতাসম্পন্ন এলিভেটরের এএমসি। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৭,০০,১৫৫ টাকা। বায়নার ধনঃ ১৪,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**Office of The Ladhurka Gram Panchayat**
**Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Dist.-Purulia,723148**
**Under Hura Dev. Block**
**E-Tender Notice**

NIeT Memo No:-**WBPUR/LGP/HURA/NIT(e)-5/24-25**, **Dt.-22/11/2024** Date & Time of Download/sale from **25/11/2024 10 am. to 04/12/2024, 11.00 am**. Date & Time of Bid submission from **25/11/2024 10 A.M. to 04/12/2024, 11.00 AM**. Date & Time of Bid Opening (Technical Papers):- **06/12/2024 (11.00 AM)**. For detail visit website **http://wbtenders.gov.in.**

**Sd/- Pradhan**
**Ladhurka Gram Panchayat**

**NOTICE INVITING TENDER**

Memo No- **158/Maji/15 th CFC & 159/Maji/15th CFC** E-Tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman. The last date of tender dropping **03/11/2024 upto 10.00 PM,** For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

**OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT UNDER MURSHIDABAD- JIAGANJ DEV BLOCK**
**PIRTALA, MUSHIDABAD, PIN.74302**
**e-mail: dahaparagp@gmail.com**
**NOTICE INVITING e-Tender**

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT)** No: **10/DGP/5th SFC/2024-25 Dated: 26.11.2024**. The last date for online submission of tender is **05-12-2024 up to 11:00 Hours**. And **NIT 11/DGP/158 th FC & SBM/2024-25 Dt.26.11.2024**. The last date for online submission of tender is **05-12-2024 up to 12:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Mira Roy**
**(Prodhan, Dahapara GP)**

**OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY**
**LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149**
**e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com**
**Office Phone & Fax No:-03482-270232**
**NOTICE INVITING e-Tender**

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 479/MM/NIeT/2024-25(2nd Call), Dated: 25-11-2024(Friday) up to 12:00 Hours**. Notice date extension Tender **(NIeT) No: 476/MM/NIeT/2024-25, Date: 26.11.2024** The last date for online submission of tender is **03-12-2024 (Tuesday) up to 12:00 Hours**. Tender **(NIeT) No: 480/MM/NIeQ/2024-2025, Date: 25-11-2024**, The last date for online submission of tender is **10-12-2024(Tuesday) up to 12:00 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Indrajit Dhar**
**(Chairman, Murshidabad Municipality)**

### e – Tender Notice

**DATE CORRIGENDUM**

e-Tender are invited for works as follows :

1) Name of work:- Comprehensive maintenance and operation of 16 nos. Ductible split type Air conditioning Machines (8.75 Ton-09 Nos. 5.5 Ton-7 nos.) Installed at HRBC Bhavan (Ground floor to 3rd Floor) and Quality Control Building (Ground floor to 2nd Floor) under HRBC for the period of 1st December 2024 to 30th November 2025 i.e. 12 months.
Tender ID -2024_HRBC_770206_1
e-NIQ No. HRBC/JPM (E)/NIQ/17/24-25/SI 1

Last date of submission of bid (online) is **02.12.2024** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**Udaynarayanpur, Howrah**
**PRESS NOTICE**

**E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-4/BDO/24-25**, **Dt.-26/11/2024** for 02 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2024_ZPHD_773939_1 & 2024_ZPHD_773939_2**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**

**Sd/- Block Development Officer**
**Udaynarayanpur Dev. Block**

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
**PANCHLA PANCHAYAT SAMITY**
**BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH**
**Notice Inviting e-Tender No. 64/15th F.C. TIED/EO/PANCHLA/2024-2025**

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the work of Maintenance of Water ATM at different places. Last date of submission of Bid **03/12/2024 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **06/12/2024 at 15.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer**
**Panchla Panchayat Samity**

### মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

**আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা **'কন্ট্যাক্টলেস আরএফআইডি স্মার্ট কার্ড'-এর সামনের দিকে বিজ্ঞাপনের জন্য (বিজ্ঞাপনের জন্য স্থান/প্রতি স্মার্ট কার্ডঃ দৈর্ঘ্য ৮৫.৬ মিমি, প্রস্থ-৫৪ মিমি)** আগ্রহের প্রকাশ(ইওআই) আহ্বান করছে। কোম্পানির নাম এবং লোগো দেওয়ার জন্য স্মার্ট কার্ডের সামনের দিকে সাইড বেল্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। আগ্রহী সংস্থা/এজেন্সীসমূহ উদ্যোগের জন্য সাগ্রহী এল/ফি সহ শীঘ্রই আসতে পারেন এবং ডেপুটি সিওএম (কমার্শিয়াল), মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। আরও তথ্যের জন্য টেলিফোন নংঃ ০৩৩-২২৫৫৫২৮৮, ইমেল আইডিঃ dycomcmml@mtp.railnet.gov.in **বন্ধের তারিখঃ ০৩.১২.২০২৪, সময়ঃ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**

**প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার**

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

**SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT**
**NAMKHANA*SOUTH 24 PARGANAS**
**NIT NO.-332/(2024-2025), Dated-25/11/2024 and**
**NIT NO.-333/(2024-2025), Dated-25/11/2024**

Last date of Submission on or before **04/12/2024 (up-to 04.30PM)**, Date of Opening-**06/12/2024 (From 04.30 P.M) (For viewing Tender:- www.wbtenders.gov.in)**

**Sd/-Pradhan**
**Shibrampur Gram Panchayat**

### ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

| NIT No. | Name of Projects | Bid submission Start Date | Last Date of Bid Submission |
|---|---|---|---|
| **33/GPW/WBFDC/2024-25** | **Sweeping, Cleaning including supply of materials for 19 Nos. Toilets at Banabitan Park for the month of July'2024 to March'2025** | **27.11.2024** | **05.12.2024** |

**Details can be seen at https://wbtenders.gov.in**

**TO WHOM IT MAY CONCERN**

It is certify that **Mr. RATHA CHANDRA DAS** Son of Late Bachia Das residing at Dairy Farm. West Dhobi Ghat, P.O: Kharagpur, P.S: Kharagpur (Town), Dist: Paschim Medinipur, West Bengal. Pin Code: 721301 has purchased a property/land lying and situated at Dist: Paschim Midnapore, P.S: Kharagpur (Local). A.D.S.R Office: Kharagpur, Gram Panchayat: Gopali. Mouza: Mirpur, J.L. No: 240, L.R Khatian No: 3518. R.S. Plot No: 341, L.R. Plot No: 383. Area of Land: 04 (Four) Decs. Out of 48 Decimal, Raiyati Satta by way of Deed of Sale being No: 101001011 for the year 2024, Registered in Book-I, Volume No: 1010-2024, Page from 21468 to 21481 from **Mr. ANAND KUMAR** Son of Late Mr. Shambhu Puri residing at Saidabah, P.O: Raghunathpur, P.S: Raghunathpur, Dist: Patna, Bihar. Pin Code: 801104 now residing at Taljuli, Jhapetapur, P.O: Kharagpur, P.S: Kharagpur (Town), Dist: Paschim Medinipur, West Bengal, Pin Code:721301 **as a constituted attorney for Mr. RAMPRATAP SINGH** Son of Late Baghrasan Singh residing at Arasini, P.O: Balarampur, P.S: Kharagpur (Local). Dist: Paschim Medinipur, West Bengal, Pin Code: 721301 by way of General Power Of Attorney being No: 101009273 for the year 2022. Registered in Book-1, Volume No: 1010-2022, Page from 214182 to 214192 and hence Mr. RATHA CHANDRA DAS has applied for the mutation of the above mentioned property/land in his name before the office of B.L & L.R.O. Kharagpur-1 so, if anybody has any objection then they can raised objection or communicate within one month before the office of B.L & L.R.O. Kharagpur-1.

Signature
Niladri Chatterjee
Advocate
Mirpur (Bulbulchati), P.O. Kharagpur
PS. Kharagpur (L), Dist.-Paschim Madinipur

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **LTG/198/45/V/Z-II/24-25**
Name of the Work: **Improvement of Street Lighting System with LED Light Fittings & other Electrical Accessories at Brabourne Road & Other different areas in Ward No.-45, under Borough-V.** Estimate Amount: **₹2,99,351.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No.: **LTG/196/V/Z-II/24-25**
Name of the Work: **Improvement Work of Lighting System from Bajekadamtala Ghat to Babughat area and other surrounding areas under Br-V.** Estimate Amount: **₹2,94,802.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

3. NIT No.: **LTG/169/V/Z-II/24-25**
Name of the Work: **Improvement of Lighting System along with other Electrical Works from Rani Rashmoni Ghat to Bajekadamtala Ghat area for improving the passage lighting system.** Estimate Amount: **₹2,99,332.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

4. NIT No.: **LTG/Z2/VKCOM/24-25**
Name of the Work: **Installation of Electrical Accessories and other Electrical Works at Vivekananda Bhawan under Br.-VI, KMC.** Estimate Amount: **₹1,34,022.96.** Earnest Money: **₹3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.12.2024 upto 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3) & **06.12.2024 upto 11.00 a.m.** (for Sl. No. 4). Bid submission starting date and time: **28.11.2024 from 11.00 a.m.** (for Sl. No. 4). Bid opening date for technical proposal on: **06.12.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 4). The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 at 6.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) & **28.11.2024 from 11.00 a.m.** (for Sl. No. 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3) & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 4)

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-1/Br.-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/11/24-25**
Name of the Work: **Improvement of Lighting arrangement by New LED fittings at Baghbazar Sarbojonin Durgotsav Field in Ward No.-7 under Borough-1, KMC.** Estimated Amount: **₹4,97,697.00.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/13/24-25**
Name of the Work: **Improvement of Lighting system by LED Fittings at Baghbazar Street, Ananda Chatterjee Street and other places in Ward No.-07 under Borough-I, KMC.** Estimated Amount: **₹1,99,797.00.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/13/24-25**
Name of the Work: **Improvement of Lighting system by LED Fittings at Baghbazar Street, Girish Avenue and other places in Ward No.-7, Borough-1, KMC.** Estimated Amount: **₹2,95,423.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

4. NIT No.: **KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/8/24-25**
Name of the Work: **Improvement of Bustee LIghting System at Raja Nabakrishna Bustee, Kumartuli Bustee and other Bustee in Ward No.-09, under Borough-1.** Estimated Amount: **₹1,97,587.00.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.

5. NIT No.: **KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/08/24-25**
Name of the Work: **Renovation Work of Lighting System at Vinay Badal Dinesh Park & others Park in Ward No.-02.** Estimated Amount: **₹1,98,926.00.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

6. NIT No.: **KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/22/24-25**
Name of the Work: **Installation of Lighting arrangement at 21, Raja Manindra Road near Maa Saroda Uddyan in Ward No.-03.** Estimated Amount: **₹2,98,464.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

7. NIT No.: **KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/25/24-25**
Name of the Work: **Supply and delivery of LED Fittings for different Roads and Lanes in Ward No.-03 under Borough-I.** Estimated Amount: **₹2,78,564.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **07 Days**.

8. NIT No.: **KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/2/24-25**
Name of the Work: **Supply and Delivery of 40 Watts LED Street Lights at different places in Ward No.-04 under Borough-I.** Estimated Amount: **₹1,97,271.00.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.12.2024 upto 5.00 p.m.**(for Sl. No. 1 to 3 & 8), **06.12.2024 upto 5.00 p.m.**(for Sl. No. 4 ) & **06.12.2024 at 1.15 p.m.**(for Sl. No. 5 to 7). The bid forms and other details are available on and from **27.11.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG./Zone-V/BR.-XIII/KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/LTGV/115/24-25/LR (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing and renovation of existing Street Lighting system at Panchanantala Road, Chader Village Road and other different areas in Ward No.-115.** Estimated Amount: **₹2,46,819.99.** Earnest Money: **₹4,940.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No.: **KMC/LTGV/115MG/24-25/GC (1st Call)**
Name of the Work: **Supply of Energy Effencient Light Fittings in place of existing Damaged LED Light Fittings at MG Road in Ward No.-115, Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount: **₹1,70,500.92.** Earnest Money: **₹3,420.00**. Period of Completion: **10 Days**.

3. NIT No.: **KMC/LTGV/118/24-25/DEC03 (1st Call)**
Name of the Work: **Improvement of Lighting System by Installing of Pole with Energy Efficient LED Fittings at Buroshibtala Main Road (near Taltala Goli) in Ward No.-118, KMC.** Estimated Amount: **₹4,89,199.59.** Earnest Money: **₹9,790.00**. Period of Completion: **20 Days**.

4. NIT No.: **KMC/LTGV/118/24-25/LR (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing and Renovation of Existing Street Lighting System at Ghosh Para, AG Road, Chamra Potty and other different areas in Ward No.-118.** Estimated Amount: **₹2,44,546.48.** Earnest Money: **₹4,900.00**. Period of Completion: **30 Days**.

5. NIT No.: **LTGV/122MG/24-25/GC (1st Call)**
Name of the Work: **Supply of Energy Efficient Light Fittings in place of existing Damaged LED Light Fittings at MG Road in Ward No.-122, BR-XIII, KMC.** Estimated Amount: **₹2,32,501.80.** Earnest Money: **₹4,660.00**. Period of Completion: **10 Days**.

6. NIT No.: **KMC/LTGV/122/24-25/LR (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing and Renovation of Existing Street Lighting System at Khudiram Colony, Sukanta Pally and other different areas in Ward No.-122.** Estimated Amount: **₹2,58,692.36.** Earnest Money: **₹5,180.00**. Period of Completion: **30 Days**.

7. NIT No.: **KMC/LTGV/XIII/24-25/HU (1st Call)**
Name of the Work: **Overall Electrical maintenance work in Ward Health Units under Borough-XIII and Borough-XIII Health Office, KMC.** Estimated Amount: **₹3,46,420.41.** Earnest Money: **₹7,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.

8. NIT No.: **KMC/LTGV/117/24-25/D2 (1st Call)**
Name of the Work: **Installation of Energy Efficient Light Fittings in Place of Existing Damaged LED Light Fittings at Roy Bahadur Road, Jyotish Roy Road and others important places in Ward No.-117, Br-XIII, KMC.** Estimated Amount: **₹4,46,739.75.** Earnest Money: **₹9,000.00**. Period of Completion: **40 Days**.

9. NIT No.: **KMC/LTGV/116/24-25/D2 (1st Call)**
Name of the Work: **Installation of Energy Efficient Light Fittings in place of Existing Damaged LED Light Fittings at Chanditala Branch Road, B.L. Saha Road, Kolabagan and other important places in Ward No.-116, Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount: **₹4,33,062.47.** Earnest Money: **₹8,700.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.12.2024 (4.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 9). The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (4.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 9).

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI/KMC** invites e-tender online two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(E)/Z-VI/125/15/24-25**
Name of the Work: **Improvement of Street Lighting system on Existing Pole at Joykulla Molla Road, Mondal Para, Anandanagar, Thakurpukur Road etc. areas in Ward No.-125.** Estimated Amount: **₹4,73,441.00.** Earnest Money: **₹9,500.00**. Period of Completion: **25 Days**.

2. NIT No.: **KMC/EE(E)/Z-VI/142/16/24-25**
Name of the Work: **Interim Lighting arrangement at Kabardanga, Lal Pool, Indira Uddyan, Mridichack, Sojnaberia on the EVE of Christmas to English New Year Festival in Ward No.-142.** Estimated Amount: **₹1,41,075.00.** Earnest Money: **₹3,000.00**. Period of Completion: **11 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.12.2024 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). Technical bid open date: **07.12.2024 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **27.11.2024 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work:–

NIT No.: **KMC/Ely/Estm-122/24-25**
Name of the Work: **Renovation of Electrical Installation with allied works at IUM under KMC.** Estimate Amount: **₹2,84,061.00.** Earnest Money: **₹5,700.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.12.2024, 04.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024, 04.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

**The Executive Engineer (E)/LTG-HQ/KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for the following work:–

**NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/83/24-25**
Name of the Work: **Miscellaneous repairing works of Electrical Systemof different Office area of CMO Building.** Estimate Amount: **OPEN QUOTATION.** Earnest Money: **₹9,500.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.12.2024 ( 02.00 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (02.00 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

928/24-25

# বিনা নোটিশে হঠাৎই দেশে ফিরলেন, এমন সিদ্ধান্ত কেন, চর্চার কেন্দ্রে গৌতম গম্ভীর

**মুম্বই, ২৬ নভেম্বরঃ** নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে সিরিজ হারের পর প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন হয়েছে টিমের। সফরের প্রথম টেস্টেই পারথে দুরমুশ করেছে অস্ট্রেলিয়াকে। দুরন্ত বুমরা, বিরাটের সেঞ্চুরি, সব মিলিয়ে টিমগেম স্বস্তি দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। এরই মধ্যে পিতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় টিমের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। তিনি নেটেও নেমে পড়েছেন। দ্বিতীয় টেস্ট নিয়ে ভাবনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। হঠাৎই টিম ছেড়ে দেশে ফিরে এসেছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। কেন? তা নিয়েই জল্পনার শেষ নেই। ঘটনা হল, গম্ভীরের এই দেশে ফেরতের খবর আগে থেকে জানাই ছিল না। হঠাই নাকি বিসিসিআইকে জানিয়ে জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে দেশে ফিরেছেন। কোচ যে কোনও সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তিনিই পরিকল্পনা সাজান। সেই মতো ট্রেনিং করে, ম্যাচ খেলে টিম। গম্ভীরের এই দেশে ফেরত টিমকে চাপে ফেলে দিতে পারে, এমনই বলা হচ্ছে। গম্ভীর অবশ্য দেশে ফেরার জন্য ব্যক্তিগত কারণকেই তুলে ধরেছেন। কী কারণ, তা নিশ্চিত ভাবে বিসিসিআইকে জানিয়েছেন। কিন্তু ওই কারণ বাইরে আসেনি। বোর্ড অবশ্য গম্ভীরের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দ্বিতীয় টেস্টের আগে তিনি টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন, এমনই জানিয়েছেন বোর্ডকে। বুধবার দ্বিতীয় টেস্ট খেলার জন্য ক্যানবেরা উড়ে যাওয়ার কথা ভারতের। নেটে হালকা অনুশীলন করলেও শনিবার থেকে পুরোপুরি প্র্যাক্টিস নেমে পড়বেন বিরাট-রোহিতরা। দ্বিতীয় টেস্টের আগে ভারতের ২ দিনের গোলাপি বলে প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলার কথা। সূচি অনুযায়ী তা হবে। কিন্তু গম্ভীর সেখানে থাকবেন না। টেস্ট শুরুর আগে টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। এই পরিস্থিতি কি চাপে ফেলে দিতে পারে ভারতকে? তা মনে করছে না বিসিসিআই।

# আইএসএলে রেকর্ড গড়ল ‘লাস্ট বয়’ ইস্টবেঙ্গল, পিছনেই ‘ফাস্ট বয়’ মোহনবাগান!

**নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ** ইন্ডিয়ান সুপার লিগে সকলকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে বাংলার ফুটবল প্রেমীরা। পিছিয়ে নেই ইস্ট-মোহন দুই দলের সমর্থকরাও। এই মরশুমে দর্শক উপস্থিতিতে রেকর্ড গড়ল ইস্টবেঙ্গল। এক ধাপ পিছিয়ে তাঁদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের চলতি মরশুমের কলকাতা ডার্বি ম্যাচেই সব থেকে বেশি দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিল। যদিও এই ডার্বির আয়োজকের ভূমিকায় ছিল ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচের দুই দল অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল ৫৯,৮৭২। দর্শক স্থানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহনবাগান বনাম মুম্বই সিটি ম্যাচে মাঠে উপস্থিত দর্শকের সংখ্যা ছিল ৪১,০০২। তৃতীয় স্থানেও রয়েছে বাগান শিবির ৪১,০০১ সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিল মিনি কলকাতা ডার্বি অর্থাৎ মোহনবাগান বনাম মহামেডান ম্যাচে।

# বোলাররা নিয়ে গেলেন ২৩৩ কোটি! ঠাঁই পাবেন পন্থ-ঈশানদের সামনে?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইপিএলের সবচেয়ে দামি ১০ ক্রিকেটার নিয়ে গিয়েছেন প্রায় ১৮০ কোটি। শুধু ব্যাটারদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ২১২.৫০ কোটি। যা দেখে অনেকেরই চোখ কপালে উঠেছে। আইপিএলের নিলামে বেস প্রাইস যা ছিল, পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের অনেকে সারা বছরে পান না। এ নিয়ে যখন হইচই তখন কিন্তু ব্যাটারদের পাল্টা ছয় মেরেছেন বোলাররা। আইপিএল ব্যাটারদেরই দুনিয়া। বোলাররা ঠাঁই পর্যন্ত পান না। চার আর ছয়ের আতঙ্কে কাটাতে হয় তাঁদের। সেই বোলাররাই কিন্তু ব্যাটারদের পিছনে ফেলেছেন। ৫৭৭ জন ক্রিকেটার নিলামে উঠেছিলেন। তার মধ্যে ৩৬৭জন ভারতীয়। ২১০জন বিদেশি। সব শেষে দেখা যাচ্ছে, আইপিএলের

নিলাম থেকে বোলারদের আয় ব্যাটারদের থেকে বেশি। নিলামে ২১২.৫০ কোটি খরচ করা হয়েছে শুধু ব্যাটারদের জন্য। যার মধ্যে ৫৩.৭৫ কোটি খরচ করা হয়েছে ঋষভ পন্থ ও শ্রেয়স আইয়ারের জন্য। সেখানে কিন্তু বোলারদের জন্য খরচ হয়েছে ২৩২.৯০ কোটি। যা বেশ অবাক করার মতো বিষয়। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, বোলারদের বাজারও বেশ ভালো। বোলারদের জন্য পঞ্জাব কিংস খরচ করেছে সবচেয়ে বেশি। যার মধ্যে শুধু অর্শদীপ সিংকে দেওয়া হয়েছে ১৮ কোটি। অবশ্য শ্রেয়স যখন রয়েছেন পন্টিংয়ের টিমে, তখন ব্যাটারদের জন্যই খরচ তাদের বেশি হয়েছে, এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আইপিএলের কিন্তু বোলারদের উপর বেশি ফোকাস করেছে রাজস্থান রয়্যালস। ৩২.৬০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের টিমের। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি কিন্তু ৪১.৪৫ কোটি টাকা খরচ করেছে মিচেল স্টার্ক, নটরাজন, মোহিত শর্মা, দুশমন্ত চামিরার জন্য। এক-একটা টিমের এক-এক রকম প্ল্যানিং। নিলাম থেকে যেমন রাজস্থান শুধুই বোলারদের তুলেছে, তেমনই ভারসাম্য রেখে দল করেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। আবার কলকাতা নাইট রাইডার্স বেশি করেছে ব্যাটারদের জন্যই। ৩৪.৩৫ কোটি খরচ হয়েছে এর জন্য। আবার বোলারদের জন্য খরচ হয়েছে ১৪.১৫ কোটি।

# হাইব্রিড মডেলের জন্য পকিস্তানকে বিরাট প্রস্তাব আইসিসির!

**দুবাই, ২৬ নভেম্বরঃ** চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। ভারত যে পাকিস্তানে যাবে না, তা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করে দিয়েছে বিসিসিআই। ভারতের আপত্তির কারণে এখনও সূচি প্রকাশ করা যায়নি। এমনকী পাকিস্তানে আদৌ এই ট্রফি হবে কিনা, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। বিকল্প বলতে রয়েছে হাইব্রিড মডেল। আর সেই প্রস্তাবে পিসিবি-কে রাজি করানোর জন্য লোভনীয় প্রস্তাব দিতে চলেছে আইসিসি। জট কাটাতে আগামী মঙ্গলবার একটি বৈঠকের আয়োজন করছে আইসিসি। সেখানে পাক বোর্ডের কাছে হাইব্রিড মডেলে রাজি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। কিন্তু পিসিবি তো জানিয়েছে তারা এই পরিকল্পনায় রাজি নয়। এবার কি সমস্ত শর্ত মেনে নেবে তারা? সেটারও উপায় ভেবে রেখেছে আইসিসি। সেক্ষেত্রে পিসিবি-কে বাড়তি টাকা ইনসেন্টিভ হিসেবে দেওয়া হবে। আর তাতে যে

পাকিস্তান রাজি হবে, এমনটাই মনে করে আইসিসির এক সূত্র। পাকিস্তানের আর্থিক সংকটের চেহারা নতুন কিছু নয়। তার মধ্যে একাধিক স্টেডিয়াম সংস্কার করতে প্রচুর টাকা ব্যয় হয়েছে। এমনকী পাঁচ বছরের জন্য একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ককে ‘বিক্রি’ করতে হয়েছে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামের নামের স্বত্ব। সেই জন্য তাদের ভারতীয় মুদ্রায় ৩৭ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে হাইব্রিড মডেলের জন্য বাড়তি ইনসেন্টিভের প্রস্তাবে পিসিবি রাজি হয়ে যেতে পারে বলেই আশাবাদী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার সূত্র। আইসিসির সূত্রের মতে, মঙ্গলবারের মিটিংয়েই পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে হাইব্রিড মডেলে রাজি হলেও একাধিক শর্ত দিতে পারে পিসিবি। তার মধ্যে লাহোরের ওই স্টেডিয়ামে ফাইনাল করা নিয়ে নাছোড়বান্দা তারা। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেটা সময়ই বলবে। যদি শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হয়, তাহলে ভারতের ম্যাচ পাতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে।

# তরুণ প্রতিভাকে তুলে ধরতে নর্থইস্টের সঙ্গে চুক্তি অরুণাচল প্রদেশের

**ইটানগর, ২৬ নভেম্বরঃ** ভারতীয় ফুটবলে পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব নর্থইস্ট ইউনাইটেড। প্রাক্তন বলিউড তারকা জন আব্রাহামের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ফুটবলে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আইএসএলে তেমন সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও, সম্প্রতি ডুরান্ড কাপ জয়ের মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনা এবং প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছে তারা। এবার তরুণ ফুটবল প্রতিভাদের তুলে ধরতে অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে বিশেষ চুক্তি করে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল তারা। নর্থইস্ট ইউনাইটেড দীর্ঘদিন ধরে তাদের অঞ্চলের ফুটবলারদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে এবারের উদ্যোগটি আরও বড় আকারের এবং দীর্ঘমেয়াদি। সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এপিএফএ) সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা শুধুমাত্র একক ক্লাবের উন্নয়নের জন্য নয়, বরং পুরো অঞ্চলের ফুটবল পরিকাঠামোর মান উন্নত করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। গত সোমবার অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরের গোল্ডেন জুবিলী স্টেডিয়ামে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা এপিএফএ-র সভাপতি পেমা খান্দু, নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কর্ণধার জন আব্রাহাম, ক্লাবের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মন্দার তামহানে এবং ফুটবল বিশেষজ্ঞ কৃপা অজয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অরুণাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফুটবল প্রতিভার সন্ধান চালানো হবে। একইসঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে ফুটবল কোচিং, প্রশিক্ষণ শিবির এবং ঘরোয়া টুর্নামেন্টের আয়োজনের মাধ্যমে তরুণদের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চুক্তির আওতায় ৬ থেকে ১২ বছর এবং ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী দুই শ্রেণির ফুটবলারের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ ফুটবলারদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম তৈরি করা হবে। প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির এবং প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে। এর ফলে নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের আইএসএল এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। অরুণাচল প্রদেশ ফুটবলের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্দুর কথায়, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র রাজ্যের ফুটবলের উন্নয়ন নয়, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিভাবান ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করবে। এদিকে, নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কর্ণধার জন আব্রাহাম এই চুক্তিকে এক অনন্য মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, ফুটবল শুধুমাত্র খেলা নয়, এটি একটি সংস্কৃতি। অরুণাচল প্রদেশের তরুণ প্রতিভাবান ফুটবলারদের জন্য এটি একটি নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। প্রথম পর্যায়ে ইটানগরের গোল্ডেন জুবিলী স্টেডিয়ামে ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে। পরবর্তীতে এই উদ্যোগ নামসাই, ইউপিয়া এবং অরুণাচলের অন্যান্য

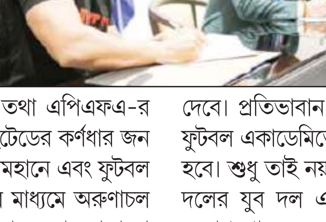

অঞ্চলে বিস্তৃত করা হবে। লক্ষ্য হলো অরুণাচল প্রদেশের প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিভাবান ফুটবলারদের খুঁজে বের করা এবং তাদের পেশাদার ফুটবল জগতে নিয়ে আসা। এই চুক্তি তরুণদের জন্য এক অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দেবে। প্রতিভাবান ফুটবলারদের নর্থইস্ট ইউনাইটেডের ফুটবল একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হবে। শুধু তাই নয়, সেরা প্রতিভারা নর্থইস্ট ইউনাইটেড দলের যুব দল এবং ভবিষ্যতে সিনিয়র দলে খেলার সুযোগ পাবেন। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং এপিএফএ-র এই উদ্যোগ ভারতীয় ফুটবলে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তরুণ প্রতিভা খোঁজার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে, এই উদ্যোগ কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন করা এবং এর ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার তৈরি করা কতটা সম্ভব হবে, তা দেখার জন্য সময় অপেক্ষা করছে। কিন্তু, একথা নিশ্চিত যে এই পদক্ষেপ উত্তর-পূর্ব ভারতের ফুটবল সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং ভারতের ফুটবল উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে।

# ভারতীয় ডিফেন্ডারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ জারাগোজা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চলতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগ মরসুমে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দিয়ে শুরু করেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবকে হারিয়ে সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন এই দল তাদের অভিযান শুরু করে। এরপর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, হায়দরাবাদ এফসি, এবং অন্যান্য শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে টানা জয় এনে দিয়েছিল দলকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। প্রথম ছয় ম্যাচ অপরাজিত থেকে এই মরসুমের অন্যতম সেরা দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। তবে, এফসি গোয়ার বিপক্ষে হারের পর থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। প্রথমবারের মতো ধাক্কা খেয়ে দল কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচে জয়ের লক্ষ্য থাকলেও, শেষ পর্যন্ত তারা ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়। জাতীয় বিরতির পর এবার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জয়ের ধারায় ফেরার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে বেঙ্গালুরু। আগামী ২৭শে নভেম্বর, কলকাতার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে বেঙ্গালুরু এফসি। এই ম্যাচটি জয়ের মাধ্যমে পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে নিজেদের আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে চায় জারাগোজার ছেলেরা। অন্যদিকে, আন্দ্রে চেরনিশভের মহামেডানও গত ডার্বি ম্যাচের হতাশা কাটিয়ে এই ম্যাচ জিতে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করবে। ম্যাচটি যে উভয় দলের জন্যই সহজ হবে না, তা স্পষ্ট। বেঙ্গালুরুর আক্রমণভাগে পেরেইরা দিয়াজের উপস্থিতি প্রতিপক্ষের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

অন্যদিকে, রক্ষণ সামলানোর ক্ষেত্রে বেঙ্গালুরুর প্রধান ভরসা হতে চলেছেন ভারতীয় ডিফেন্ডার মোহাম্মদ সালাহ। তাঁর পারফরম্যান্সেই অনেকাংশে নির্ভর করবে বেঙ্গালুরুর ম্যাচের ভাগ্য। ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে বেঙ্গালুরুর প্রধান কোচ জেরার্ড জারাগোজা মোহাম্মদ সালাহর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘‘সে একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়। তাঁর উন্নতি আমি প্রতিদিন দেখছি। তিনি মাঠে যেভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। প্রাক-মরসুমে সালাহর উন্নতির যে ধারা শুরু হয়েছিল, তা তিনি বজায় রেখেছেন। যদিও কিছু সময়ে চোট পেয়েছিল, কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ ফিট। তাঁর মতো ডিফেন্ডার দলে থাকা আমাদের জন্য বড় সুবিধা।’’ মোহাম্মদ সালাহ বেঙ্গালুরু এফসির হয়ে গত কয়েকটি মরসুমে নিজের দক্ষতা দেখিয়ে আসছেন। তরুণ এই ডিফেন্ডারের মধ্যে প্রতিদিনই উন্নতির ছাপ দেখা যায়। সালাহ মাঠে শুধু রক্ষণ সামলান না, বরং প্রয়োজনে আক্রমণে যোগ দিয়ে দলের জন্য গোলের সুযোগ তৈরি করেন। জারাগোজার অধীনে অনুশীলনের সময় সালাহ প্রতিনিয়ত নিজের খেলার মান উন্নত করতে কাজ করে চলেছেন। কোচের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া তাঁর জন্য নিঃসন্দেহে বড় স্বীকৃতি। বর্তমানে বেঙ্গালুরু এফসি পয়েন্ট টেবিলের উপরের দিকে থাকলেও, কয়েকটি ম্যাচে হোঁচট খাওয়ার ফলে তাদের অবস্থান কিছুটা নড়বড়ে হয়েছে। মহামেডানের বিপক্ষে ম্যাচে জয় পেলে তারা ফের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ চারের লড়াইয়ে নিজেদের জায়গা শক্ত করবে। অন্যদিকে, মহামেডানও চাইবে তাদের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার গ্লানি মুছে নতুনভাবে মরসুম শুরু করতে। কলকাতার মাঠে মহামেডান বনাম বেঙ্গালুরুর লড়াই শুধুমাত্র দুটি দলের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ নয়। এটি আইএসএল পয়েন্ট টেবিলের সমীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, দুই দলেরই সমর্থকরা এই ম্যাচের জন্য উন্মুখ। মাঠে গোল করা এবং প্রতিপক্ষকে রুখে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় সালাহ ও পেরেইরা দিয়াজের মতো খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স যে ম্যাচের ফলাফলে বড় ভূমিকা নেবে, তা নিশ্চিত। বেঙ্গালুরু এফসির সমর্থকরা আশা করছেন, তাদের দল মহামেডানের বিপক্ষে জয় পেয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। একইভাবে, মহামেডানের সমর্থকরাও চাইবেন, তাদের দল নিজেদের ঘরের মাঠে শক্তিশালী বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখাক। আসন্ন ম্যাচটি দুই দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং আইএসএল মরসুমে সাফল্যের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে। তাই ফুটবলপ্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, এই রোমাঞ্চকর লড়াই দেখার জন্য।

# বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে সাদা-কালো সমর্থকদের জন্য বড় ঘোষণা ক্লাবের!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ** টানা চার ম্যাচে হার, কার্যত হতাশ করে তুলেছে সমর্থকদের। যদিও মরশুম শুরুর পর থেকেই দুরন্ত ছন্দে ছিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগে নতুন যোগদান করা দল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু মোহনবাগানের কাছে ডার্বিতে হারের পর থেকেই যেন জুজু দেখল আন্দ্রে চেরনিশভের ছাত্ররা। এরই মধ্যে আগামীকাল আইএসএলে সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে মাঠে নামতে চলেছে সাদা-কালো জায়ান্টসরা। গত মরশুমে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আইএসএলে সুযোগ পেয়েছিল মহামেডান। সেই সঙ্গে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিল সাদা-কালো ব্রিগেডের সমর্থকরাও। সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল, এমনকি অ্যাওয়ে ম্যাচ ওয়েন কোয়েলের চেন্নাইয়িন এফসিকে হারানোর পর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল অ্যালেক্সিস-ফ্রাঙ্কারা। এরপরই যেন একের পর এক বিপর্যয় ঘটতে শুরু করে দিল শিবিরে। মিনি ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে তিন গোলে হার। মিনি ডার্বিতে হারের ধাক্কা সামলে, নিজেদের ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ফ্লোরেন্টরা। ম্যাচের শুরু থেকে

তাঁরা এগিয়ে থাকলেও, ম্যাচ শেষে ফলাফল যায় তাঁদের বিপক্ষে। ম্যাচ হেরে রেফারিকেই দুষেছিলেন কোচ, কর্মকর্তা থেকে সমর্থকরাও। এরপর ঘরের মাঠেই প্রতিপক্ষ ছিল হায়দরাবাদ এফসি। এই ম্যাচেও ৪-০ গোলে হেরে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন খোদ রুশ কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। যদিও সমর্থকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। এই মাসের শুরুতেই ময়দানের আরেক প্রধান তথা লিগ টেবিলের লাস্ট বয় ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হয়েছিল ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। লাল-হলুদের বিপক্ষেও ম্যাচ জিততে ব্যার্থ হয় তাঁরা। এরপর দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে আগামীকাল ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে নামবে চেরনিশভের ছাত্ররা। এই ম্যাচের আগে ক্লাবের নিজস্ব এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দ্রুত টিকিট কেনার জন্য।

# ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেই চলেছেন রোনাল্ডো

**রিয়াধ, ২৬ নভেম্বরঃ** কদিন আগেই ১ হাজার গোল নিয়ে বেশি না ভাবার কথা বলেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। বলেছিলেন, দূরবর্তী ভবিষ্যতের চেয়ে নিকট বর্তমানকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য রোনাল্ডো যেভাবে ছুটছেন, তাতে তাঁকে হাজার গোলের কাছে পৌঁছাতে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে থাকা রোনাল্ডো এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে গোল পেলেন, করলেন ৫ গোল। আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেশনস লিগে জাতীয় দলের জার্সিতে পোল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিলেন জোড়া গোল। আর ক্লাবের জার্সিতে আগের ম্যাচে আল কাদিসিয়ার বিপক্ষেও পেয়েছিলেন গোল। এরপর সবশেষ গতকাল রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে আল গারাফার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন রোনাল্ডো। আর ম্যাচে কাতারি ক্লাবটির বিপক্ষে আল নাসরের জয় ৩-১ গোলে। এই জয়ে গ্রুপ ‘বি’তে আল হিলালকে টপকে দুইয়ে উঠে এসেছে আল নাসর। ৫ ম্যাচে আল নাসরের পয়েন্ট ১২। গতকাল রাতে ম্যাচের ৪৬ ও ৬৪ মিনিটে গোল দুটি করেন রোনাল্ডো। দুটি গোলই রোনাল্ডো করেন বক্সের ভেতর থেকে। প্রথম গোলটি করেন বক্সের ভেতর দারুণ এক হেডে,

পরেরটি নিঁখুত শটে। এ দুই গোলের মধ্য দিয়ে সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে ৯১৩তম গোলে পৌঁছে গেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আর চলতি মরসুমে আল নাসরের হয়ে এটি ১৭ ম্যাচে রোনাল্ডোর ১৩তম গোল, সঙ্গে আছে ৩টি অ্যাসিস্টও। আর ২০২০ সালে এটি রোনাল্ডোর ৪০তম গোল। এ দুই গোলে আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন রোনাল্ডো। ৩০ পেরোনোর পর গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে রোনাল্ডোর অবদান এখন ৫৫০ গোলে। অবিশ্বাস্যই বটে! ম্যাচ শেষে জোড়া গোল করে দারুণভাবে দলকে জেতানো রোনাল্ডো প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন, ‘‘আমার প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য হচ্ছে দলের জয়। দলগতভাবে পারফর্ম করলে গোল আসবে এবং আমি সব সময় গোল করা ও জেতাতে মনোযোগ দিই। যদি দল জেতে, আমি খুশি। আমি এই জয় ভক্ত, ক্লাব ও ভক্তদের উৎসর্গ করলাম।’’

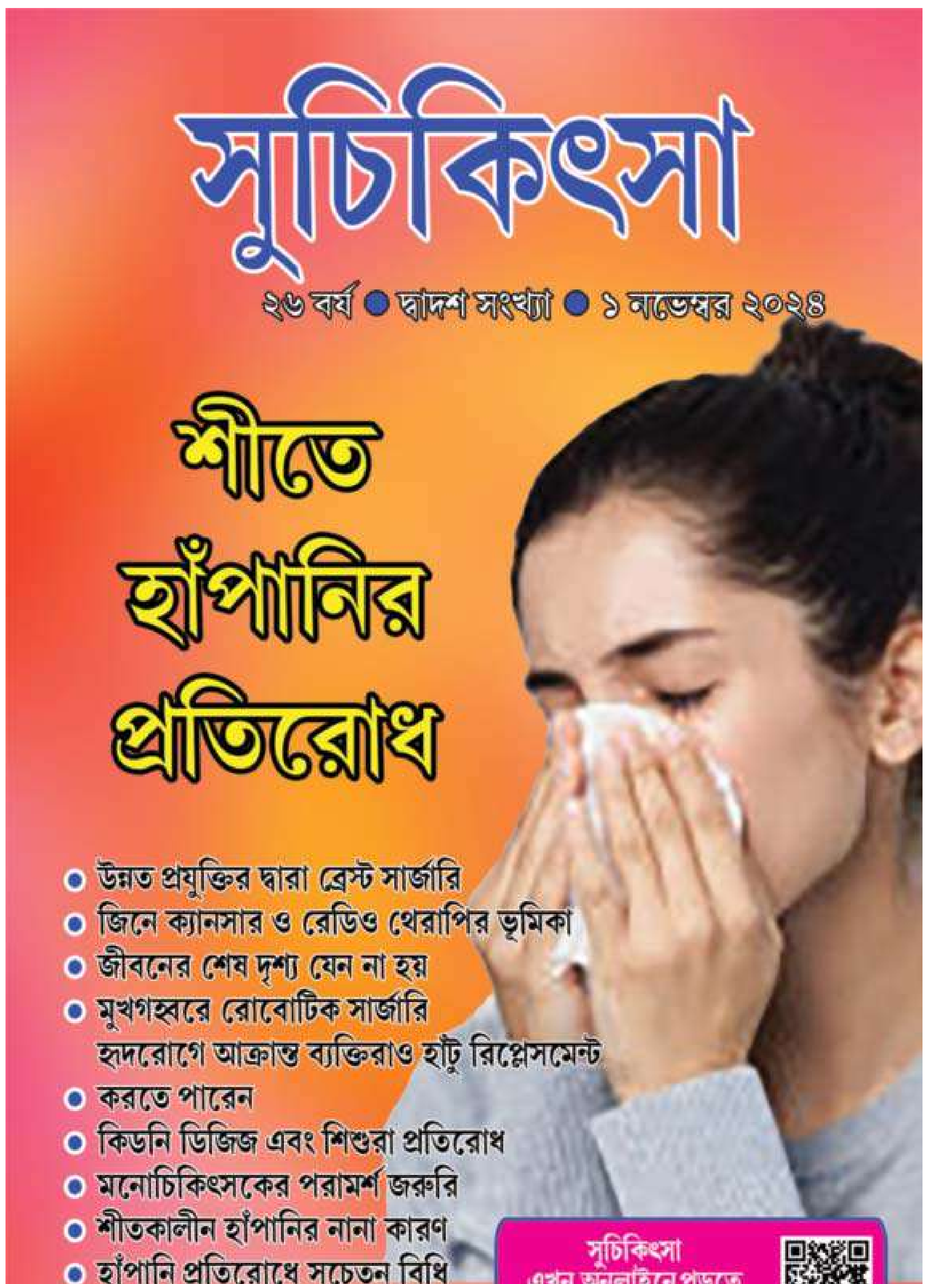


দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com